সপ্তম প্রতিমা।

(নাটক)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

(প্রথমাভিনয় রজনী ১৩০৯ সাল, ৩রা শ্রাবণ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,
প্রণীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা।
৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেস,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

পদ্মনাভ	...	পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ (পরিচয়)।
পুরুষোত্তম	...	মন্দুরার সম্ভ্রান্ত বণিক।
মিহির	...	কাশ্মীরের ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীপুত্র।
হরজনদাস	...	অর্থ-গৃধ্নু বেনিয়া।
ঢুণ্ঢিরাম	...	হরজনদাসের গৃহপালিত শ্যালক।
গজুয়া	...	পুরুষোত্তমের প্রিয় ভৃত্য।

স্ত্রী।

সত্যবতী	...	মিহিরের মাতা।
রুক্মিণী	...	পুরুষোত্তমের স্ত্রী।
ছায়া	...	ঐ কন্যা।
মায়া	...	পদ্মনাভের পালিতা কন্যা।
খাণ্ডারী	...	হরজনদাসের স্ত্রী।

প্রতিবেশী, খঞ্জ ও নিয়তি-বালাগণ।

প্রস্তাবনা।

(গীত)

স্বপন দেখে মেটেনা নেশা।

ঘুমের ঘোর যত ছাড়ে তত বাড়ে পিয়াসা ॥

মনে হয় ঘুম রাখি চখে,

জেগে ঘুমাই সব ভুলে যাই, থাকি স্বপনে মেখে,

স্বপ্নে উঠি স্বপ্নে বসি

স্বপ্নে চলি দিবানিশি

স্বপ্নে ঘূরি স্বপ্নে ফিরি স্বপ্নে করি যাওয়া আসা ॥

স্বপ্ন প্রতিমা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দুরা—পুরুষোত্তমের অন্তঃপুর।

(ছায়া ও রঙ্কিণী)

রঙ্কিণী। কি ছায়া এখনও পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিস ?

ছায়া। মা আমি কাশ্মীর যাব।

রঙ্কিণী। ছি মা পাগলামি করিসনে, স্বপ্ন কখন সত্য হয়।

ছায়া। আবার বলছ স্বপ্ন! একি স্বপ্ন! কখনও নয়। এখনও পর্য্যন্ত আমার ভ্রমণের শ্রান্তি দূর হয়নি, কাশ্মীরের সে অপূর্ব্ব উদ্যানের সুধাফলের আস্বাদ এখনও আমার মুখে লেগে আছে, সে অপূর্ব্ব নির্ঝরিণীর সুধা-সঙ্গীত এখনও আমার কাণে ঝঙ্কার তুলছে। আর নির্ঝরের ধারে বসে সেই সুন্দর যুবা, কি স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি, এখনও যেন চখে দেখতে পাচ্ছি। ব্রাহ্মণের হাত ধরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখেছি। এসব স্বপ্ন ? কে বলে স্বপ্ন ?

রঙ্কিণী। কাশ্মীর! কোথায় সে ? তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি যে তুই সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলি ? বোঝ বাছা স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয়।

ছায়া। হয় না ? তবে তুমি বলছ আমি যা সব দেখেছি তা

কিছুই নেই। বেশ, না থাকে তাহলে তোমার মেয়েও নেই। চখে যা দেখেছি তা যদি কিছু না হয়, কানে যা শুনেছি তা যদি কিছু না হয়, হাতে যা ছুঁয়েছি তাও যদি কিছু নয়, তাহলে আমিও নেই। তোমার এই মেয়ে, এও মিথ্যা—এও স্বপ্ন।

রুক্মিণী। দেখ ছায়া পাগলামি করিসনি, বাড়াবাড়ি করলে এখনি তাকে বলে দেব। তিনি দুঃখ করবেন, মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসবেন, তখন তুই মজাটা টের পাবি।

ছায়া। মা আমি কাশ্মীর যাব, সেইখানে থাকবো। সেইখানে আমার ঘর—সেইখানে আমার—

রুক্মিণী। চুপ কর ছায়া চুপ কর। রায়জীর মস্ত মান, এ দেশের রাজ বণিক। সাবধান, মেয়ে হতে তাঁকে যেন অপদস্থ না হতে হয়। পাগলামি করিসনি মা পাগলামি করিসনি। কে কবে তোর কানে কাশ্মীরের নাম শোনালে যে তুই একজন অচেনা ব্রাহ্মণের হাত ধরে সেখানে গেলি, জল খেলি, ফল খেলি, সুন্দর পুরুষ দেখলি? এসব কথা প্রকাশ হলে লোকে একটা ঐ থেকে কু গড়ে নেবে। কুমারী মেয়ে অনেক বুঝে কথা কইতে হয় মা, অনেক বুঝে চলতে হয়। একেত ভগবানের কৃপায় আমাদের দুপয়সা সঞ্চয় দেখে লোকে সহজেই ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়।

ছায়া। তবু তুমি বলছ আমি যা দেখেছি, শুনেছি, সব মিথ্যা!

রুক্মিণী। তা না বলে কি বলব? ঘুম ভেঙ্গে ঘর থেকে বেরুলি আর রাতারাতি কাশ্মীর গেছিলি এ কথা পাগল না হলে আর কে বিশ্বাস করবে মা?

(গজুয়ার প্রবেশ)

ছায়া। গজুয়া! ঠাকুরকে দেখতে পেলি?

সপ্তম প্রতিমা।

গজুয়া। বিস্তর।

ছায়া। বিস্তর কিরে?

গজুয়া। দুধারে দেখতে দেখতে গেছি, আর টিপ টিপ করে গড় করেছি। মিথ্যা কথা বলছি?—এই দেখ আমার মাথা ফুলে উঠেছে।

ছায়া। আচ্ছা হাবা—তোকে কোন্ ঠাকুরকে দেখতে পাঠালুম, আর তুই কি দেখে এলি!

গজুয়া। চাকরী ঝকমারী। ভাল করলেও দোষ, মন্দ করলেও দোষ। তুমি একটা ঠাকুর দেখতে বল্লে, আমি এত দেখে এলুন। সিদ্ধেশ্বরী দেখলুম, মদনমোহন দেখলুম, বাবা পঞ্চানন্দ, কালভৈরব, সাজুম্মা সাহেব, শীতলা, ওলাউঠো মায় মহামারী ঠাকরুণ পর্য্যন্ত দেখে এলুম। কত জায়গায় তোমার নামে কত মানত করে এসেছি, পয়সাগুলো দিও।

ছায়া। আরে আবাগে—সে ঠাকুর কেন?—ব্রাহ্মণঠাকুরকে যে দেখতে পাঠালুম।

গজুয়া। ও তাই?—তা বামুনঠাকুর বুঝি আর দেখিনি। এক এক মন্দিরের দরজায় পাগড়ি জড়িয়ে ভিড় বেঁধে সব দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীদের কাছে তামার চাকি আদায় করছে, আর গলা টিপে সিঁড়ির নীচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে।

ছায়া। না বেশ, আমারও যেমন, তাই তোকে পাঠিয়েছিলুম।

গজুয়া। বাহবা—রাগ হ'ল বুঝি? হাঁ রাণীমা—বল ত মা—এখানটায় কোন্‌খানটায় দোষ খানটা হ'ল!—

রুক্মিণী। তোরা দুজনেই পাগল, তা আমি কি বলব বল। একজন দেখলেন স্বপ্ন, আর একজন তাই খুঁজতে গেলেন।

গজুয়া। এই—মা যা বলেছে। মা না হলে কেউ বুঝতে

পারে। স্বপ্ন একবার হারালে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়। আমি ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখেছিলুম, যে এক গালে তিনটে কুমড়ো গিলছি। জেগে উঠে এক দৌড়ে বাগানে গিয়ে কুমড়ো খুঁজতে লাগলুম। তোমায় বলবো কি রাণীমা শুনলে বিশ্বাস করবে না। এই কাঁটালগাছ, আমগাছ, শিমুলগাছ, নেবুগাছ, পুঁইগাছ— কোথাও যদি একটা কুমড়ো ফলে থাকে।

ছায়া। আচ্ছা! তোমার কুমড়ো ফলাব এখন। আমার সঙ্গে ঠাট্টা! আজ বিকেল বেলা ক্ষীর তৈয়ারি করব মনে করেছি; তখন চাইতে এস।

গজুয়া। না দিদি একটু বেশী করে ক্ষীর দিও—তারপর আজ রাত্রে খুব ভাল করে স্বপ্ন দেখো। যদি সোণার গাছে হীরের পাতায় রাজপুত্তুর ফলে আছে দেখ—তাও আমি খুঁজে এনে দেব।

রুক্কিণী। যা এখন তুই যা।

[গজুয়ার প্রস্থান।

ছায়া। কি আশ্চর্য্য! আমি যত বলছি—যে এ সে রকম স্বপ্ন নয়, আমি ঠিক ঠিক সব দেখেছি—আর কেউ আমার কথায় বিশ্বাস করতে চায় না!

রুক্কিণী। পাগলী মা আমার, তোমার মতন ত আর কেউ ছায়া নয়, যে ছায়া ধরে মানুষ গড়বে। এখন চল—বেলা হ'ল—ব্রত করে কিছু খাবে।

ছায়া। তুমি এগোও, আমি যাচ্ছি।

[রুক্কিণীর প্রস্থান।

স্বামী। আহা কাশ্মীর!—কি সুন্দর কাশ্মীর! ধরাতলে নন্দন

কানন। ঠাকুর কে তুমি? আমায় কি দেখালে? কেন দেখালে? সোণার দেশে আমায় কেন নিয়ে গেলে? গাছে গাছে সোণার ফল, প্রান্তরে প্রান্তরে সোণার ফুল, মাথার উপরে সোণার মেঘ, পদতলে সুবর্ণ তরঙ্গে হিল্লোলিত জলরাশি। আবার তার উপরে মধুময় পবনে আন্দোলিত সৌরভময় কুসুমাধার ভাসমান উদ্যান। আরও কি দেখালে;—আহা মানুষতো অত সুন্দর হয় না;—নিশ্চয় দেবতা, দেখালে যদি আবার দেখাও—দয়া করে আর একটী-বার দেখাও। দেখালে যদি লুকাও কেন, এরা যে কেউ বিশ্বাস করে না—এঁদের চোখ খুলে দাও। আমায় সেথায় নিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর—দালান।

(পুরুষোত্তম ও রঙ্কিণী)

পুরু। সর্ব্বনাশ! বল কি?

রঙ্কিণী। মেয়ে সেই অবধি যে বায়না ধরেছে, যে কোন মতে তাকে আমি বুঝিয়ে রাখতে পারছিনা।

পুরু। তাহলে যে বিষম বিপদ উপস্থিত।

রঙ্কিণী। তাইত তাহলে কি হবে! ছায়া পাগল হলে কেমন করে বাঁচবো!

পুরু। ছায়া পাগল হয়েছে, এ কথা তোমাকে বল্লে কে?

রঙ্কিণী। সেকি? তবে কি সত্য সত্যই কাশ্মীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ আছে?

সপ্তম প্রতিমা।

পুরু। আছে বলে আছে? আমার জীবনের সঙ্গে ঘনীভূত সম্বন্ধে জড়িত হয়ে আছে।

রুক্মিণী। বল কি?

পুরু। তবে আর বিপদের কথা বলছি কেন!

রুক্মিণী। বেশ ত স্বপ্ন দেখেছে তাতে বিপদ কি?

পুরু। বিপদ আর অন্য কিছু নয়। এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে সবে মাত্র ওই এক মেয়ে। কিন্তু রুক্মিণী সে মেয়েকেও বুঝি আর রাখতে পাল্লুম না।

রুক্মিণী। ওমা একি অলক্ষণে কথা!

পুরু। আর অলক্ষণে কথা, সব গেল। এতদিন পরে আমার শান্তি। এই যে এতকাল মান সম্ভ্রম বজায় রেখে সুখে দিন কাটিয়ে আসছিলুম, আর বুঝি রাখতে পারলুম না। সব গেল, আমার মেয়ের সঙ্গে সব গেল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখেছে ত?

রুক্মিণী। দেখেছে বইকি?

পুরু। তবে আর কি! তাহলে আর বেঁচে সুখ কি! সব গেল—রুক্মিণী, এতদিন পরে আমার সোণার সংসার ভেঙ্গে গেল।

রুক্মিণী। এ সব কি কথা? শুনে যে আমার বড় ভয় করছে। ব্যাপারখানা কি আমায় বুঝিয়ে বল। মেয়ে স্বপ্নেই যদি দেখে থাকে, তা তাতে এত বিপদের ভয় কেন?

পুরু। কেন, বলি শোন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন আমার অবস্থা অতি হীন ছিল। নানা দেশ বিদেশ ঘুরে উপস্থিত হই কাশ্মীরে। কাশ্মীর সহরে সে সময় গোকুলচাঁদ বলে একজন সদাশয় বণিক্ বাস করতেন। লোক মুখে গোকুলচাঁদের

অলৌকিক দানের কথা শুনে তাঁর কাছে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে বার বার তিনবার, ব্যবসা করতে অর্থ দেন, অদৃষ্ট দোষে তিনবারই মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট করি। শেষ আর লজ্জায় তাঁর কাছে মুখ দেখাতে গেলুম না। নগর ত্যাগ করে পথে একটা গাছের তলায় বসে ভাবছি, এমন সময় কোথা থেকে এক ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ বলে বলছি; কিন্তু তখন আমার বোধ হ'ল যেন আমার দুঃখমোচনের জন্য কোন দেবতা আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। দেহ হতে যেন জ্যোতি ফুটে পড়ছে, নয়নে করুণা উথলে উঠছে। দীনের বেদনাহারী নারায়ণ যেন স্বয়ং দ্বিজবেশে জগতের মঙ্গলের জন্য ধরায় ভ্রমণ করছেন। আমার অবস্থার কথা শুনে তিনি বল্লেন যে আমি পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ। আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তোমাকে আমি কি দিতে পারি, তবে গৃহত্যাগ করে আসবার সময় লক্ষ্মীর কৌটা হতে এই মুদ্রাটী এনেছিলুম। গ্রহণ কর। তোমার প্রতি কমলার কৃপা হবে। এই বলে আমার হাতে একটী মোহর দিলেন।

রুক্মিণী। বুঝেছি, বুঝেছি। এই ধার শোধাটি তোমার বাকি আছে।—বেশ ব্রাহ্মণ আসেন, এই একখানি মোহরের জায়গায় একশখানি, হাজারখানি দিও।

পুরু। পাগল! ব্রাহ্মণ কি কুসীদজীবী মহাজন যে আমাকে অর্থের ঋণে ঋণী করে গেছেন। দেবকার্য্য সাধনই তাঁর জীবনের ব্রত। আমায়ও দেবতার দ্বারে ঋণী স্বীকার করিয়ে গেছেন।

রুক্মিণী। তা দেবতার ঋণ শোধ যায় না বটে। রামনাথে মন্দির তৈয়ারি করে ভবানীনাথ প্রতিষ্ঠা করেছ। অনেকটা কাজ হয়েছে। এখন আর এক কর্ম্ম কর। কাছাকাছি আর একটী

মন্দির গড়ে মার মূর্ত্তি বসাও। তাহলেই দেবতা ব্রাহ্মণ তুষ্ট হবেন।

পুরু। সে আমারই বৈভবের বিজ্ঞাপন হবে। কি কঠিন পণে ঋণ প্রতিশোধে প্রতিশ্রুত আছি শোন। সত্য করেছিলুম, বিবাহের পর আমাদের দাম্পত্য ব্রতের প্রথম ফল বিষ্ণুপাদপদ্মে অঞ্জলি দেব। আমার প্রথম সন্তানকে দেবকার্য্যে ব্রতী করবার যাচ্ঞা মাত্র ব্রাহ্মণের করে সমর্পণ করব। ছায়া আমার প্রথম সন্তান, ছায়াই আমার শেষ সন্তান। ছায়া দেবতার ধন। বুঝি তার প্রভু তাকে নিতে আসছেন, তাই স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। আর ছায়ার প্রাণও সেই ভগবানের কার্য্যে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

রঙ্কিনী। এই দেখদেখি কি কাণ্ডটা করে রেখেছ। তোমরা পুরুষ মানুষ, অনেক বুদ্ধি আছে বটে। কিন্তু আগাগোড়া ভেবে কাজ করতে জাননা। একটা তুচ্ছ মোহরের জন্যে একেবারে পেটের সন্তান সন্ন্যাসীকে বিলিয়ে দেবে স্বীকার করে বসে আছ! আঁ্যা জমিদারী নয়, তালুক নয়, দশলাখ বিশলাখ নয়, একটা তুচ্ছ মোহর! বল্লে অহঙ্কার করা হয়, কিন্তু মনে করলে এখন আমার ছায়া মোহরের বস্তা নিয়ে বসে ছিনিমিনি খেলতে পারে

পুরু। হাঁ ছায়ার গর্ভধারিণী, এখন পারে বটে। কিন্তু তখন একটা মোহর তোমার স্বামীর কাছে এত তুচ্ছ ছিল না। মোহর দূরে থাক, অসহ্য জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য এক মুষ্টি অন্ন কোথায় পাব তা জানতুম না। তখন জানতুম না যে ব্রাহ্মণের লক্ষ্মীর কৌটার মোহর, ঋণ জড়িত দারিদ্র্য পীড়িত, অভাগা বণিকের ভাগ্যে সত্য সত্যই বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীর মোহর হবে,

সেই একটী ক্ষুদ্র সুবর্ণ চক্রই আমার ভাগ্যচক্রকে সৌভাগ্য-রবির দিকে ফিরিয়ে দেবে। তখন জানতুম না আমি আবার সংসার পেতে বসবো, আর দীনের দীন পরিচয়হীন পুরুষোত্তম রায়কে তোমার অবস্থাপন্ন দেশমান্য পিতা তাঁর রূপবতী গুণবতী কন্যা সম্প্রদান করবেন। প্রান্তরের বৃক্ষ ছায়ায় বসে ভিখারী কি ভেবেছিল রুক্মিণী যে তুমি তার অঙ্কশোভিনী হবে, আর ছায়া পঙ্কজিনী আমাদের উভয়ের অঙ্ক আলো করবে?

রুক্মিণী। তা—তা—তা—তবে কি হবে?

পুরু। ব্রাহ্মণ যদি এসে উপস্থিত হয়ে দেবতার গচ্ছিত ধন চান আমাকে দিতেই হবে।

রুক্মিণী। দেখ তুমি দেখা দিওনা। তিনি এলে আমি কেঁদে পায়ে লুটিয়ে পড়বো। মা হয়ে সন্তান ভিক্ষা চাইব। সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে অর্পণ করবো। তুমিই ত বলছিলে তিনি দয়ার সাগর। তবে আমাদের প্রতি কেন নিষ্ঠুর হবেন।

পুরু। দেবকার্য্য, দেবকার্য্য রুক্মিণী। দেবকার্য্যে নিষ্ঠুরতা নাই। আমরা অন্ধ। ক্ষণিক মায়ায় মুগ্ধ, তাই হরণ, মরণকে নিষ্ঠুরতা মনে করি। আমাদের ভাগ্য কন্যার ভাগ্য, দেবতা যদি ছায়ার প্রতিপালক হন। রুক্মিণী, শাস্ত্র বোঝালেম, শাস্ত্র বোঝালেম, তত্ত্ব কথা। কিন্তু মমতায় প্রাণ ডুবে আছে। ওহো কেমন করে ছাড়ব, কেমন করে দেব? যদি আসেন, যদি আসেন—ও রুক্মিণী এলে কি বলব—সব হারাব?

রুক্মিণী। তুমি কেন অত ভাবছ। ব্রাহ্মণ তাই এত মনে করে রেখেছেন। আর কোথায় সে কাশ্মীরে বসে কথা হয়েছে। কত বৎসরের কথা। এখন তাই তিনি ছমাসের পথ ঘুরে

তোমার মেয়ে নিতে এই দক্ষিণে আসছেন। আর এক কথা মনে কর যদিই আসেন, আমার কথা দেখে নিও মেয়ে হয়েছে শুনলেই তিনি চলে যাবেন। বেটা ছেলে হলে যা হোক চেলাটা ফেলাটা করতেন, এ ষোল বছরের সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে কি সাধু সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াবেন? কখন নয় দেখে নিও।

(গজুয়ার প্রবেশ)

গজুয়া। দিদি ধরেছি ধরেছি—বেশী করে ক্ষীর দিতে হবে। একটা ঠাকুর ধরেছি।

রঙ্কিণী। কিরে কা'কে বলছিস তোর দিদি কোথায়, কি হয়েছে, কে এসেছে?

গজুয়া। ওমা আর কেউ নয়, নিশ্চয় সেই দিদির দুঃস্বপন। এ মন্দিরের মোটা পেটা লাড্ডু লোটা ঠাকুর নয়? এ যেন কেমন কেমন। এ দেশের নয়। ওগো সত্যি বলছি কেমন কেমন। ভারী দুঃস্বপন, কিন্তু দেখলে ভয় হয় না। আপনি এসেছে মা আপনি এসেছে। আমায় খুঁজতে হয়নি। বল্লে রায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো।

পুরু। রঙ্কিণী!

রঙ্কিণী। অমন করছ কেন?

পুরু। এ আর কেউ নয়—সেই ব্রাহ্মণ।

রঙ্কিণী। তাইত—তাইত—তবে কি সত্যই এলেন! কি হবে! ওমা ওমা ছায়া!—গজুয়া যা ব্রাহ্মণকে আসন দিগে যা। আমি যাচ্ছি।

গজুয়া। গোল বাঁধলো? ক্ষীর খেতে দিলে না বুঝি। না দুঃস্বপ্নটা তেমন সুবিধে বোধ হচ্ছে না।

[প্রস্থান।

পুরু। তবে কি তুমিই আগে গিয়ে প্রণাম করবে? দেখ, একবার চেষ্টা ক'র। সাবধান যেন ব্রাহ্মণের ক্রোধ না হয়। তোমার একটা কথা মাত্র ভরসা হচ্ছে। কন্যা সন্তান বলে যদি দেব-কার্য্যের অযোগ্যা বিবেচনা করেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুরুষোত্তমের বহির্ব্বাটী।

(পদ্মনাভ ও গজুয়া)

গজুয়া। ঠাকুর বসনা বসনা—অমন গাল্‌চে পেতে দিয়েছি, ভাল করে উপবাস কর। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, গা তুলে বস।

পদ্ম। আমি পরিব্রাজক—আমার কি এক স্থানে বসে থাকা চলে।

গজুয়া। তা বটেই ত—তা বটেই ত। তবে একটু এই উঠোনে বেড়াও—কার্ণিষে কত পায়রা বাসা করেছে দেখ—আর শুতে চাওত বল, আমার ঘর থেকে একটা বালিস এনে দিচ্ছি।

পদ্ম। কই তোমার প্রভু কোথায়?

গজুয়া। এই এলেন বলে। ঠাকুর, তোমাকে এদেশের বামু-নের মতন বোধ হচ্ছে না, তোমার ঘর কোথায়?

পদ্ম। সর্ব্বত্রই। যে যখন যেখানে ডাকে।

গজুয়া। বেশ, বেশ—এ মতলব ঠাউরেছ ভাল। বাসাখরচও

লাগেনা খাজনাও দিতে হয় না। তা ঠাকুর আজকের ব্রাহ্মণ ভোজনটা করবে কি এইখানেই ঠিক করেছো ?

পদ্ম। তুমি কিছু নিবেদন করবে না কি ?

গজুয়া। তা করতে পারি। দেবতা বামুনে আমার খুব ভক্তি আছে। তুমি অনুগ্গেরো করে মনে করলে এখনি আমার কাছে কিছু আদায় করে নিতে পার।

পদ্ম। কি রকম ? পূজোর জন্যে কিছু তুলে টুলে রেখেছো নাকি ?

গজুয়া। তুলেত সাধ্যি করবার। কিন্তু রাখবার কি যো আছে ? এই শহরে আমার মতন ভক্তদের বড় কষ্ট ঠাকুর—বড় কষ্ট। একদিন একটা পয়সা কপালে ছুঁইয়ে তুলে রাখলুম, বলি পেট কামড়ানিটে আরাম হয়েছে মদনমোহনকে দেবো, আর অমনি এক বেটা রাস্তা থেকে হেঁকে উঠলো "কড়াক্কর চানাঝালি-দার"—গেলো পয়সাটা। মহাঅষ্টমীর দিন আনন্দময়ীর তলায় দেবো বলে দুটো পয়সা নিয়ে যাচ্ছি। মোড়টি ফিরেছি আর সামনেই এক বেটা কাশীর পেয়ারা সাজিয়ে বসে আছে। চটে লাল হয়ে গেলুম। দু দুটো পয়সা গেল—মানতের পয়সা। ভক্তদের বড় কষ্ট—ঠাকুর বড় কষ্ট। দেবতার পয়সা রাখবার যো নেই। তবে যদি একটি কাজ করতে পার তাহলে তোমারও পেট ভরে আমারও পুণ্যি হয়।

পদ্ম। কি কাজ ?

গজুয়া। বলি এই পূজো দিলে তুমি বর দেবেইত। তা তোমার আমায় বিশ্বাস করে কাজ নেই, হাতে এলেই খরচ হয়ে যাবে। আগে পূজোর পাঁচটি পয়সা কেটে নিয়ে আমায় হাজার টাকা আর—আরি—বিঘে কতক জমি দাও।

পদ্ম। ইঃ! তোমার যে সত্যিই ভক্তি আছে দেখছি।

গজুয়া। ভয়ঙ্কর! দেবতা বামুনের ধার রাখতে নেই। আগেই ফেলে দেওয়া ভাল (নেপথ্যে হালুয়া গরম গরম) ওই ডেকেছে ঠাকুর ডেকেছে। শেষ পয়সাটা গেল—এটা মা ষষ্ঠীর জন্যে রেখে ছিলুম। আমি ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস কিনা। কাজেই কলাটা মূলোটা দিয়ে মার খবর মাঝে মাঝে নিতে হয়। ফিরিওয়ালা বেটাদের জ্বালায় কি পুণ্যি করবার যো আছে।

[প্রস্থান

পদ্ম। এও ভাল, খুলে বলে।

(রঙ্কিণীর প্রবেশ)

রঙ্কিণী। ঠাকুর প্রণাম হই।

পদ্ম। কৃষ্ণানুরাগিণী হও।

রঙ্কিণী। দাঁড়িয়ে কেন ঘরে আসুন।

পদ্ম। এই কি পুরুষোত্তম রায়ের বাড়ী ?

রঙ্কিণী। এই বাড়ী!

পদ্ম। রায় মশায় কোথায় ? তাঁর সঙ্গে কি দেখা হয় না ?

রঙ্কিণী। তিনি ভিতরেই আছেন। দয়া করে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করুন। অবিলম্বেই দেখা হবে।

পদ্ম। তুমি মা পুরুষোত্তম রায়ের কে ?

রঙ্কিণী। আমি, আমি—

পদ্ম। ও বুঝেছি—তুমি এই গৃহের গৃহিণী পুরুষোত্তমের সহধর্ম্মিণী। তা বেশ। তবে তোমার স্বামী আমার সম্বন্ধে তোমাকে কখন কি কিছু বলেছিলেন ?

রুক্মিণী। ক্ষমা করুন প্রভু, আপনার পরিচয় না পেলে এ কথার উত্তর কেমন করে দেবো ?

পদ্ম। আমার সঙ্গে তোমার স্বামীর কাশ্মীরে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এইমাত্র আমার পরিচয়।

রুক্মিণী। তাহলে আজ এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে স্বামী আমাকে আপনার কথাই বলছিলেন।

পদ্ম। বেশ, বেশ—শুনে আমি পরম তুষ্ট হলেম। তাহলে বুঝলুম, তোমার স্বামী আমাকে মনে রেখেছেন। তবে এখন কি জন্য এসেছি, সেটাও বোধ হয় স্বামীর কাছে জানতে পেরেছো ?

রুক্মিণী। সমস্তই জেনেছি। কিন্তু দয়াময় স্বামীকে কি আপনি ক্ষমা করতে পারেন না ?

পদ্ম। তোমাদের সন্তান সন্ততি কি ?

রুক্মিণী। রহস্য কেন দেবতা, আমাদের সন্তান সন্ততি কি, আপনি কি জানেন না ?

পদ্ম। তোমার স্বামীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

রুক্মিণী। একমাত্র কন্যা। সেই প্রথম ফল সেই শেষ।

পদ্ম। মা ! পুত্র সন্তান হয়নি ব'লে ক্ষোভ ক'রনা। জগৎ-প্রসবিত্রী শক্তির অংশে জন্ম যে কন্যারত্ন, তাও কি অল্প পুণ্যে লাভ হয়। সুলক্ষণা পতিরতা সতীকন্যা যে বংশে জন্মগ্রহণ করে, সে বংশ ইহলোকে উজ্জ্বল পরলোকে ধন্য হয়। আর মা তোমরা নারীজাতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মরতা। তোমরা যেরূপ কায়মনে দেবকার্য্য করতে পার, পুরুষে কি তার শতাংশের একাংশও পারে। তোমরা পুরুষের সহধর্ম্মিণী হয়ে জগতের ধর্ম্ম রক্ষা কর।

রুক্মিণী। তা—সে আপনি জানেন।

পদ্ম। মা তোমার স্বামী আমার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন যে প্রথম সন্তান আমাকে দেবেন। পুত্র কিম্বা কন্যা কোন নির্দ্দেশ ছিল না।

রুক্মিণী। দেব স্বামী আমার সত্যবাদী। জন্মে কখন কোনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নি। অতি দুরবস্থায় পড়েও, কখন ধর্ম্মপথ ত্যাগ করেন নি। আপনার ঋণ যে পরিশোধ হয় না—আপনাকে কিছুই অদেয় নাই, ঐশ্বর্য্য একথা তাঁকে ভুলিয়ে দেয় নি। কিন্তু দেবতা একবার আমার মুখের দিকে চান, একবার মা'র কাতরতা বুঝুন।

পদ্ম। তবে কি তোমার পতি এখন প্রতিজ্ঞা পালনে কাতর হচ্ছেন ?

রুক্মিণী। তিনি না তিনি না—ঠাকুর রাগ করবেন না। তিনি না। আমি—মেয়ের অভাগিনী জননী। মায়ের প্রাণ কি মমতায় ভরা তাতো আপনি জানেন। দয়াময়, অনেক দয়া করেছেন, শেষ ভিক্ষা, কাঙ্গালিনী মাকে তার অঞ্চলের ধন ভিক্ষা দিন।

পদ্ম। সতী কেঁদনা। দীনের ব্যথাহারী নারায়ণ নরের রোদন দেখতে পারেন না। যে পূজা মানুষ কাতর হয়ে দেয় দেবতা কি তা গ্রহণ করেন ? তোমার স্বামী দারুণ দুঃখের দিনে দেবতার পূজা মেনেছিলেন। এখন তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য। কুবেরের কন্যা কি আর দেবতার দাসী হতে পারে! ঐশ্বর্য্য ভোগ কর আমি চললুম।

রুক্মিণী। ঠাকুর, ঠাকুর যাবেন না। আপনিই দেবতা।

(ছায়া ও পুরুষোত্তমের প্রবেশ)

পুরু। হাঁ গৃহিনী, দেবতা সম্মুখে। যাঁর ~~কৃপাকটাক্ষে~~ আজ

আমি সমাজে মনুষ্য বলে পরিচয় দিতে পাচ্ছি তিনিই আমার দেবতা। দয়াময় আপনার দাসীকে এই আপনার চরণে দিলেম। কিন্তু তবু যেন ওই চরণে এখনও ঋণী থাকতে পারি। চললুম বলেন কি? আপনার এমনি ঋণের তাগাদা হ'লে বারবার যেন দেখা পাই।

পদ্ম। পুরুষোত্তম, তুমি সত্যই পুরুষোত্তম। ঐশ্বর্য্যের চমকে যে তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি রোধ হয়নি, এতে দেবতা সন্তুষ্ট। হৃদয় ভাণ্ডার ধর্ম্মধনে পূর্ণ করে রেখো। কর্ম্ম অবসানে যখন অনন্তধামে যেতে হবে, তখন ধর্ম্ম স্বর্ণটুকুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। আর সব পড়ে থাকবে।

ছায়া। বাবা আমাকে চিন্‌তে পারছো না? আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি। মা কাঁদছো কেন? ঠাকুরের সঙ্গে যেতে তো আমার ভয় করছে না।

রঙ্কিণী। ঠাকুর! এইবার স্বামীকেত আমার ঋণ মুক্ত কর-লেন। এখন আমাকে একটী ভিক্ষা দিন।

পুরু। আবার কি রঙ্কিণী!

রঙ্কিণী। অতি সামান্য ভিক্ষা আমার। প্রভু, স্বামীর দুঃখে কাতর হয়ে একদিন তাঁকে একটি সোণার মোহর দিয়েছিলেন। আজ এই কাণা কড়িটী আমায় দিয়ে মায়ের চক্ষের জল দূর করুন। জন্ম জন্মান্তরে ওই চরণে ঋণী থাকবো।

ছায়া। যাইনা মা! দেখুন ঠাকুর মা আমার কথায় বিশ্বাস করেন না। বলেন স্বপ্ন মিথ্যা কাশীর মিথ্যা তুমি মিথ্যা। আর আর—সব মিথ্যা। কেমন মা এখন ত আমার কথায় প্রত্যয় হচ্ছে! এই দেখ ঠাকুর সত্যি। চোখে দেখ সামনে দাঁড়িয়ে

ঠাকুর সত্যি। তুমি কেঁদনা। কদিনইবা থাকবো। আমি সেখান থেকে কত ডালি ভাল গোলাপ আনবো, থোলে থোলে আঙ্গুর আনবো। হাঁ ঠাকুর কবে আবার মার কাছে এনে দেবে? বেশী দিন থাকা হবে না। আমি কাছে বসে বাতাস না করলে বাবার ভাল করে খাওয়া হয় না। বাবা আমায় বড্ড ভালবাসেন। মা'র চেয়েও—না মা?

পুরু। বড্ড—বড্ড—বড্ডরে ছায়া। বড় ভালবাসি। তাই ঐশ্বর্য্যের লোভে জন্মাবার আগে তোকে বেচে রেখেছি।

ছায়া। বেচে!

পুরু। হাঁ বেচে—এক মোহরে বেচে—ওই ব্রাহ্মণের কাছে। এখন যাও ওঁর সঙ্গে দেশে দেশে পথে পথে, ঘোরো। আমি তোমায় বড় ভালবাসি কি না! ঘরে বসে পেট ভরে মোহর কামড়ে কামড়ে খাব। খাবার ভাবনা কি মা আমার।

রুক্মিণী। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন ক'রনা।

ছায়া। হাঁ ঠাকুর তুমি আমায় কিনেছো! আমি তোমার দাসী!

পদ্ম। মা তুমি দেবতার ধন, নারায়ণের কন্যা।

রুক্মিণী। নারায়ণ মায়াওত তোমার। কন্যা নিলে তবে আর মায়া রেখেছো কেন? কেন তবে আর আমার প্রাণ কাঁদাচ্ছ? নাও ঠাকুর, মেয়ে নাও মায়া নাও—চখের জল নাও।

ছায়া। দাসী—দাসী—তা বেশ এর আর দুঃখ কি মা? দাসী হতেইতো আমাদের জন্ম। যেদিন আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি সেইদিন থেকেইতো তোমরা আমায় কার দাসী করে দেবে তাই ভাবছ।

ক্রোড় অঙ্ক।

মন্দুরা ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী পথ।

(নিয়তিবালাগণ)

(গীত)

ললাটের লেখা স্বপনেতে দেখা,
একা বালা চলে যায়।
যায় অভিমানে কেন কেবা জানে,
কি টানে কোথায় হায়॥
কিবা আকর্ষণে কি বিধু দর্শনে,
কি মধু বর্ষণে কুমারী হৃদয় মাতিয়া ধায়॥
কার পদ ছায়া ধরে চলে ছায়া,
পিতা মাতা মায়া পাশরি কিশোরী বিকাইতে কায়॥
এমহী মণ্ডলে কেজানে কি ছলে কি দেহে যে লুকায়,
কবে কেবা আসে যায়॥

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশ্মীর—হরজনদাসের বাটী।

(প্রতিবাসী ও হরজনদাস)

প্রতি। আর শুনেছেন গোকুলচাঁদের ছেলে মিহির সর্ব্বস্ব খুইয়েছে ?

হর। বল কি !

প্রতি। আজ কি খায় এমন সঙ্গতি নেই।

হর। বল কি!

প্রতি। সর্ব্বস্ব—সর্ব্বস্ব।

হর। কিসে খোয়ালে?

প্রতি। নবাবী—নবাবী—একেবারে দাতা জন্মেজয় হয়েছিলেন। বাপের ওপর সাতকাটী চড়েছিলেন। গোকুলচাঁদ ত শুধু জায়গায় জায়গায় ধর্ম্মশালা অতিথশালা দীঘী কুয়া এই সব দিয়েছিলেন। আর মিথ্যে বলব না—পাড়াপড়শী বা বন্ধুবান্ধবের ভেতর দুদশজনকে মানুষের মতন করে দিয়ে গেছে, কিন্তু—

হর। ছাই—ছাই। ও সব বাজে গুজব বাজে গুজব। ও সব পয়সা খাইয়ে লোক রেখেছিল। তারা ওই সব রটাত আমি তোমায় দিব্যি করে বলতে পারি, আমার যা কিছু দেখছো, এর একটী গুঁড়োও গোকলোবেটার ঘর থেকে আসেনি। আমি যখন দেউলে পড়ি তখন পঞ্জাবে আমার এক পিসী ছিল—মাগী অবিরে নুনমহলে দারগাগিরি করে অনেক টাকা জমিয়ে ছিল। না—না—পিসী নয়—পিসী নয়—বেয়াই না মেসো মশায় কে জানে ভুলে যাই ছাই।

প্রতি। আজ্ঞে তা কি জানি না। এ সব আপনার হ'ল পৈত্রিক ধন শ্বশুর বাড়ীর সম্পত্তি। আ যা হোক লোকটা রোজগারও করেছিল, কিছুদানও করেছিল। কিন্তু ছেলে বিশ্বকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশ কর্ম্মা। একেবারে শব্দকল্পদ্রুম হয়ে বসলেন। যে যা চা'বে তাই দেবেন। যত বেটা ভিখিরী হাভাতে জুটলো। আর জোয়ারীর দলও হাতী দাও, ঘোড়া দাও, বাড়ী দাও ব'লে গিয়ে দাঁড়ালো। বস্ মামীর মার খেল। দুদিনে সব ফক্কা।

হর। বটে! জুয়ারী জুটে ছিল বুঝি। তবে ও দিকেও

জোয়া খেলেছে। ও সব দান ফান কিছু নয়। দানে অমনি সব ওড়ে। আমরা প্রায় দান করিনি বটে! এইত তুমি দুমাস দুমাস অন্তর আসছই। বাগান থেকে মূলোটা ঢেঁড়সটা গাজরটা নিয়ে যাচ্ছই। আর এই আমার শালা ঢোঁটা দুটী বেলা বসেত আমার কুঁড়ে পাথর লুসছে। কই দেউলে পড়েছি?

প্রতি। আজ্ঞে আপনি হলেন সাক্ষেৎ শুকুনি। দাতার চুড়োমণি। পড়লে পাশা জেতে কোদালের বাঁট। আহা কি বেগুনই গাছে ফলে রয়েছে। যেন জোড়া জোড়া কেষ্ট ঠাকুর ঝুলছে। পুণ্যের সংসার—পুণ্যের সংসার।

হর। তা যাক্—এখন ছোঁড়াটা দেনার দায়ে বুঝি বাড়ীতে দোর দিয়ে বসে আছে?

প্রতি। আজ্ঞে বাড়ী কোথায়?—সে কমলা বেণে দখল করেছে। এখন কোথায় দেখবেন? ওই ওই—রাস্তার ওপারে ওই যে দেবদারু বাগান—ওই তার ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মালীর কুঁড়ে। ওই এখন মিহির বাবু সাহেবের বালাখানা। কাল রাত্তির থেকে মায়ে পোয়ে ওর ভেতরে ঢুকে দেদার হাওয়া খেয়ে পেট পোরাচ্ছেন।

হর। ওঃ—যার লম্বা নাম রাখা হয়েছিল রামবাগ! তা বেশ হয়েছে। আমি এত কোরে গোকলোটাকে বলেছিলুম যে আমায় লেখাপড়া করে দে। আম, ডালিম, দেবদারু গাছফাছ গুলো কেটে ফেলে দিয়ে ভাল করে জনার ক্ষেত করি। তা না করে পুণ্যি ক'রে গেছেন, যত পাল পাল বাঁদর থাকবার আড্ডা করে গেছেন। তা এখন ঠিক হয়েছে—নিজের ঘরের বাঁদর এসে বাসা নিয়েছেন। ওটা যে রামসীতার নামে।

প্রতি। ও! বুঝেছি তাই বিক্রী হয় নি।

হর। আচ্ছা তুমি একবার পা টীপে টীপে দেখে এসতো ছোঁড়াটা কি করছে।

প্রতি। আজ্ঞে এখনি আসছি। তা অমনি দুটো বেগুনের হুকুম দিয়ে দিন না।

হর। আরে আগে কাজে যাওনা। বেগুন কি পালাচ্চে? আজ ত্রয়োদশী।

প্রতি। তা বটে, তা বটে! কালকে নবমী গেছে কিনা, তাই আজ একেবারে চতুস্পর্শ।

[প্রতিবাসীর প্রস্থান।

হর। হা হা হা—কি মজা! গোকুলচাঁদের ছেলে ভিখারী হয়েছে। সত্যবতীর অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। এর চেয়ে আহ্লাদ আর হতেই পারে না। দুনিয়ার দৌলত পেলেও বুঝি এত আহ্লাদ হয় না। দুজনে এক জায়গার এক অবস্থার এক সঙ্গে কাশ্মীরে আসা। এক রকমের কারবার। আমার হ'ল ছাই ভস্ম, আর তার ফললো সোণা। কোথা থেকে কি করে কোথাও কিছু নেই, গোকুলচাঁদ দেখতে দেখতে একেবারে আমীর। রাতারাতি সোণার অট্টালিকা, রাতারাতি হাতী ঘোড়া চাকর নফর বাগান বাগিচা, ব্যবসা বাণিজ্য, হুড় হুড় করে মোহর, ঝর্ ঝর্ করে হীরে পান্না—একেবারে সহর শুদ্ধ লোককে তাক্ লাগিয়ে দিলে। কাউকেও কিছু বুঝতে দিলে না। প্রাণ জ্বলে গেছে। পাঁচজনে গোকলোর সুখ্যাতি করেছে, কাণে যেন আগুনের হলকা ঢুকেছে। বস্ আর কি? আর আমায় পায়কে? গোকলো মরেছে, ছেলে ফকীর হয়েছে। বস্—বস্—বস্। বলি ওরে ঢেঁটা! ও দুঃখিরাম!

(গলায় ভাঁড় ঝুলাইয়া ঢুণ্টিরামের প্রবেশ)

ঢুণ্টি। কি বোনাই সাহেব! এ হাতে লঙ্কা এ হাতে তেল। (পুনঃ পুনঃ কথন)।

হর। ওকি সাপের মন্তর আওড়াচ্ছিস?

ঢুণ্টি। সাপের মন্তর নয়। হিসেব কিতেব একটী পাই পয়সা ভুল হবার যো নেই। হিসেব গোল হলে খেতে পাবেনা বোনাই সাহেব। এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে তেল। (পুনঃ পুনঃ কথন)।

হর। আরে মর্—ও গলায় আবার কি ঝুলিয়েছিস?

ঢুণ্টি। বুঝতে পারলে না, তেলের ভাঁড়। এক হাতে লঙ্কার পয়সা—এক হাতে তেলের পয়সা, ভাঁড় থাকে কোথায়? ভাগ্যিস গলাটা ছেল। এ হাতে লঙ্কা এ হাতে তেল গলায় ভাঁড় (পুনঃ কথন) বড্ড মনে করে দিয়েছো। (পুনঃ কথন)।

হর। অকালকুষ্মাণ্ড এমনও বুদ্ধি!

ঢুণ্টি। বুদ্ধি বুদ্ধি করনা বলছি। আমার গলাটা না থাকলে বুদ্ধি থেকে কি হ'ত? কেমন করে তেল আসতো? তুমি কি ক'রে খিচুড়ী খেতে? এ হাতে আধপয়সার লঙ্কা, এ হাতে আধপয়সার তেল। মালীবেটা এর ভেতর থেকে টাকাটা সিকেটা চুরি করে, তাই দিদিমণি কাল রাত থেকে আমায় আনতে দিয়েছে।

হর। বেশ এখন একবার তেল লঙ্কা আনা রেখে তোর দিদিমণিকে ডেকে দে দেখি।

ঢুণ্টি। ও বাবা, এখন তাকে ডাকবে কে? দিদিমণি সবে মাত্র ঘুমটী মচকে উঠেছে। সে মচকানো ঘুমে আমি খোঁচা দিতে পারব না। এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে তেল।

হর। তবেরে পাজী আমার কথা শুনবিনি। (টুন্টির হাত ধরিয়া ঘুরাইয়া দেওন)।

টুন্টি। (ক্রন্দন) ও দিদি ও দিদিমণি। বোনাই সাহেব আমার সব গোলমাল করে দিয়েছে। এ হাতে—এ হাতে—ও বোনাই সাহেব, এ হাতে কি বলে দাওনা।

হর। যা আগে তোর দিদিমণিকে ডেকে আন, তবে বলে দেবো।

টুন্টি। এ হাতে—ও বোনাই সাহেব তোমার দুটী পায়ে পড়ি—কোন্ হাতে লঙ্কা কোন্ হাতে তেল বলে দাওনা।

হর। যা আগে ডেকে আন।

টুন্টি। এ হাতে—ও বোনাই সাহেব—এ হাতে—দিদি! (পুনঃ পুনঃ কথন)।

(থাণ্ডারীর প্রবেশ)

থাণ্ডারী। কি কি—ব্যাপারখানা কি? সকাল বেলায় ষাঁড়ের মতন চীৎকার করে মরছ কেন?

টুন্টি। মরছি কেন—সাধে মরছি! বোনাই সাহেবের যন্ত্রণায় মনের দুঃখে মরছি। এ হাতে বোনাই সাহেব এ হাতে দিদি—কোন্ হাতে লঙ্কা কোন্ হাতে তেল বলে দাওনা।

থাণ্ডারী। বুড়ো মিন্‌সে, ছেলে মানুষকে নিয়ে তামাসা কর লজ্জাও করে না। আরে ছি, তোমাকে আর কি বলবো।

হর। যা, এই বারে যা—এই হাতে লঙ্কা এই হাতে তেল। (টুন্টির এ হাতে ইত্যাদি কহিতে কহিতে প্রস্থান) (হরগুন থাণ্ডারীর গলা ধরিয়া) থাণ্ডারীবিবি থাণ্ডারীমণি!

থাণ্ডারী। আমরি—সকাল বেলায় এ আবার কি ঢং। বুড়ো

মিনসে ক্ষেপে গেলে দেখছি যে। নাও—ছাড়—সকাল বেলায় ন্যাকরা করে না। আমার কাজ আছে। যতই বয়েস বাড়ছে ততই কচি খোকাটী হচ্ছেন।

হর। মিছেমিছেই কি দেলখোস করছি প্রাণেশ্বরী, এর কি একটা মানে নেই? সকাল বেলায় শুধু শুধুই কি তোমায় কাঁচা ঘুমে তুলে আনলুম। এর কি অর্থ নেই মেরিজান্।

খাণ্ডারী। ভাল অর্থটা কি শুনিয়েই দাও।

হর। সড়কের ওপারে একটা বাগান আছে দেখেছো?

খাণ্ডারী। দেখেছি।

হর। তাহলে তার ভেতরে একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে আছে, তাও নিশ্চয় দেখেছো?

খাণ্ডারী। ওই বাঁদরের আড্ডা—ভূতের বাসা? তোমার সখ থাকে তুমি দেখগে। আমি ও পোড়া ঘরের দিকে ফিরেও চাইনি। আঃ পোড়াকপাল ও তোমার ঘর বুঝি। সেবারে ঝড়ের সময়, কাওরাদের শোয়ার রাখতে দিয়েছিল। তাই যা তারা ঘেন্না করে রাখেনি।

হর। আচ্ছা বল দেখি ওই শোরকুঁড়েতে কাকে মাথা গুঁজতে দেখলে তুমি সবার চেয়ে সুখী হও?

খাণ্ডারী। ওমা, এ আবার কি কথা। ওখানে কি মানুষে থাকতে পারে যে তাই দেখে আমি খুসী হ'ব।

হর। আরে যদিই থাকে ধরনা।

খাণ্ডারী। তোমার কথা বুঝতে পারছি না। নাও ব্যাপারটা কি ভেঙ্গে বল। সত্যি সত্যি—ওখানে কেউ বাসা নেছে নাকি? পুরুষ না মেয়ে?

হর। মেয়েমানুষ।

খাণ্ডারী। এত দুর্গতি হলে খুসী হ'ব, এমন মেয়েমানুষ কে? রুক্মিণীর কাকি? না সেকি আমার সমযুগ্যি! টেকোর মা? না সেত এখন খেতেই পায় না। তুলসের পিসী? না তার ভাতার ত তোমার কাছে কতদিন ধার করতে এসেছে। আমি টোঁটাটাকে দিয়ে ঝাঁটা মেরে কতবার দূর করে দিয়েছি।

হর। বা! বা! কি আস্তে আস্তে, টিপে টিপে পা ফেলে ধাপে ধাপে উঠছো। বলিহারি বিবি—বলিহারি মেজাজ।

খাণ্ডারী। ফুলির শাশুড়ী? না। সেত আমড়াগাছ থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছে।

হর। বা! বা! ওঠ-জান—ওঠ। তোফা তয়ে তয়ে উঠছ—ওঠ।

খাণ্ডারী। চেকির ননদ? না। তার ছেলে জেলে যাওয়া পর্য্যন্ত আমার অনেকটা রাগ পড়ে গেছে।

হর। বা! বা! তোফা বিবি তোফা! যেখানে বিবির উঠতে কষ্ট হচ্ছে, বিবিজান আমার সেখানে খড়া বেয়ে উঠছেন।

খাণ্ডারী। তবে কে? আর আমার এমন দুস্মন কে আছে?

হর। খুঁজে দেখ—খুঁজে দেখ। তোমার আমার দুনিয়ায় দুস্মনের অভাব কি?

খাণ্ডারী। আছে—খুবই আছে। তবে তাকি হবে? তার এমন দুর্দ্দশা!

হর। কে নামটাই করে ফেল না।

খাণ্ডারী। না মিছে মুখ নষ্ট। পোড়া দেবতার কি বিচার আছে। মীরের মার হাতে খোলা দেবে; ওই শোর কুঁড়েতে পুরবে?

হর। পূরবে কি—পূরেছে—দেবতার ঘুম ভেঙ্গেছে।

খাণ্ডারী। মাইরি! না! তোমার মাথা খাই—মরা মুখ দেখি। সতী বেনেনী?

হর। (সোল্লাসে) হিঁঃ।

খাণ্ডারী। আমার বাড়ীর দোরে?

হর। হিঁঃ—হিঁঃ।

খাণ্ডারী। সর্ব্বস্ব খুইয়ে এক কাপড়ে?

হর। হিঁ—হিঁ—হিঁ—

খাণ্ডারী। ওগো, তাহলে যে আমি একবার দেখবোগো!

হর। ওগো, এসগো—এসগো—ছাতে এসগো।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাশ্মীর-রামবাগ—মিহির নিদ্রিত।

(নিয়তিবালাগণ)

(গীত)

মধুর লহর ভরা।
ঢল ঢল জল ভাসে পরিমল নেয়ে এস বঁধু ত্বরা॥
সোনার কমল ফুটে আছে,
চেয়ে পথ পানে আছে সেইখানে,

তোমারি আশায় রয়েছে সে;
তোমারি আশায় আকাশে মিশায় শতদল সুধাধারা।
আঁখি মেলি চাও, আঁখিতে মিলাও,
দাও গিয়ে তারে ধরা॥

[প্রস্থান।

মিহির। দেখা দিয়ে পালিয়ে গেলে তোমরা কারা? দেব-বালা না অপ্সরা? ভীষণ বালুকাময় প্রান্তর চারিধারে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ মধ্যে স্বর্গীয় শোভাময়ী প্রতিমা! কে এনে ফেল্লে! কোন্ নিষ্ঠুর অনল-সলিলে সোণার কমল ভাসিয়ে দিলে! কে আছ দয়াবান, কে আছ মহাপ্রাণ—ধর ধর—এই অনল-সাগর পার হয়ে সন্তরণে সুবর্ণ প্রতিমার উদ্ধার কর।

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্য। কেও মিহির! ওকি বাবা! অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন বাবা?

মিহির। (চক্ষুমর্দ্দন) কেও—মা, মা! তবে কি এ স্বপ্ন নাকি? হতে পারে, কিন্তু অর্থহীন নয়।

সত্য। (স্বগতঃ) আহা ভাবনায় ভাবনায় বাছার কি আর মাথার ঠিক আছে!—(প্রকাশ্যে) মিহির, চল বাবা কুটীরে চল। ছেলেমানুষ একা বনের ধারে শুতে নাই। গরম বোধ হয়, আমি বসে বসে তোমাকে সেইখানে বাতাস করবো এখন।

মিহির। বলকি মা! তুমি বসে বসে সারারাত জেগে আমাকে বাতাস করবে, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবো।

সত্য। সন্তানের কাজে মায়ের কি পরিশ্রম আছে বাবা!

মিহির। মা আমি তোমার কুলাঙ্গার সন্তান। আমাকে আর

লজ্জা দিওনা। সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করেছি, রাজরাণী তোমাকে পথের ভিখারিণী করেছি। শত শত দাস দাসী যাঁর আজ্ঞা অপেক্ষায় থাকতো, আজ তিনি কিনা শতচ্ছিদ্র পর্ণকুটীরে একা! মায়াময়ী, অপদার্থ সন্তানকে এখনও যে ঘৃণার চক্ষে দেখছনা, এই আমার পরম সৌভাগ্য। মা আর কেন আমাকে লজ্জা দাও।

সত্য। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। তার জন্য চিন্তায় লাভ কি? আর তুমিত অন্যায় করে বিষয় নষ্ট করনি। তুমি আমার অমুল্য নিধি। অগাধ সম্পত্তির সঙ্গে কি তোমার তুলনা! মিহির বাপ, তুমি জাননা, তোমাকে পাবার জন্যে তিনি কত অজস্র অর্থ ব্যয় করেছিলেন, কত সাধু সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলা সংগ্রহ করেছিলেন। কত দেবতার দোরে হত্যা দিয়েছিলেন। তুমি কি আমার যে সে ছেলে। নারায়ণের বরে তোমায় পেয়েছি। এত আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী তুমি—তোমার সঙ্গে কি ধন দৌলতের তুলনা। বেঁচে থাক—শেঠের ছেলে আবার পয়সা হতে কতক্ষণ?

মিহির। বেশ, তবে ঘরে যাও; আমি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাই।

সত্য। ভাবনা কি—ভেবনা।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোমলকণ্ঠের গীত।)

মধুর লহর ভরা।
টল টল জল ভাসে পরিমল নেয়ে এস বঁধু ত্বরা।
মরুর শিয়রে, মরুপ্রান্তরে চারিধারে ধু ধু ধু।
অমিয়া সরসী, উঠেছে ভাসিয়া, ঝরিয়া পড়েছে বিধু॥
ঝর ঝর ঝরে তারা।
আঁখি মেলি চাও, আঁখিতে মিলাও, দাও গিয়ে তারে ধরা।

মিহির। একি! এখনত আর আমি নিদ্রিত নই। কে গায়? দেখতে হ'ল; তবে কি প্রতিমা সত্য? দেববালা সত্য? (সম্মুখে পদ্মনাভকে দেখিয়া) একি! কি সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি! ছায়া হও, কায়া হও—আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমি মস্তক অবনত না ক'রে থাকতে পারছিনা। (প্রণাম করণ)

পদ্ম। বৎস ধর্ম্মনিষ্ঠ হও। আমি কে সময়ে জানতে পারবে। এক্ষণে এইমাত্র পরিচয়ে সন্তুষ্ট হও, যে তোমার পিতা আমার পরম প্রিয় ছিলেন।

মিহির। পিতৃবন্ধু! তবে পিতৃহীনকে অধিকার দিন, আপনাকে পিতা বলেই সম্বোধন করি। কিন্তু এখন আমি—গৃহহীন। পিতার ন্যায় আমারত সুবর্ণ আসন নেই, যে আপনার ন্যায় মহাপুরুষকে বসতে দি।

পদ্ম। বৎস, দারিদ্র্য পাপ নয়। তবে তার জন্য কেন আত্মগ্লানি করছো। বিশেষতঃ মানবের কোন অবস্থাই স্থায়ী নয়। কে বল্লে তুমি পূর্ব্বাবস্থা হতেও আবার শতগুণে ঐশ্বর্য্যবান হতে না পার।

মিহির। পিতা আর কেন মরীচিকায় ফেলেন!

পদ্ম। শ্রেষ্ঠীপুত্র! তুমি কি জাননা, যে রাজা ও বণিকেরা আকস্মিক দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় অতি গুপ্ত ধনাগার প্রস্তুত করে রাখেন। তোমার সর্ব্ব গুণবান পিতাও সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন।

মিহির। সে কি! গুপ্ত ধনাগার! এ বিষয়ে পিতা কি আপনাকে কিছু গোপনে বলে গেছেন নাকি!

পদ্ম। জীবদ্দশায় নয়, দেহান্তে। গোপনে নয়, স্বপ্নে।

মিহির। স্বপ্নে! আবার স্বপ্ন! আজ কি আমি স্বপ্নরাজ্যে?

পদ্ম। গত নিশায় আমি সত্যশীল দানবীর গোকুলচন্দ্রের দেবাত্মার দর্শন পেয়েছি। তাঁর সঙ্কেতে অতি দুর্লভ সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত পদ্মরাগ মুকুতা প্রবালরাশি কিরণোদ্ভাসিত গুপ্ত ধনাগার আমি চক্ষে দেখেছি। আর দেখেছি,—

মিহির। কি দেখেছেন? পিতা প্রভু! বলুন আর কি দেখেছেন?

পদ্ম। ছয়টী পীঠে ছয়খানি চারু প্রতিমা অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সেই মণিভাণ্ডার রক্ষা করছেন। মধ্যস্থলে একখানি হীরক নির্ম্মিত পীঠ,—প্রতিমা শূন্য।

মিহির। তবে কোন তস্কর পীঠ শূন্য করে অপহৃত প্রতিমা বালুকারাশিতে বিসর্জ্জন দিয়েছে।

পদ্ম। কি বলছ!

মিহির। এ প্রতিমা সেই প্রতিমা। আমারি প্রতিমা। নইলে আমি কেন স্বপ্নে দেখলুম।

পদ্ম। সকল স্বপ্ন কল্পনার খেলা নয়। দেবাত্মার বাক্য মিথ্যা নয়। প্রতিমা আছে। অন্বেষণ কর—পাবে। তোমার পিতা পীঠ শূন্য রেখে গেছেন। পূর্ণ করবার ভার তোমার। যে দিন প্রতিমা স্থাপন করবে, সেইদিন অতুল ধনরাশির অধিকারী হবে। পূর্ব্বে নয়। দেবাত্মার আজ্ঞা। ওই প্রতিমা স্থাপন করলে তোমার পিতৃঋণ পরিশোধ হবে।

মিহির। পিতৃঋণ পরিশোধ!—তা কি হয়? আমা হতে তা কি হবে? আহা সে অপূর্ব্বদৃষ্ট হেমোজ্জ্বল প্রতিমা কোথায় পাব? কি উপায়ে পাব?

পদ্ম। ধৈর্য্য, শ্রম, উদ্যম, সহিষ্ণুতা আর ঐকান্তিক অধ্যবসায়

পুরুষের লক্ষণ—বল—সহায়। এ যার আছে তার অসাধ্য কিছু নেই। দেবাজ্ঞা পালন কর। পিতৃঋণ পরিশোধ কর। রাজ রাজেশ্বর অপেক্ষা ধনী হও। সাধুর ন্যায় সুখী হও।

মিহির। প্রভু পিতা আজ্ঞা করুন কোথায় যাব—কি করবো?

পদ্ম। আলস্য অবসাদকে দূরে বিসর্জ্জন দিয়ে অদ্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই কাশ্মীরের সীমা লঙ্ঘন কর। পিতৃপদ ধ্যান করে যাও, দেবতা তোমার পথ প্রদর্শক হবেন। ইচ্ছা শক্তিকে দৃঢ় কর, বাসনা পূর্ণ হবে। তোমার বিশ্বাসে আরো বল সঞ্চয় করছি। দেখ, একবার মাত্র সেই ধনাগার তোমায় দেখাই। সে ক্ষমতা আমায় ন্যস্ত।

(ধনাগারের দৃশ্য ও পদ্মনাভ অন্তর্হিত)

মিহির। আহা কি দেখলেম কি দেখলেম! প্রতিমা—প্রতিমা স্বপ্নময়ী! আমায় দেখা দাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হরজনদাসের বাটী।

(হরজনদাস ও সত্যবতী)

সত্য। কি চিন্তে পারছেন না!

হর। পারবনা কেন, কিন্তু সকাল বেলা এখানে কি মনে করে?

সত্য। সবতো বোধ হয় শুনেইছেন। এখন মিহিরকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে আজই দেশান্তরে যেতে হবে, তা এখন আমার এমন অবস্থা যে কিছু পথের সম্বলও দিতে পাচ্ছিনা। তাই—তাই—

হর। তা—আমার কাছে? আমাকে কি করতে হবে?

সত্য। আপনি মিহিরের কাকা আপনার কাছে না এসে আর কারো কাছে গিয়ে যদি হাত পাতি, তাহলে আপনারও ত লজ্জা।

হর। লজ্জা। তোমরা কি আর লোকের কাছে মুখ দেখাবার যো রেখেছো ছি—ছি—ছি—আর সহর ঢুঁড়ে ঠাঁই পেলেনা, বসবি তো রোস একেবারে আমার দোরে! যে সে দেখে যাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে যে এমনি উঁড়োনচোড়ে বাউণ্ডুলে ছোট লোকের সঙ্গে একদিন হরজনদাসেদের যাওয়া আসা খাওয়া দাওয়া চলেছে। আর এক মজা দেখেছি, গরীব লোকের পেটে অন্ন জোটেনা কিন্তু লম্বা লম্বা পরিচয়টা দেওয়া আছে। অমুক বাহাদুর আমার দাদা, অমুক রায় আমার মামা, গর্জ্জনসিংহ আমার পিসে—হরজনদাস আমার শালা। ও সব রেখে দাও বলছি—ও সব পরিচয় টরিচয় দাও যদি তাহলে আমি হরমুতের দাবি দেব।

সত্য। সর্ব্বনাশ! এত দূর দাঁড়িয়েছে, হ্যাঁ ঠাকুরপো?

হর। ফের ঠাকুরপো! আ গেল যা—ঠাকুরপো—ঠাকুরপো—আমি তোমার কুকুরপো।

সত্য। তাই সম্ভব, নইলে যে পাতে খাও—

হর। খাই, আমি কার বাবার খেয়েছি, যত বড় মুখ তত বড় কথা!

সত্য। সীতারাম!—একি কথা! এখনও যে পাঁচ বছর হয়নি। হরজনদাস এ বাড়ী ঘর দোর কার? আসবাব সব কার? যখন অন্নের জন্য এই কাশ্মীরের রাস্তায় হাহাকার করে বেড়িয়েছিলে তখন আমার স্বামী না থাকলে কে তোমায় আশ্রয় দিত? কে তোমার বিবাহ দিয়েছে? স্ত্রীকে অলঙ্কার দিয়েছে? বড় মানুষ করে ভিটেয় স্থাপন করেছে? একেবারে সব ভুলে গেলে? একদিন যে আমার স্বামীর জুতো এগিয়ে দিতে পাল্লে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করতে।

হর। কি? জু-জু-জু- জু-জুতো—আমি জুতো—

সত্য। ধিক নেমকহারাম।

হর। আমি নেমক খেয়েছি না গোকলো আমার নেমক খেয়েছে। যখন দেশ থেকে আমার সঙ্গে সে আসে তখন আটা আস্‌টা গোকলো জুটিয়ে বটে এনেছে, আর আগাগোড়া পথটা নুন জুগিয়ে এসেছি আমি। তবে কে কার নেমক খেলে? এখন ছেলে জুয়ো খেলে পয়সা উড়ুলে—আর তুমি নিজেই বা কি করেছ কে জানে? এখন এসেছেন—আমি ভালমানুষ—আমার ওপর জুলুম করতে। ঠাকরুণ আসল মতলবটা যা তা আমার সঙ্গে খাটছে না। একে ত আমার নিখুঁত সুচরিত্র তার ওপর খাওারীর

আমার ওপর যে পতিভক্তি হঠাৎ এসে তোমাকে এখানে দেখলেই দুজনকে ঝেঁটিয়ে দেবে।

সত্য। পাপিষ্ঠ সতীর প্রতি কু দৃষ্টি? ওই চক্ষু তোর যেন অন্ধ হয়।

[প্রস্থান।

(ঢুণ্টিরামের প্রবেশ)

ঢুণ্টি। বাহবা—বাহবা—বেড়ে মজা—বেড়ে মজা—চমৎকার চমৎকার—বোনাই সাহেব চমৎকার।

হর। যা যা হতভাগা!

ঢুণ্টি। হতভাগা যাচ্ছে, মন্দাৎ দেখতে পেয়েছি; আমি আসাতেই ইসারা করে সরিয়ে দিলে।

হর। কি সরিয়ে দিলুম? কি দেখেছিস—বেয়াদব ছুঁচো! এক মাগী ভিক্ষে করতে এসেছিল তাড়িয়ে দিলুম—

ঢুণ্টি। আর ইসারা করে আঁবতলায় সন্ধে বেলা যেতে বল্লে।

হর। বেইমান মারবো জুতোর বাড়ি।

ঢুণ্টি। ওই মাগীও ত বলে গেল অন্ধকারের কথা, আমি বুঝি বুঝিনে—হিঃ হিঃ দিদিমণি হিঃ হিঃ।

(ঢুণ্টিকে তাড়া করণ, ঢুণ্টির দৌড়ান ও হরজনদাস কর্ত্তৃক গলা টিপিয়া ধরা)

খুন—খুন, শালা খুন শালা খুন, দিদিমণি শালা খুন।

হর। তুই শালা তোর বাপ শালা, তোর মা শালা তোর যে যেখানে আছে সব শালা। বেরো আমার বাড়ী থেকে।

(গলাধাক্কা দেওন)

টুন্টি। আমার দিদিমণিও তাহলে শালা? দিদিমণি বোনাই তোমাকে শালা বলেছে—শালা বলেছে।

[প্রস্থান।

হর। দেখ বুঝি আবার একটা আকুণ্ড কুণ্ড বাঁধে। কোথা-কার গেরো কোথায়। কোথায় মাগীকে দুকথা শোনাতুম, আঁতে আঁতে বিঁধিয়ে রাখতুম, দেখনা এই শালার ঘরের শালা কোথা থেকে এসে পড়লো! এখনই কি গিয়ে লাগাবে। আর খাণ্ডারী ত মেয়ে-মানুষের নাম শুনলেই একেবারে খাঁড়া ধরে বসবে। এই যত আপদের গোড়া হচ্ছে মালী শালা; বেটা নাচদোরে খিলটি যদি দিত, তাহলে ত আর মাগী বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারতোনা। মার শালা মালীকে। আজ যা রাগ সেই শালা মালীর পিঠে তুলবো।

[প্রস্থান।

(খাণ্ডারী ও ক্রন্দন করিতে করিতে টুন্টির প্রবেশ)

খাণ্ডারী। কই কোথা গেল আমায় একবার দেখিয়ে দেনা।

টুন্টি। তুমি কি এখন দেখ, তুমি কি এখন অহঙ্কারে কিছু দেখতে পাও। নইলে তুমি আমার মায়ের মেয়ে, আর আমি তোমার বাপের ছেলে—কতো ঘনিশ্যাম কুটুম্ব, এ কিনা তুমি আমার অপমান শুনে চুপ করে রইলে, বসে বসে বাসি পোলাও গুলো খেতে লাগলে। আমি মরি তুমি দেখলে না!

খাণ্ডারী। বলি এ ঘরে ছিল বল্লি—গেলো কোথায়?

টুন্টি। তোমাতে আমাতে দুটো সম্পর্ক দিদি—বড় বড় দুটো সম্পর্ক। তুমি আমার মাতো বোন, আর আমি তোমার বাবাতো ভাই। তুমি কিনা আমার অপমান সয়ে রইলে?

খাণ্ডারী। আচ্ছা সে বিচার করবোরে হতভাগা। এখন বল কোথায় দেখলি।

ঢুণ্টি। তাই বল। নইলে আমি সম্বন্ধী, কত মাতব্বর কুটুম—না ঘলে না করে কিনা আমার গলায় হাত! বলত দিদি, আমার বাপ যদি না থাকতো তুমি কেমন করে হতে? তুমি আমার পৈতৃক পিণ্ডি।

খাণ্ডারী। আরে মর এত ভাল আপদেই পড়লুম গা?

ঢুণ্টি। কি বলবো! একে দিদি গুরুতর লোক—তার স্বামী, তাতে আবার কিনা বয়সে বড়; নইলে কি আমি গলাধাক্কা খেয়ে চুপ করে থাকি? ওদিক থেকে যেমন গলাধরা, আমিও না এদিক থেকে এমনি করে, বোনাই সাহেবের কান না ধরে—(খাণ্ডারীর কর্ণ ধারণ)

খাণ্ডারী। আরে মুখপোড়া পাগল করিস কি!

ঢুণ্টি। এমনি করে পাকিয়ে দিতুম।

খাণ্ডারী। ওরে গেছি, গেছি—ছাড় ছাড়—আরে মুখপোড়া এ যে আমার কাণ।

ঢুণ্টি। আ গঙ্গামায়ী, তোমার কাণ!

খাণ্ডারী। মা আমার এমন বে অকুষ্ফ অজবুক ছেলে গর্ভে ধরেছিল যে হব্বি দীঘ্যি জ্ঞান নেই! এসেছিল যে বল্লি, তা সে গেল কোথায়?

ঢুণ্টি। তাইতো!—ও দিদি তাইতো।

খাণ্ডারী। দেখ আগে তারা কোথায়—তার পর আমি বিহিত কচ্ছি।

ঢুণ্টি। বিহিত করবে?

খাণ্ডারী। বিহিত করবোনা? আমাকে লুকিয়ে মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা!

ঢুণ্টি। তাইতো—

খাণ্ডারী। তুই একবার খুঁজে দেনা!—পয়জারে আমি বিহিত করছি।

(পদ্মনাথের প্রবেশ)

ঢুণ্টি। বোনাই চলে গেলো কোথা—এইবার একবার এলে হয়। একেবারে বাঁদরের মতন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি (ব্রাহ্মণকে দেখিয়া) এই যে, এই যে, এইবার একবার এসত বোনাই সাহেব (জাপটিয়া ধরা) দিদি ধরিছি, পটাপট বসিয়ে দাও।

খাণ্ডারী। ওকি, কারে কি বলছিস্?

ঢুণ্টি। দিদিমণি এ সময় তুমি কথা কয়োনা।

খাণ্ডারী। আরে মলো কারে কি বলছিস্?

ঢুণ্টি। এখন আমার হিসেব করে বলবার সময় নেই, আমি রেগে নাল হয়েছি—নাকে চোকে, দেখতে পাচ্ছি না।

খাণ্ডারী। কে তুমি?

ঢুণ্টি। ওরে বাবা কেরে! বোনাই না ত! চোক দুটো দেখো! এ যে বোনায়ের বাবা।

পদ্ম। বৎসে আমি ব্রাহ্মণ।

ঢুণ্টি। দিদি তোকে বাছুর বল্লে, বচ্ছ মানে বাছুর। আমি শুনেছি।

খাণ্ডা। তুমি কেগা? কেমন ধারা তোমার আক্কেল? বাড়ীতে ঢুকে ভদ্দর লোকের মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা।

ঢুণ্টি। তাইত, করেছে, দেখছনা ও কাশ্মীরী নয় খোঁট্টা।

পদ্ম। না আমি অতিথি, ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে তোমার দ্বারে এসেছি।

খাণ্ডারী। এখানে কিছু মিলবে না, ফিরে দেখ আমাদের অসুখ হয়েছে।

চুন্টি। হাঁ, আমার বোনাই মরেছে। আমি পরবো বলে কাছা কিন্‌তে যাচ্ছি।

খাণ্ডারী। আ মর মুখপোড়া অলক্ষণে!—না ঠাকুর তুমি অন্য বাড়ী যাও, আমাদের শুভ অসুখ।

পদ্ম। কোথায় গেলে দুটী অন্ন পাব?

খাণ্ডারী। কোথায় বলি—রসো রসো—হাঁ হাঁ ঠিক হয়েছে—ওই যে সামনে বাগান দেখছো, ওর ভেতরে একখানা ভাঙ্গা ঘর আছে। তাইতে এক মায়ে বেটায় বাস করে। দেখায় যেন বড় গরীব। কিন্তু অতিথি ফেরায় না। চর্ব্ব্যচোষ্য করে খেতে পাবে এখন, ওইখানে যাও।

পদ্ম। আচ্ছা মা গৃহস্থের মঙ্গল হোক্।

[প্রস্থান।

খাণ্ডারী। হিঃ—হিঃ—হিঃ—বড় মজা করেছি। খুব বুদ্ধি করেছি। ও টোঁটা এ আহ্লাদ রাখি কোথায়? তোকে ঝাঁটা মারবো, না চেলা পেটা করবো? হিঃ—হিঃ—এই সকাল বেলায় ভুখো বামুন গিয়ে দাঁড়াবে, আর একমুঠো চালও নেই যে দেবে। মাগি বুক চাপড়ে মরবে। হয়ত ব্রহ্মশাপ হয়ে যাবে। ও টোঁটা এ আহ্লাদ রাখি কোথারে বরাখুরে।

চুন্টি। খিচুড়ীর পাথরে দিদি, খিচুড়ীর পাথরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

(পুরুষোত্তম।)

পুরু। আজ তিনদিন দিবারাত্র নগর পর্য্যটন করছি। এক স্থানে বারবার আসছি, তবু সন্ধান পেলুম না। বড় কঠিন। পতনে মহৎ ব্যক্তি আপনাকে এত গোপনে রাখে, যে তা'কে অন্বেষণে বার করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। দুর্য্যোধন লক্ষ চর নিযুক্ত করেও পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নির্ণয় করতে পারেনি? বিধাতা এ কি তোমার লীলা! গোকুলচাঁদের বংশ ভিখারী! কাশ্মীরের জগৎ-শেঠের ভাণ্ডার কপর্দ্দক শূন্য! শুনলুম, প্রমাণ পেলুম—ক্রোশ ব্যাপী ভদ্রাসন বিভক্ত হয়ে শত নূতন অধিকারীর সম্পত্তি হয়েছে চক্ষে দেখে এলুম, তথাপি বিশ্বাস করতে পারলুম না। শত আদরের শিশু মিহিরকে আমি সোণার দোলায় দুলতে দেখে গিছলুম। অন্নপূর্ণা সত্যবতী! তারা আজ পথে দাঁড়িয়েছে! প্রান্তপাল বল্লে নগর পরিত্যাগ করেনি! অবশ্যই কাশ্মীরে আছে। অন্বেষণে শরীর পতন করবো। প্রায়শ্চিত্ত—আমার অকৃতজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত—দুহিতা দানের দক্ষিণা দিতেই হবে।

(গজুয়ার প্রবেশ)

গজুয়া। বাবা, বাবা! রায়জী তোমার পায়ে ক্ষুর আছে নিজ্জস, নইলে ঘোড়ার মতন দৌড়োও কেমন করে? আমি সবে-মাত্র এই মোড়ের দোকানে দুটো ন্যাসপাতি কিনে থাচ্চি। আর তুমি একবার পেছু চেয়ে না দেখেই একেবারে টগাবগ্, টগাবগ্, এতদূর এসে উপস্থিত হয়েছ!

পুরু। তুই যেখানে খাবার দেখবি, সেইখানেই দাঁড়াবি। আমারত আর তা করলে চলে না।

গজুয়া। তুমি জী কেবল আমার খাওয়াই দেখছো। তীর্থ করাবে বলে নিয়ে এলে তার মতন কি খাওয়ালে? এতদিনের রাস্তা হেরম করে এলুম, তা একটু তীর্থের ফল হ'লনা! আহা তিথি করতে গেলে, লোকে কত কি খেয়ে পুণ্যি করে।

পুরু। তা তোমার মতন যাত্রীর খেয়ে পুণ্যিই বটে! এখন আয় ওই কতকগুলো খড়ের ঘর দেখা যাচ্ছে। চ' একবার পাড়াটা খুঁজে আসি।

গজুয়া। কত্তার আমার যত ছোটলোক গরীবের পাড়ায় ঘোরা। একটা ভাল জিনিস দেখবার যো নেই শোঁকবার যো নেই। মেওয়ার মধ্যে বিক্রী লাল মরীচ আর রামতরুই।

পুরু। চ'না আজ সন্ধ্যা বেলায় তোকে খুব ভাল করে খাওয়াব।

গজুয়া। হাঁ হাঁ বেশ—বেশ। একটু তিথির পুণ্যি করিয়ে দাও। আজ আর পুরি ফুরি করে কাজ নেই। আজ আঙ্গুরের আর আখরোটের, মোষের দুধ না ঢেলে ভাল খিচুড়ী বানান যাবে। তাতে একটু কাশ্মীরী হিঙ ছেড়ে দিলে ভারী মজে যাবে। কাশ্মীরেই যদি এলুম ত চাল দাল আটা ছাতু খেতে যাব কেন?

[উভয়ের প্রস্থান।

(মিহিরের প্রবেশ)

মিহির। কি আশ্চর্য্য! সারাদিন পথ চল্লুম—তৃষ্ণা দূর করবার পর্য্যন্ত অবকাশ গ্রহণ করলুম না।—সন্ধ্যা আগত প্রায়—এখনও

আমি কাশ্মীর ত্যাগ করতে পারলুম না! যত এগুচ্ছি ততই শুনছি এখনও কাশ্মীর। যেমন করে হোক সহরের বাইরে যেতেই হবে। যাব। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি? কি নিয়ে যাচ্ছি? সম্মুখে নদী পড়লে সন্তরণ ভিন্ন পার হবার উপায় নেই। রাজরাণী অপেক্ষা ধনশালিনী মহিমাময়ী মা আমার, আমার জন্য গোপনে ভিক্ষা করতে গিছলেন। কিন্তু তাতেও নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। আহা মা আমার কি ধৈর্য্যশালিনী! কি বুদ্ধিমতী! মমতায় প্রাণ গলে যাচ্ছে, চক্ষু ফেটে জল বেরুতে চাচ্ছে, তবু শ্রেষ্ঠীপুত্রকে জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে বাধা দিলেন না। ওইটে বড় ভয় ছিল। মার কাছে বিদায়—দেবতার অনুগ্রহে সেটা ভারী কেটে গেছে। রিক্ত হস্ত বলে ভয় কি! শুনেছি পিতাও ত একপ্রকার বিনা সম্বলে পাটলীপুত্র পরিত্যাগ করে এখানে বাণিজ্য করতে এসেছিলেন।

(পুরুষোত্তম ও গজুয়ার প্রবেশ)

মিহির। আপনারা বোধ হয় বাইরে থেকে আসছেন? আমায় বলতে পারেন, আর কতদুর গেলে কাশ্মীর পার হ'ব?

পুরু। অধিক দূর নয়, ওই পাহাড়ের কোলে যে দীঘী।

গজুয়া। (পুরুষোত্তমের হস্ত ধরিয়া) বলে দিওনা, বলে দিওনা রায়জী, ও সব জোচ্চোর গাঁটকাটা। বিদেশে যার তার কথায় উত্তর দিতে আছে? (মিহিরের প্রতি) দেখ ও সব চালাকি টালাকি আর কারও সঙ্গে করগে। আমরা দক্ষিণদেশী লোক। বাপ পিতামো থেকে সেয়ানা। কাশ্মীর পার হবে? কাশ্মীর কি একটা জল পেয়েছ নাকি?

পুরু। চুপ কর হতভাগা! দেখছিসনে ভদ্রলোক।

গজুয়া। ভদ্রলোক! যা ভদ্রতা এক আঁচড়েই টের পেয়েছি। ভদ্রলোক যদি হ'ত তাহলে আমাকে এতক্ষণে তিন থাপ্পড় বসিয়ে দিত।

পুরু। কিছু মনে করবেন না। আমার লোকটী একটু পাগল গোছের। আপনি বরাবর যান। ওই দীঘীটি পার হ'লেই কাশ্মীর ছাড়াবেন। আপনি এখানে কতদিন এসেছিলেন?

মিহির। কাশ্মীর আমার জন্মস্থান।

পুরু। জন্মস্থান! তবে, আমি বিদেশী, আমায় জিজ্ঞাসা করছেন কাশ্মীরের সীমা কোথায়?

গজুয়া। বল্লুম গাঁটকাটা গোয়েন্দা। সন্ধান নিচ্ছে আমরা কাশ্মীরী গাধা কিনে বাঙ্গলা মুলুকে লুকিয়ে চালান দিতে এসেছি কি না!

মিহির। মহাশয় কাশ্মীরেই আমার জন্ম বটে, কিন্তু কাশ্মীরের বাইরে কখন যাইনি। হাতী পাল্কী চড়ি—না কি বলছিলুম—না তা নয়, এই পথ ঘাট ভাল চিনিনি। এই প্রথম একলা বেরিয়েছি। রাস্তা ঠিক করতে পারছিনি। অথচ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমার কাশ্মীর ত্যাগ না করলেই নয়।

পুরু। অনেক সময় আছে, অনায়াসেই যেতে পারবেন। কিন্তু আমার একটু উপকার করতে পারেন? আপনার যখন কাশ্মীরেই জন্ম বলছেন, তখন অবশ্যই শেঠ গোকুলচাঁদের নাম শুনেছেন। ওকি ঘাড় হেঁট করে ভাবছেন কি? গোকুলচাঁদের নাম শোনেননি? জগৎশেঠ গোকুলচাঁদ!

মিহির। শুনবোনা কেন? কাশ্মীরে কে এমন মহাপাতকী আছে আজও সে নাম উচ্চারণ না করে শয্যা ত্যাগ করে। কিন্তু কুলাঙ্গার সন্তান কি আর সে নাম রেখেছে?

পুরু। কুলাঙ্গার সন্তান! মহাশয় আমি আজ তিনদিন কাশ্মীরে প্রবেশ করেছি। নগরের বিস্তর স্থান ভ্রমণ করেছি। কিন্তু গোকুলচাঁদের সন্তান কুলাঙ্গার এই প্রথম আপনার মুখেই শুনলুম। সকলেই বলছে গোকুলচাঁদের পুত্র অকাতরে দান করেই পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য হারিয়েছে। মিহিরচাঁদ দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু কুলাঙ্গার নয়। আহা সেই মিহির! কত কোলে করেছি। সোণার দোলায় সোণার পুতুল।

মিহির। আপনি কে? আপনি কি শ্রেষ্ঠীকুলোত্তম গোকুলচাঁদকে জানতেন?

পুরু। জানতুম—জানতুম কি? গোকুলচাঁদকে জেনেছিলুম, তাই পুরুষোত্তম রায়কে এখনও লোকে জানে।

মিহির। পুরুষোত্তম! আপনার নাম পুরুষোত্তম রায়?

পুরু। তবে কি এ নাম আপনি শুনেছেন? আমায় আপনি চেনেন?

মিহির। না, না, না—তা নয়, তা নয়—তবে আপনি পুরুষোত্তমই বটে। নইলে পূর্ব্ব বন্ধুর নাম স্মরণে এত স্নেহ হবে কেন?

পুরু। বন্ধু—বন্ধু কি? হাঁ হাঁ বন্ধু বলা যেতে পারে বটে। জগৎপতি হরিকেওত লোকে দীনবন্ধু বলে। গোকুলচাঁদ আমার সেইরূপ বন্ধু ছিলেন। স্নেহ নয়—কৃতজ্ঞতা। যুবক কৃতজ্ঞতা কাকে বলে জান? একদিনের উপকারীকেও কখন বিস্মৃত হয়োনা। ধনজনের মায়ায় আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম। তাই নয়ন তারা হারা হয়েছি।

মিহির। আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

পুরু। কোমল বয়েস—মুখে সারল্য সৌন্দর্য্য—কূট কথা বড়

না বোঝ ততই ভাল। এখন আমায় বলতে পার সেই মিহির আর তাঁর জননী কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন। আত্মীয় কুটুম্ব কারও কাছে যাননি। আমি সন্ধান নিয়েছিলুম, তাঁদের মধ্যে দুই এক জন যাঁরা সম্পূর্ণ মানুষের চামড়া পরিত্যাগ করেনি, তাঁরাও খুঁজছে। আহা দেবী সত্যবতীর অভিমানত আমি জানি। তিনি কি কারও গলগ্রহ হবেন।

মিহির। মহাশয় দেখছি যথার্থই সেই বংশের বন্ধু। (স্ব) এঁকে সন্ধান বলে দিলে হানি নেই। শুনেছি মা এঁকে একদিন সন্তানের ন্যায় দেখতেন। আর এখনও এঁর মনের ভাব যেরূপ দেখছি, তাতে এঁর দ্বারা জননীর সেবা হতে পারে।

গজুয়া। ছোটবাবু বা জী বা মিয়া যেই হও। আপনাকে গোয়েন্দা বলেছি রাগ করনা। সন্ধানটা যদি জান তবে বলে দাও। আমি আর কর্ত্তার সঙ্গে ঘুরতে পারি না।

মিহির। আপনার কথায় বোধ হচ্ছে, আপনি পূর্ব্বে কোন সময়ে কাশ্মীরে ছিলেন। তাহলে বোধ হয় রামবাগের নাম শুনেছেন।

পুরু। রামবাগ জানিনা? শেঠজী প্রথমে সেইখানে এসেই বাস করেন। সেখানে যে বাড়ী তুলেছিলেন তাও কি সাধারণ। তারপর চকের ওদিকে অত বড় লছমীমহল তৈয়ারি করেন।

মিহির। সে বাড়ী টাড়ি কিছু নেই। কুপুত্র বন্ধক দিয়েছিল খালাস করতে পারেনি। তবে বাগানটুকু বানরের সম্পত্তি তাই বানর তাতে হাত দিতে পারেনি। জননী সত্যবতী এখন সেই-খানে একটা কুঁড়েতে বাস করছেন।

পুরু। আহা হা—আর মিহির?

মিহির। সে হতভাগার কথা কবেন না। দুঃখিনী মাকে ফেলে কোথায় চলে গেছে। আমায় ক্ষমা করবেন। আমার আর বিলম্ব করবার যো নেই।

পুরু। আপনি বিশেষ উপকার কল্লেন। আমি এখনি রাম-বাগে যাচ্ছি!

[গজুয়ার ও পুরুষোত্তমের প্রস্থান।

মিহির। প্রথম পরীক্ষা। আত্ম গোপনে এই প্রথম শিক্ষা, কিন্তু বড় কষ্ট।

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া। মহাশয়, একবার আমার সঙ্গে আসবেন?

মিহির। কেন ভদ্রে!

মায়া। কেন, তা এখান থেকে বলতে পারিনা। সঙ্গে চলুন, গেলেই সব জানতে পারবেন।

মিহির। কোথায় যাব?

মায়া। এই নিকটেই এক সুরোবর আছে, সেইখানে।

মিহির। সরোবর ত এদিকে, তবে এদিক দেখাচ্ছ যে?

মায়া। ও সরোবর নয়। এদিকে বনের ধারে গোকুল দীঘী আছে।

মিহির। ক্ষমা কর। আমি আর এ মুখে এক পাও যেতে পারবো না।

মায়া। মহাশয়, একজনকে বিপদে উদ্ধার করবার জন্য আপনাকে ডাকছি।

মিহির। বিপন্ন!

মায়া। দারুণ বিপন্ন।

মিহির। সর্ব্বনাশ! করি কি! এদিকে যে সন্ধ্যা হয়।

মায়া। সন্ধ্যা কেন? আর একটু পরেই ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী ঢেকে ফেলবে। সেইজন্যই আপনার সাহায্য প্রার্থনা কচ্ছি।

মিহির। সূর্য্যাস্তের 'পর এক মুহূর্ত্তও যে আমি এ স্থানে থাকতে পারবো না!

মায়া। সেকি!

মিহির। কিছুতেই নয়। রাজ্য দিলেও পারবো না। সূর্য্যাস্তের পর কাশ্মীরের মৃত্তিকায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত রাখতে পারবো না।

মায়া। বেশ, এখনও ত তার কিছু বিলম্ব আছে। আপনি ইতিমধ্যে যদি সাহায্যে সক্ষম হন, তাহলে চেষ্টা করতে দোষ কি? বেশী দূর নয় এই নিকটেই।

মিহির। যাব, কিন্তু কেমন কোরে যাব? আমার গতি আমার নিজের ইচ্ছার বশবর্ত্তী নয়।

মায়া। তবে যান। কিন্তু এ পুরুষের যোগ্য কথা নয়। সন্ধ্যা হতে এখনও যে সময় আছে, তার ভেতরে কাশ্মীর সহর দুইবার ঘুরে আসা যায়। আর আপনি সহরের প্রান্তে এসে, একটী বিপন্নাকে রক্ষা করতে এত সময়ের নতা কচ্ছেন।

মিহির। বিপন্না!—স্ত্রীলোক!

মায়া। যান মহাশয়। হৃদয় হীন! আপনার কাছে এসে মিছে সময় নষ্ট করেছি। অন্যত্র গেলে বোধ হয়, এতক্ষণ কার্য্যোদ্ধার হয়ে যেতো।

মিহির। বিপন্না! স্ত্রীলোক!—তা আগে বলনি কেন? চল তাহলে দেখে আসি।

মায়া। চলুন শীগ্‌গির চলুন।

মিহির। যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে এটা বলে রাখছি, যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যা করতে আদেশ করবে, যথাসাধ্য সে আদেশ পালন করবো। কিন্তু সূর্য্যাস্তের সময় আমি কারও নয়। সন্ধ্যার পর কাশ্মীর কিছুতেই আমাকে নিজ বক্ষে দেখতে পাবেনা।

মায়া। বেশ, যতক্ষণ সময় আছে, ততক্ষণ ত কাজ করুন—একটী বালিকা এক দীঘীর ধারে বসে আছে। চারিধারে শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্য। তার ওপর অন্ধকারে মেদিনী গ্রাস করতে আসছে। আর কিছুক্ষণ থাকলে নিশ্চয় সে হিংস্র জন্তুর কবলে যাবে, দয়া করে তাকে রক্ষা করুন। পুরুষের কার্য্য, ভদ্রের কর্ত্তব্য করুন।

মিহির। তাহলে আর এক দণ্ডের জন্যও বিলম্ব করবেন না, শীঘ্র চলুন, শীঘ্র চলুন।

তৃতীয় দৃশ্য।

রামবাগ—কুটীর।

পদ্মনাভ।

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্য। নারায়ণ! চির সুখী বালক, আমোদে আহ্লাদেই দিন কাটিয়েছে। এরূপ অবস্থায় পড়বে, এ যে স্বপ্নেও জানতুম না! আজ কি খাবে তারও পর্য্যন্ত সঙ্গতি নেই। অনিশ্চিত সময় অপরিচিত বিপদ সঙ্কুল দীর্ঘপথ। সঙ্গিশূন্য সহায়হীন সম্বলহীন।

কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে জানেনা। ঈশ্বর তুমি ভিন্ন তার যে আর কেউ নেই! ধন, সম্বল, আশ্রয় সবায় একমাত্র তুমি। অধিক আর কি বলবো? জ্ঞানশূন্যা রমণী; শোক তাপ কাতরা জননী। মনের অবস্থা তোমাকেও যে বুঝিয়ে বলতে পারছিনা প্রভু! অধিক আর কি বলব দয়াময়, মিহিরকে তোমার করুণাসাগরে ভাসিয়ে দিলুম।

পদ্ম। তাই দাও। কৃপাময়ের উপর একান্ত নির্ভর কর। তিনিই মা তোমার মিহিরকে রক্ষা করবেন।

সত্য। আপনি কে প্রভু!

পদ্ম। অতিথি।

সত্য। (স্বগতঃ) একি রহস্য ঈশ্বর! এক মুষ্টি অন্নের জন্য এখনি যাকে পরের কাছে হাতপাততে হবে, তার ঘরে কিনা অতিথি!

পদ্ম। বিদেশী অতিথি, তোমার এখানে সেবা গ্রহণ করব মানস করেছি।

সত্য। (স্বগতঃ) একি লীলা! অনিশ্চিত কালের জন্য পুত্র বিনা সম্বলে গৃহত্যাগ করলে, মা হয়ে তার মুখে কিছু দিতে পারলুম না—আর সেই অভাগিনীর ঘরে অতিথি!

পদ্ম। চুপ করে আছ যে মা! অপেক্ষা করতে পারি কি?

সত্য। আমার দ্বারে এসে অতিথি বিমুখ হবে! কিন্তু কি দেবো! ভিক্ষা করতে গিয়ে এই একটু পূর্ব্বে লাঞ্ছিত হয়ে এসেছি। ভিক্ষা করতেও সাহস হয় না। তাহলে কি হবে? শেষ অতিথিকে আশ্বাস দিয়ে খেতে দিতে পারবনা?

পদ্ম। এমন অসময়ে আতিথ্য গ্রহণে কিছু বিস্মিতা হয়েছো,

না জননী! মা বহুদিন আমি অন্নের মুখ দেখিনি। তাই একটু পরমান্ন ভোজনে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়েছে।

সত্য। (স্বগতঃ) পরমান্ন! ক্ষুদের কণা ঘরে নাই—অতিথি পরমান্নের প্রয়াসী। কি হবে! ভগবান আমার ঘরে অতিথি কেন?

পদ্ম। প্রথমে পথের অপর পারে ওই ধনীর গৃহে অতিথি হয়েছিলুম। কিন্তু গৃহিণী গৃহস্থ ধর্ম্মপালনে আপাততঃ অপারগ। তাই তিনি আমাকে তোমার এই আবাস দেখিয়ে দিলেন। শুনলেম যে তুমি মা আপনাকে সকল সুখে বঞ্চিত করে, এই জীর্ণাবাসে দরিদ্রের ন্যায় কালাতিপাত করেও অতিথি উপস্থিত হ'লে ষোড়শোপচারে তার পূজা কর। অতিথি নাকি তোমার ঘরে কখন বিমুখ হয় না। বড় প্রশংসার কথা। মা যে অতিথি সৎকার করতে না জানে, সে গৃহস্থই নয়। তার গৃহ শ্মশান তুল্য। তা মা সূর্য্যকর ক্রমেই প্রখর হচ্ছে, আমি স্নানাদি ক'রে আসি। তুমি দুগ্ধাদি সংগ্রহ করে একটু পরমান্নের যোগাড় করে রাখ।

[প্রস্থান।

সত্য। উপায়! এখন উপায়! ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। স্নান করে এসে ভোজন করবেন। খাণ্ডারী! আমার স্বামী তোদের প্রতিপালন করে গেছেন, এ কথা স্বীকার করতে না চাস্, তিনিত মন্দ কখন করেন নি। তিনিওনা, আমিওনা, বাছাওনা। তবে এ শত্রুতা সাধন কেন করলি? ক্ষুধার্ত্ত অতিথি এসে অন্ন না পেলে, আমার মিহিরের না জানি কি অমঙ্গল হবে! দুর্জ্জন হরজন দাসের দ্বারে ভিক্ষা করতে গিয়ে দুর্ব্বাক্য শুনে এসেছি। ননীর কুমারকে শুষ্কমুখে রিক্তহস্তে বিদায় দিয়েছি। কিন্তু তা অপেক্ষা

শতগুণ যাতনা হচ্ছে যে, এই অতিথি এসে দাঁড়ালে বলতে হবে যে ফিরে দেখ আমার অন্ন নাই। হে মধুসূদন! এ বিপত্তিকালে তুমি রক্ষা কর। হে ব্রজেশ্বর! হে দ্বারকাপতি! কাম্যবনে তুমি বনবাসিনী রাজরাণী দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করেছিলে। দুর্ব্বাসার শাপভয়ে কৃষ্ণা যখন আকুল হয়ে কেঁদেছিল, তখন তোমার মায়াতেই তাঁর অতিথি তুষ্ট হয়েছিলেন। আমিও আজ মনুষ্যের সাহায্যে নিরাশ হয়ে, ভিক্ষার প্রথম প্রয়াসে তাড়না পেয়ে, লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে আশঙ্কায় হে জনার্দ্দন! অতি কাতর হয়ে ডাকছি—তুমিই আজ আমার গৃহস্থের ধর্ম্ম রক্ষা কর। পুত্র উপবাসে গেছে। উপবাসে এ ছার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এক মুষ্ঠি অন্ন এই ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য আমায় দাও। আর মানুষের কাছে যাব না। মানুষের কাছে চাবনা। অকৃতজ্ঞ কাপুরুষের কটুবাক্যের কুঠারাঘাত খেয়ে এসেছি। দীনা দরিদ্রা অসহায়া অবলা অবশেষে একমাত্র তোমারই উপর নির্ভর করছে। হে নারায়ণ, হে হরি, হে পুরুষোত্তম!

নেপথ্যে। মা, মা—আমার মা কোথায়?

সত্য। একি! একে? কে মা বলে? মিহির ফিরে এলো? না না—একি কালিকালে দৈববাণী?

(পুরুষোত্তমের প্রবেশ)

পুরু। এই যে আমার মা! জননী দয়া করে কি অধম সন্তানের মুখের দিকে চাবেন? (প্রণাম করণ)

সত্য। একি! আবার অতিথি নাকি? কে বাছা! আমি যে চিন্তে—

পুরু। আমি পুরুষাধম। লোকে বিদ্রূপ ক'রে পুরুষোত্তম ব'লে ডাকে।

সত্য। পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম—দেখি একি আমাদের সেই পুরুষোত্তম! আমার স্বামীর বন্ধু?

পুরু। বন্ধু নই—আপনাদের সংসারের অকৃতজ্ঞ ক্রীতদাস। আহা হা! এমন সর্ব্বনাশ হয়েছে! কাশ্মীরের অন্নপূর্ণার মন্দির নাই! মা আজ গাছতলায়! শেঠজী স্বর্গে গেছেন—এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন! আর আমি কোন সংবাদ নিইনি। বেশ নিশ্চিন্ত মনে সুখের পর্য্যঙ্কে শয়ন করে বিলাসের স্বপ্নে মোহিত ছিলাম। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। হবেনা! সন্তান হারা হবনা। অপার দয়া জগদীশ্বরের, তাই আরও অধিকতর শাস্তি হয়নি।

সত্য। কেন বাবা তুমি অমন করছ? কি হয়েছে? আমাদের কর্ম্মফল ফলেছে। তোমার দোষ কি?

পুরু। না, কিছু না। কড়ায় গণ্ডায় হিসেব চুকিয়ে দিয়েছি। কর্জ্জের অর্থ মায় সুদ বেনামী চিঠিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। মহাজনি হিসেবে ধার শোধ হয়ে গেছে। তারপর যে যার কপালে খায়। আমি সোণার থালে অন্ন খাচ্ছিলেম, স্ত্রী অলঙ্কারের ভারে অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন। আর তুমি গোকুলচাঁদ শেঠের স্ত্রী—যে পথের ভিখারী অপরিচিত পুরুষোত্তমকে অকাতরে ধন দিয়েছে, তার সহধর্ম্মিণী তুমি গাছতলায় উপোস ক'রে পড়ে আছ। যার অন্নের রক্ত এখনও এই শরীরের ভেতর আছে। তার ছেলে মিহির কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গেছে, তাতে আমার দোষ কি? ঋণ পরিশোধ করেছি। আবার আমার অত তত্ত্বটত্ত্ব নেবার আবশ্যক কি? আমি বড়লোক, মহাজন, শুধু পুরুষোত্তম নয়—এখন

আবার রায়জী! কত কাজ দেখতে হয়, কত দরবারে যেতে হয়, এখন কি আর আমার অত খবর রাখতে গেলে চলে! সত্যি সত্যিই কবে এক দিন হাতে করে মানুষ করেছেন, তাই বলে চিরকাল—

সত্য। ছি বাবা, কেন অত আত্মগ্লানি? এ ত আপনাকে ধিকার দেওয়া নয়, প্রকারান্তরে আমাকেই ভর্ৎসনা হচ্চে। সত্যই আমার পূর্ব্বে মনে করা উচিত ছিল যে, পুরুষোত্তম সকল পুরুষের মতন নয়। সংসারে সবাই হরজনদাস নয়।

পুরু। মহাপাতকী। এইমাত্র বাজারে শুনলুম আজ তোমায় অপমান করেছে। নিজেই শ্লাঘা মনে করে কথাটা রটাচ্ছে। ছা ধিক্ আমি আবার অন্যের নিন্দা করছি।

সত্য। বাবা, তুমি আমার মিহিরের আগে। তোমার উপর অভিমান করে ভাল করিনি।

পুরু। যাক্ মা অনেক কথা আছে। ঢের বলবার ঢের শোনবার আছে। এখন এখান থেকে চল। তুমি যতক্ষণ এই দীন স্থানে থাকবে ততই আমার পাপের ভার বাড়তে থাকবে।

সত্য। কোথায় যাব বাবা! এক ব্রাহ্মণ আমার এই দশার উপর আবার আজ অতিথি হয়ে এসে দাড়িয়েছিলেন। স্নান করতে গেছেন। এখনি ভোজনের আশা করে ফিরে আসবেন। একটী পাত্র নাই যে একটু তৃষ্ণার জল দি। তাই ভাবছিলুম। এখনত তোমার বাসায় আমি যেতে পারিনি।

পুরু। বাসা কোথায় মা আমার! তুমি গাছতলায় আর আমি বাসা করবো! পেট বোঝেনা তাই রাত্রে কোন একটা দোকানে রেঁধে খেয়ে পড়ে থেকেছি। আর আজ তিনদিন তোমার

অন্বেষণে নগর পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। তোমার বাড়ীতেই তুমি যাবে মা। আপাততঃ হরেকচাঁদের ছেলের কাছ থেকে চাবী আনিয়ে রামবাগের বাড়ী খুলিয়েছি। পরিষ্কার হচ্ছে। সে বাড়ী মিহিরের। চোখ ছল ছল কেন মা? এইমাত্র বল্লে যে আমি মিহিরের আগে।

সত্য। অভিমানে চখে জল আসেনি বাবা! আমি আর আমাতে নেই। অবাক হয়েছি। এতেও লোকে ভগবান মানে না। এতেও বলে নারায়ণ নাই। এতেও আমি আমি করে মরি। আর তাঁর ওপর একবার নির্ভর করতে চাইনি। দেখ বাবা, মা বলে ডাকতিস, এখনও তাই ডাকছিস। আমার সঙ্গে ছল কর-ছিসনি ত? বল, সত্যি তুই কি সেই পুরুষোত্তম? আমাদের সেই পুরুষোত্তম? আমি অতিথি বিমুখ ভয়ে কাতর হয়ে লজ্জা রাখ হে পুরুষোত্তম বলে যেমন ডেকেছি। আর অমনি পুরুষোত্তম তুই মা বলে এলি। আমার ভয় হচ্ছে। পাছে স্বয়ং পুরুষোত্তমই বা তোর বেশে অবলাকে পরীক্ষা করতে এসে থাকেন।

পুরু। মা চল। কেন এসেছি, কেন বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করে বেরিয়েছি, সব তোমায় বলব। বল্লেমত অনেক কথা আছে। আমিও বড় দাগা পেয়েছি। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে পাল্কী এদিকে নিয়ে আয়।

সত্য। পাল্কী কেন? আর সে অভিমান নাই। এই পাশেই ত। চল আমি ধূলো পায়ে গৃহে প্রবেশ করবো। কিন্তু ব্রাহ্মণ যে এইখানেই আসবেন। বাবা তুই যদি সত্যই আমাদের পুরুষোত্তম, তবে আজকের অতিথি ব্রাহ্মণ, নারায়ণ। তিনিই তোকে এমন সময় এখানে এনে দিয়েছেন। স্বয়ং ভগবান না হ'লে অঘটন কেউ ঘটাতে পারে না। এ সঙ্কটে কেউ উদ্ধার করতে

পারে না। তালপাতের কুঁড়ে দেখতে দেখতে সোণার অট্টালিকা হয় না। নারায়ণ, নারায়ণ! তুমি আমার দ্বারে, আমার যে ভয় করছে, আমি ত কিছু পুণ্যি করিনি।

পুরু। মা ব্রাহ্মণ নারায়ণ তাঁর আবার কথা। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে কি না হতে পারে। তুমি এস। আমি তার বন্দোবস্ত করে যাচ্ছি। গজুয়া, গজুয়া! আরে গজুয়া।

(গজুয়ার প্রবেশ)

গজুয়া। বাজার বসিয়ে দিয়েছি। দালানে একেবারে বাজার বসিয়ে দিয়েছি। বুঝলে রায়জী! একেবারে ঝাঁকা ঝাঁকা চাল। চ্যাঙড়া চ্যাঙড়া দাল, বস্তা বস্তা ময়দা, কলসী কলসী ঘি, বোরা বোরা চিনি, ভারে ভারে দুধ আর আনাজ তরকারী ফল ফুলুরী, পেস্তা বেদানা কিস্‌মিস্ ছোহারা আঙ্গুর আকরোট জিলিপী লাড্‌ডু ক্ষীর বরফী—মুস্কিলে পড়েছি রায়জী ক্ষিদে নেই। বুঝলে! এই এক জায়গায় রাশ রাশ খাবার দেখে শালার ক্ষিদে একেবারে পালিয়েছে। হাঁ মা কাশ্মীরী মা! তোমাদের ঘরে যদি কাশ্মীরী জীরে থাকে গোটা দুই দাওনা। চিবিয়ে ফেলে ক্ষিধেটা করেনি।

পুরু। খাস তখন, এখন যা বলি শোন। আমরা ওই নূতন বাড়ীতে যাচ্ছি। তুই ততক্ষণ এখানে থাক। এখনি একজন ব্রাহ্মণ স্নান করে আসবেন। তিনি এলে তুই তাঁকে ভাল করে অভ্যর্থনা করে ওখানে নিয়ে যাবি। দেখিস যেন গাছে উঠে ফল খুঁজতে যাসনি, বাঁদরে চড়িয়ে দেবে।

গজুয়া। আর যদি আগে থাকতে নেবে এসেই চড়ায়। বাবা যে বাঁদর, যেন আবার সেই বৃন্দাবন। সেই—রায়জী—সেই।

পুরু। থাক বলচি ভয় নাই।—এস মা, তোমায় বাড়ীতে বসিয়ে এখনি আমাকে বেরুতে হবে। যতক্ষণ না তোমার ভদ্রাসন উদ্ধার করে সেখানে আবার অন্নপূর্ণা স্থাপন করতে পারি, ততক্ষণ আমার নিশ্চিন্ত হবার উপায় নাই। দেবতার নামে শপথ করেছি ততদিন অট্টালিকার মধ্যে ভোজন করবোনা, অট্টালিকার মধ্যে শয়ন করবো না। এ সব বিষয় কার্য্যের কথা মা, তোমার বেশী বোঝবার প্রয়োজন নেই।

সত্য। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

গজু। বাবা এখানে বুঝি এত বাঁদরের ভয়? আচ্ছা বলে যাওয়া কেন? রায়জীর কেমন ওই একটা রোগ। না বল্লে ত আর এত ভয় কর্ত্তো না। যেমন বাঁদর বলে গেছে, আর কেবল মনের ভেতর হচ্ছে বাঁদর বাঁদর। দেখেছ যেন গাটা সড়্ সড়্ করছে, বুক বেয়ে পিল পিল বাঁদর উঠছে। যে দিকে চাই সে দিকেই বাঁদর বাঁদর। লোকে যে বলে ভয় পেলে ইষ্টদেবতার নাম ভুলে যায়, তা মিথ্যা নয়। আমি প্যাঁড়া বরফীর কথা ভুলে যাচ্ছি। আমর পায়ের কাছ দিয়ে খস্ খস্ করে কি গেলরে! দূর শালা—গিরগিটি! আচ্ছা আমারও ত বুদ্ধি মন্দ নয়! এই বামুনের জন্তে বাঁদর বাগানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকি কেন? বামুন চান করতে গেছেত? ওই গলির মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। যেমন ফোঁটা কেটে বিজ্ বিজ্ করতে করতে আসবে অমনি ভাল করে ওই যে কি বলে গেল, ভচ্ছনা না কি—তাই করতে করতে পাঁচতালা বাড়ীতে নিয়ে যাব। দেখি বামুন আজ কত খেতে পারে। আজ বাজারকে বাজার উঠিয়ে এনেছি। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশ্মীর—হ্রদ।

(ছায়া, মিহির ও মায়া)

ছায়া। না এ এক মন্দ অবস্থা নয়। কাল আমি ছিলুম রাজকুমারী, আজ বাঁদী। মনিব ফকির। পথে পথে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। দারিদ্রের পীড়নে অস্থির হয়ে পিতা আমার জন্মের পূর্ব্বেই আমাকে ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করেছেন। না জেনে, অবস্থার অনিত্যতা না বুঝতে পেরে, গর্ব্বে অভিমানে স্ফীত হয়ে কাল আমি কত দাস দাসির ওপর প্রভুত্ব করেছি। আমার সখীত্ব কামনা করে কত ভদ্র রমণী প্রতিদিন কতই না আমার মনস্তুষ্টি করেছে। আমি যার মুখ চেয়েছি সে স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেয়েছে, যাকে না গ্রহণ করেছি সে মরমে মরে গেছে। সেই আমি দাসী! মূল্য এক মোহর! চারিদিকে বিভীষিকাময় বিজন অরণ্য, আমি মধ্যে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু ভয়, আমি শক্তি থাকতেও নিশ্চল। ক্ষুধায় কাতর, আমি আহারের অধিকারে বঞ্চিত। অবস্থার কথা ভাবলে পৃথিবী অন্ধকার দেখি। কিন্তু ভাববো কেন? পিতা স্নেহময়, মা মায়াময়ী। অতুল সম্পদ, অসাধারণ দয়া, অগাধ ভালবাসা আমি একেশ্বরী। কিন্তু ভেবে কি করব? পিতা আজ ঋণদায় হতে মুক্ত। কন্যার এই নশ্বর জীবনের বিনিময়ে পিতা অনন্ত নরকের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছেন। পুত্র কন্যার এ হতে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আর কি হতে পারে? নারায়ণ সাহস দাও, জ্ঞান দাও—মনের কলুষ দূর কর। দেখো দয়াময়! চারিধারে বিভীষিকা—ভবিষ্যত অন্ধকার—মৃত্যুর

আশঙ্কা—মন দুর্ব্বল। দোহাই প্রভু যেন এ মনে পিতার উপর বিন্দুমাত্রও অভিমান স্পর্শ না করে।

(অন্তরালে মায়ার প্রবেশ)

মায়া। (স্বগতঃ) ঠিক হয়েছে। সন্ধ্যাও ঘুনিয়ে এল। দেখবো মিহির দেখবো মনের তোমার কত বল। এ সৌন্দর্য্য পশ্চাতে ফেলে তুমি যদি চলে যেতে পার, তাহলে বুঝবো তুমি পুরুষ বটে।

[প্রস্থান।

(মিহিরের প্রবেশ)

মিহির। একি ছলনা? কৌশল করে আমাকে সত্য পথ হতে বিচলিত করাই কি সে যাদুকরীর অভিপ্রায়? বিপন্নার নাম করে আমাকে ফিরিয়ে আনলে, আসতে আসতে পথে কোথায় মিলিয়ে গেল! কই কোথায় কে? কোথায় বিপন্না?

ছায়া। এঁ্যা কেও! (স্বগত) এঁ্যা সেই—সেই—স্বপ্ন? (প্রকাশ্যে) আপনি কে মহাশয়?

মিহির। এঁ্যা একি! তুমি!

ছায়া। সেকি! পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে কখন দেখেননি।

মিহির। দেখেছি।

ছায়া। দেখেছেন?

মিহির। দেখেছি। সুন্দরী আমি মিথ্যা কইতে জানিনা।

ছায়া। ক্ষমা করুন বালিকাকে একা পেয়ে রহস্য করবেন না। আহা আবার দেখলেম! মা বলেছিলেন স্বপ্ন মিথ্যা।

মিহির। নিশ্চয় দেখেছি।

ছায়া। কিছুদিন পূর্ব্বে সূর্য্যেও যে আমার মুখ দর্শন করেনি।

মিহির। কিন্তু সুন্দরী, ভাগ্যবশে আমি দেখেছি। দেখেছি কাল—এক বিশাল প্রান্তরে, রবিকর তপ্ত বালুকারাশির উপরে। চারিধারে অনন্ত অগ্নিরাশি, মধ্যে তুমি। তরঙ্গে তরঙ্গে অনল লহর, উপরে তুমি। যেন অনল সরোবরে সহস্র সহস্র গলিত সুবর্ণপত্র বেষ্টিত কাঞ্চনময় ফুল। বল সুন্দরী মিথ্যা নয়।

ছায়া। মিথ্যা নয়। কাল উষাকালে আমি এক প্রান্তরে পড়েছিলুম। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী। সেই পর্ব্বত-মালায় প্রভাত কিরণ পড়ে, আবার প্রান্তরে প্রতিফলিত হয়ে, সমস্ত স্থানটাকে সোণায় মুড়ে ফেলেছিল। আমি এমন শোভা কখন দেখিনি বলে, একদৃষ্টে তাই নিরীক্ষণ করছিলুম।

মিহির। সেই সোণার জলে, তরঙ্গে ভাসমান এ সোণার কমলের চারিধারে আর ছয়টী অপূর্ব্ব ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। বল সুন্দরী, এ কথাও মিথ্যা নয়।

ছায়া। আমি যে বড়ই বিস্মিত হচ্ছি। সত্য সত্যই ক্ষণেকের জন্য ছয়টী অপূর্ব্ব কুমারী আমাকে বেষ্টন করেছিল। আমি যে সত্যই বিস্মিত হচ্ছি।

মিহির। বিস্মিত হবার কোনও কারণ নেই। আমি এসেছি, আপনাকে বিপন্না শুনে এসেছি। অনুমতি করুন, কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি যথাসাধ্য তার ব্যবস্থা করি। এ স্থান নিরাপদ নয়, বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে আসুন। বলুন এখানে কোথায় আপনার আত্মীয় আছে

ছায়া। সব বলছি—আপনি দয়া করে ক্ষণেকের জন্য এই তড়াগ তীরে উপবেশন করুন।

মিহির। আর বসবার প্রয়োজন কি? অনুমতি করুন, আপনাকে অন্যত্র নিয়ে যাই। সূর্য্যাস্তের পর, এ অধম হতে কোনও উপকার হবে না।

ছায়া। অধম বলবেন না। আপনি মহাশয়। বিপন্নাকে আশ্রয় দিতে এসেছেন। নিজেকে হীন করে আমাকে লজ্জিত করবেন না। আপনি একটু বসুন।

মিহির। ক্ষমা কর সুন্দরী! বসতে অনুরোধ কর না। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি আপনার। পরে আমি এ স্থানের কেউ নই।

ছায়া। আমি আপনার আশ্রয়-ভিখারিণী।

মিহির। ঈশ্বর আমায় একি সমস্যায় ফেল্লে?

ছায়া। আমি আশ্রয়হীনা, এই ভীষণ স্থানে প্রাণ নিয়ে বিব্রত।

মিহির। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাশ্মীর ত্যাগ করতে আমি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। ঐ সূর্য্যদেব অস্ত গেল, আর আমি থাকতে পারছি না। হয়, এই মুহূর্ত্তেই আমার অনুসরণ কর, নয় আমাকে ক্ষমা কর।

ছায়া। তবে যাও। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে আমিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মিহির। তাইত কি করি। এক্ষণে উপায়?

ছায়া। উপায় আর কি? সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত। যার কাছে আমি সত্যে আবদ্ধ, আমার মৃত্যুই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয়, তার আর স্থান কালের ভেদাভেদ কি! আজ এই খানেই তা সমাধা হ'ক। এই কর্ম্ম কোলাহল স্বার্থ পূর্ণ জগতে, একটী বৃন্তচ্যুত বাত্যাতাড়িত ক্ষুদ্র কলিকার ক্ষুদ্র ভাগ্যটুকুর প্রতি লক্ষ করবার অবকাশ কার আছে। আপনি যে প্রয়োজন স্থগিত রেখে এতদূর পর্য্যন্ত এসেছেন এই যথেষ্ট। একটী অপরিচিতা, পথ-পতিতা

মলিনা বালিকার সঙ্গে দুটো ব্যথা জানিয়ে কথা কয়েছেন এই আমার আশাতীত সৌভাগ্য। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুরুষ! যান আপনার কর্ত্তব্য পালনে যান। যান আর বিলম্ব করবেন না; কি জানি, আমি অবলা যদি আবার ভুলে নিকটে থাকতে অনুরোধ করে ফেলি।

মিহির। যাব, যেতে হবে, উপায় নেই। দেবতার আদেশ অলঙ্ঘনীয়; সত্যের নিগড় দুশ্ছেদ্য। কিন্তু কেমন করে যাচ্ছি জানেন কি? কি লৌহ জড়িত পাষাণ প্রাণে চাপিয়ে আমার এই ক্ষণিক লব্ধ পুণ্যতীর্থ এই মুহূর্ত্তের মোহিনীময় স্বর্গ পরিত্যাগ কর্ত্তে চাচ্ছি তাকি বুঝতে পাচ্ছেন? এই জলভারাক্রান্ত নয়ন কি কিছু বলছে না? এই কম্পিত অধরে কি গুপ্ত ভাষা নেই?

ছায়া। ওকি! আপনি কি প্রেমের কথা কচ্ছেন নাকি? আমি বালিকা ও সব বুঝতে পারি না।

মিহির। প্রেম নয় স্বপ্নময়ী! তুমি আমার স্বপ্নের দেবী! তুমি আমার আকাঙ্ক্ষার প্রতিমা। দেবাদেশে আমি মণিময়ী প্রতিমার অন্বেষণে যাচ্ছি, পিতৃদেব, কেন আমায় জীবন্ত প্রতিমা আনতে আদেশ দিলেন না? তাহলে হীরক পীঠ কেন, হৃদয় কমলে পীঠ প্রস্তুত করতেম, আর তার উপর এই প্রাণদায়িনী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতেম। প্রেম কি বলছিলেন? যদি পূজার আকাঙ্ক্ষাকে প্রেম বলে, তবে এ আমার প্রেম। অর্চ্চনার বাসনাকে যদি প্রেম বলে তবে এ আমার প্রেম। অনন্ত জীবন পেয়ে অতৃপ্ত নয়নে অনন্তকাল দেখবার পিপাসাকে যদি প্রেম বলে, তবে এ আমার প্রেম, (দূরে শঙ্খধ্বনি) ঐ আমার নিদান ভেরী বাজলো। সত্যপালন, পিতৃঋণ, দেবতার আদেশ। দেবী বিশ্ববিমোহিনী মিহিরের প্রাণবলি গ্রহণ কর, দেহ দূরে চল্লো।

ছায়া। আসুন। দেবতা আপনার বাসনা পূর্ণ করুন। নিমেষের ওই মধুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছায়া জীবনে বিস্মৃত হবেনা।

মিহির। ছায়া! ছায়া! মরি—মরি—দুটী অক্ষরের কি মধুর মিলন!

ছায়া। মিহির—না না বলছিলুম মিহির বুঝি অস্তে গেলেন। অধমা নারীকে আপনার সত্য লঙ্ঘন পাপে পাপী করবেন না। কর্ত্তব্য পালন—বৈভব, ঐশ্বর্য্যভোগের মধ্যে যদি কচিৎ অবকাশ পান, তবে কখন কখন এই তড়াগতটে বন্দিনী রমণীর আকুল নয়নের দুফোঁটা জল স্মরণ করবেন।

মিহির। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে যে স্থানে দেবদেবী আছ শোন; এই অনন্ত ব্যোম রাজ্যে যে যে স্থানে শুভগ্রহ আছ শোন; যদি পিতৃপুণ্যে তোমাদের চরণ আরাধনায় আমার কোন অধিকার থাকে, দেবপ্রাণ গোকুলচাঁদের শোণিত পুষ্ট এই অধরে যদি শুভ-প্রার্থনা উচ্চারণের ক্ষমতা থাকে, তবে সকলে এই বালিকাকে রক্ষা কর। আকাশকুসুম যেন শিশিরাঘাতে ব্যথা পায়না, নন্দনের পারিজাত যেন ধরার ধূলায় মলিন হয় না।

[প্রস্থান।

ছায়া। হা প্রাণ! একি—আবার কার দাসী হলি? এক দাসীত্বের জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছিলি, আর এখন যে দাসী হবার জন্য লালায়িত হলি! দাসী হয়ে এত সুখ—দাসী হয়ে এত সুখ! এই সুখের তরেই কি আমার স্বপ্নের কাশ্মীর দেখবার এত আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। আকাশে মিহির—মর্ত্ত্যে মিহির—হৃদয়ে মিহির।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হরজনদাসের বাটীর ছাদ।

খাণ্ডারী।

খাণ্ডারী। সারারাতটার ভেতর যদি একটুও ভাল করে ঘুমুতে পেরেছি। কেবল স্বপ্ন, কেবল স্বপ্ন। কাণের ভেতরে যেন কত কি আওয়াজ। কড়া মিঠেকড়া খরসান—চিঁচিঁ ঝাঁঝাঁ হৈহৈ রৈরৈ—কাণের ভেতরে যেন সারারাত কড়া পিটেছে। ব্যাপারখানা কি! একি মি'রের মার দুর্দ্দশা দেখে ফুর্ত্তিতে ঘুমটো চটে গেল? না যথার্থই বাইরে কোন গোলমাল হয়েছিল? গাটা এখনও আলিস্যি আলিস্যি করছে। একটু আড়ামোড়া ভাঙতে না পারলে যেন ঘুমটো আর যাচ্ছেনা। সারারাত দোড়োদোড়ি হাঁকাহাঁকি সপাসপ যেন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের ফলার বসেছে। ব্যাপারখানা কি?

(হরজনদাসের প্রবেশ)

হর। আরে ও খাণ্ডারীবিবি! খাণ্ডারীবিবি—খাণ্ডারী-বিবি!

খাণ্ডারী। কিরে! কি গাণ্ডারীবাবা!—দূর দূর—আমর্ কি বলে ফেল্লুম! এখনও পোড়া ঘুমের ঘোর যায়নি। যাক্‌গে মরুকগে কি বলছিলে? অমন গাঁগাঁ করে এলে কেন?

হর। কোথায় তুমি?

খাণ্ডারী। এই যে ছাতে—ছাতে।

হর। ছাতে ত আছ, কিন্তু জেগে আছ কি?

খাণ্ডারী। কেন বল দেখি!

হর। যদি জেগে থাক, তাহলে আমার কাণটা ধরে বারদুই সেই করম মোলায়েম ক'রে নাড়া দাওতো। আমার ঘুম ভাঙছেনা। আমি এখনও যেন স্বপ্ন দেখছি।

খাণ্ডারী। তুমিও?

হর। তুমিও? তাই!—তাই! ওরে বাবারে তাহলে কি হল'রে!

খাণ্ডারী। কি হ'ল! কি হ'ল!

হর। আর কি হবে। ঐ ওদিকপানে চেয়ে দেখনা।

খাণ্ডারী। তাই ত। ঝকঝক করছে, ও কিগো! সোণার চুড়োগুলো যে আবার চকচকাচ্ছে। সব যে রঙচঙ—ওমা কি হবে! দরজা জানালাগুলো যে সব খুলেছে। ওই দেখগো বাদুড়গুলো এক একবার উড়ে এসে এসে বসছে, আবার ভয়ে ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আহা বেচারীদের কতকালের আশ্রয় কোন মুখপোড়া হতচ্ছাড়া আঁটকুড়ো লোক বুঝি আবার ছেলেপুলে নিয়ে বাস করতে এলো। এবার দেখছি হাড় জ্বালাতন করবে, জ্বালাতন করবে। পোড়ারমুখোদের বুঝি হাতে আছে কিছু?

হর। আছে বইকি, নইলে রাতারাতি এমন সুন্দর মেরামত হয়! হাজার মিস্ত্রী খেটেছে বুঝি। এখন বুঝতে পারছি, তাই সন্ধ্যে বেলায় মশালের আলো জ্বলছিল। আমি মনে করেছি বুঝি

ডাকাত পড়বে। তাই কসে জানালাগুলো বন্ধ করে দিলুম। নইলে দেখতে পেতুম।

খাণ্ডারী। আহা, দেখেতো একেবারে স্বর্গে যেতে। বোকা মিনসে! এইবার দেখনা। বুকপুরে জন্ম জন্ম দেখো। পয়সা আছে বলছ, দেদার লোক আসবে যাবে খাবে।

হর। তা হবে বইকি! হয় ত নাচ গাওনাও চলবে?

খাণ্ডারী। তাহলে আমি গলায় দড়ী দিয়ে মরব। বাড়ীর সামনে গান হবে তা আমি প্রাণ ধরে দেখতে পারবনা। আহা পোড়ো বাড়ীটী ছিল, কেমন সুন্দর দেখাত। ভূতের ভয়ে জনপ্রাণীটী সন্ধ্যের পরে এ রাস্তায় চলতনা। কেমন নিশ্চিন্ত ঠাণ্ডায় ছিলুম। শেঠেরা বাড়ীখানি বাঁধা দেবার পর থেকে আমাদের এ পাড়াটী যেন সোণার শ্মশান হয়েছিল। কেরে তুই?

(গড়াইতে গড়াইতে ঢুন্টিরামের প্রবেশ)

ঢুন্টি। উঁ!

খাণ্ডারী। কেও টোঁটা?

হর। টোঁটা!

ঢুন্টি। উঁ!

হর। ব্যাপার কিরে?

ঢুন্টি। ব্যাপার উঁ!

খাণ্ডারী। ওমা একি হ'ল! টোঁটা আমার এমন করে কেন?

ঢুন্টি। কেও দিদিভাই?

খাণ্ডারী। হাঁ! এমন ক'রে গড়াতে গড়াতে আসছিস কেন? এ আবার কি ঢং। আমর্! ঢুসকুমড়ো সেজেছেন।

ঢুণ্টি। আমায় ফেলে দিয়েছে, আমার কুটোকাট হয়েছে।

উভয়ে। কে ফেলে দিলেরে ?

ঢুণ্টি। কাশ্মীরী পোলাও।

হর। পোলাও ফেলে দিয়েছে ?

ঢুণ্টি। হাঁ বোনাইসাহেব—ধাক্কামেরে।

হর। এমন হাতপাওলা পোলাও কোথা পেলি ?

ঢুণ্টি। ওই সুমুখের বাড়ীতে।

খাণ্ডারী। ওই বাড়ীতে গিয়েছিলি ?

ঢুণ্টি। আমি কি গিয়েছি, আমায় ধরে নিয়েগেছে।

হর। কে নিয়ে গেল ?

ঢুণ্টি। বাবারাও নিয়ে গেল, বিবিরাও নিয়ে গেল।

হর। তারপর ?

ঢুণ্টি। তারপর মকমলের গালচেয় বসিয়ে সুমুখে সোণার থালে একথাল পোলাও। আরও কতকি! পাঁটার পরমান্ন, খাসীর বরফী, পায়রার জিলিপী ভাজা, মালাই দইয়ের পলতার ডালনা।

হর। তারপর ?

ঢুণ্টি তারপর এই গড়াগড়ি—গড়াগড়ি।

হর। গড়াগড়ি কিরে, কেউ মেরেছে নাকি ?

ঢুণ্টি। একেবারে প্রাণে মেরেছে বোণাই সাহেব। ঢুণ্টি-রামের এতটুকু পেট। তাতে মণ খানেক পোলাও ঢুকেছে। কাজেই পেট বুক আক্কেল অকুফ সব চাপা পড়ে গেছে।

খাণ্ডারী। খাওয়ালে কে ?

ঢুণ্টি। বাবাও খাওয়ালে বিবিও খাওয়ালে।

হর। দুর শালা তোর বাবা বিবির কাঁথায় আগুন।

টুন্টি। ধোমকো না বোনাই সাহেব ধোমকো না। টৈটুম্বু হয়ে আছে। ধমকানির চাড়েই পেট ফেটে যাবে।

খাণ্ডারী। হতভাগা পেটকো। ডাকলেই ছুটবেন। কোন অজেতের ভাতগুলো খেয়ে এলি।

টুন্টি। অজেতের বুঝি। সে জাত গিছলো যখন ওদের পয়সা গিছলো। এখনত আবার ঢের পয়সা হয়েছে, মস্ত জাত হয়েছে। যেৎবেনে সেই বেনে। মিহির বেনে বাড়ী ছিলনা। কিন্তু বেনে গিন্নী দশহাতে দশহাজার লোককে দশশো রকমের খাবার ঢেলে ঢেলে দিয়েছে।

হর। বেনে গিন্নী!—ও খাণ্ডারী!

খাণ্ডারী। বেনে গিন্নী! ও বুড়ো?

টুন্টি। উঁঃ!

হর। খাবার ঢেলে!—ও খাণ্ডারী!

খাণ্ডারী। দশহাতে!—ও বুড়ো!

টুন্টি। উঁঃ!—খেতে আরম্ভ করলুম মাটিতে একতলায়। আর খাওয়া শেষ করলুম পাঁচতলায়।

উভয়ে। বলিস্ কিরে!

টুন্টি। একগরাস করে খাই। আর হাত খানেক করে ওপরে ঠেলে উঠি।

হর। ওরে শালা বলিস কিরে!

টুন্টি। হ্যাঁগো! ক্রমে চুণ বালী, আর ঝাঁটা পড়ছে কিনা। আর আমিও উঠছি।

খাণ্ডারী। এ কি করে হ'ল?

হর। আর কিছু নয়—মাগী বজ্জাতি করে টাকা কড়ি লুকিয়ে আমায় পরখ করবার জন্ম ভিখিরী সেজে এসেছিল। হায় হায় হায়! কেন তাড়িয়ে দিলুম! একটা পয়সা যদি দিতুম!

খাণ্ডারী। পোড়ার মুখো, মিনসে যেমন তোমার বুদ্ধি! আমি হ'লে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভাল ক'রে খাওয়াতুম দাওয়াতুম। হতভাগা কিপ্‌গিন মিনসে, বড় মানুষ ভিখিরী, গরীব ভিখিরী চিন্‌তে পারনা।

টুন্টি। বাহবা—মিছিমিছি বোনাই সাহেবকে দোষ দাও কেন? তুমিত ভাল ভিখিরী তাড়িয়ে দেছ। সেই বামুন, যাকে আমি বোনাই বলে জাপটে ধরেছিলুম। বুঝলে বোনাই সাহেব? সব দিদির দোষ। সে বামুন তাহলে ওদের না সোণা করা শিখিয়ে আমাদের শেখাতো? দিদিইত তাড়িয়ে দিলে। আর ওদের বাড়ী দেখিয়ে দিলে।

হর। হাঁ খাণ্ডারী একি?

খাণ্ডারী। কি আবার! আমিত জান নই। যে বামুনের পোষা বেম্মদত্যি আছে জানবো।

টুন্টি। ওরা যে বলছে যে বামুনের বরে সব হয়েছে। বর মানেত মন্তর? সোণা করা? আমি জানিনি বুঝি! দিদি, ভাল চাওত বামুনের সঙ্গে বেরিয়ে যাও। আমারেও চ্যালা করে নাও। দুজনে সোণা করা শিখে আসবো।

হর। হায় হায় হায়! মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কিনা! বুড়ো বামুন কতই বা খেতো! ছটাক খানেক চাল দিলেই হয়ে যেতো। পাতা/নিঙড়ে ফুঁক দিতুম। আর হাতা বেড়ী ধুচুনি কুলো পর্য্যন্ত গলিয়ে সোণা করতুম।

খাণ্ডারী। হাঁ—আর মরদ করবে কি! আগে বোকামি করে এখন মেয়ে মানুষের ওপর ঝাল ঝাড়তে থাকো। পোড়ার মুখ এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যাওনা। এরপর বেহ্মদত্যির কাঁধে চড়ে চলে যাক্ কাশী কি মক্কা। তখন গালে মুখে চড়াতে থাকবে। যাওনা—পায়ে ধরে পড়গে না। গাছটা চিনে নেবার চেষ্টা করগে না। বুদ্ধি নেই যাও। তবু দেখো দাঁড়িয়ে রইল।

[টুপ্তির গাইতে গাইতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

মায়া ও গজুয়া।

মায়া। দেখো খবরদার খুব সাবধান।

গজুয়া। আবার এর চেয়ে সাবধানটা হব কি রকম? ভস্ম বলে ছাইকেতো? তাঠাকুর রেগে উঠলে আমার মতন এই আস্ত মানুষটাকে ছাই করে ফেলতে পারে বলছ, এ শুনেও যদি সাবধান না হই তাহলে কি মলে হব? ম্যা বল কি আমি গজবর গঁড়েশ পীলুয়া মনের আনন্দে সন্দেশ মণ্ডা জিলিপি গজা প্যায়রা চালদা যখন যা পাচ্ছি মুখে পুরচি সেই আমি মিস ছাই হয়ে যাব, আর যত মাগি আঁজলা করে তুলে শত্রুর মুখে দেবে, এওকি প্রাণে সইবে?

মায়া। বালাই তুমি অমন সোণার কার্ত্তিক ছাই হতে যাবে কেন? তবে কিনা আমাদের ঠাকুরটী আছেন তো আছেন ভাল

কিন্তু রাগলে একবারে চোকের ভেতর দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুতে থাকে। তাই তোমায় একটু ইসারায় সাবধান করে দিলুম; তুমি যে তাঁকে চিনতে পেরেছ এ কথা ইঙ্গিতেও কারও কাছে প্রকাশ কোরো না।

গজুয়া। দেখ এই খাওয়া ছাড়া আমার আর কোনও কথা মনে থাকে না; এই শুনি এই ভুলে যাই; সদাই অন্যমনস্ক। একদিন শুনবে তবে? এই গরুর গামলায় জাব না দিতে গিয়ে ভুলে নিজের গালেই পুরতেছিলুম, পাঁচ সাত গরাশ মুখে পোরবার পর যখন আর মুখে ধরে না তখন হুঁস হল যে তাইতো করচি কি? এযে সড় সড় করে ওলেনা, গলায় বাদে। সে যাক কিন্তু ঠাকরুণ ছায়া দিদি আমার আপনার হাতে তইরি করে কত কি জিনিস্ খাওয়াতো তাই তার জন্যে মনটা কেমন কেমন করে। তুমি যখন ছাই হয়ে যাবার ভয় দেখিয়েছো তখন কোনও কথা কারুর কাছে ফুটব না; মত্যাৎ যদি জানতো আমায় লুকিয়ে বল দিদিটি আমার বেঁচে আছেত? দুধ মেঠাই টেঠাই খেতে পায়তো?

মায়া। বেঁচে আছে, ভাল আছে; বেশ খেতে টেতে পাচ্চে।

গজুয়া। বামুনতো তাকে দাসী করে নিয়ে এলো, কি কাজ কত্তে দেছেগা? বাসন টাসন মাজায় না ত? আহা পানতুয়ার মত তুলতুলে আঙ্গুলগুলি কড়া মাজলে একবারে জগন্নেথে কটকটের মত শক্ত হয়ে যাবে।

মায়া। না তাকে কোনও কাজ কত্তে হয় না বেড়ায় চেড়ায় বেশ আছে।

গজুয়া। আহা কোথায় আছে? তুমি যখন এত জান-তাও জান। আমায় বলনা; আর দেখ দোকানে চমৎকার নারাঙ্গী

নেবু দেখে এসেছি, তোমায় দুটো কিনে দোবো, তুমি যদি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দিদিটীকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আসতে পার।

মায়া। তা পারব না কেন? তুমি গেলেই নিয়ে যাব, কিন্তু এখন তো হবে না রাত্তিরে যেতে হবে।

গজুয়া। রাত্তিরে?

মায়া। হ্যাঁ রাত্তিরে, তুমি উড়তে পারবেত?

গজুয়া। উড়তে?

মায়া। হ্যাঁ উড়ে না হলে সেখানে যাওয়া যায় না। এই সন্ধ্যার পরেই যে বড় তারাটা ওঠে দেখেছত, সেইটের ভেতর তোমার দিদিমণি আছে, আমি যখন সেখানে যাই উড়েই যাই; তুমি উড়তে পার?

গজুয়া। কখনও চেষ্টা করে দেখিনিত, শুনিছি আমার বাবার এক দাদা ছেলো, তার নাম জ্যাটা; সে নাকি একবার গাঁজা টাঁজা খেয়ে কাশ্মীরে বেণীমাধবের ধ্বজা থেকে উড়ে ছেলো।

মায়া। বটে? তবে ত তুমি পক্ষীর বংশ, এই বেলা একবার চেষ্টা করে দেখনা, উড়তে পার কিনা; তাহলে সন্ধ্যার পর আকাশে নিয়ে যাব।

গজুয়া। (লম্ফ প্রদানে উড়িবার চেষ্টা ও ভূতলে পতন।)

মায়া। এঃ ছিঃ তুমি আছাড় খেলে; তবে তোমার দিদিকে দেখা হল না। কিছু বলবার থাকেত আমায় বলো আমি বলে আসবো।

গজুয়া। হ্যাঁ ঠাকরুণ তুমি উড়তে পার? কই তোমার ডানা কই।

মায়া। মেয়ে মানুষের কি ডানা দেখা যায়, ওড়বার সময় কোথেকে বেরোয়।

গজুয়া। আর ঠাকুর—উনিও কি উড়তে পারেন নাকি? তবে কি উনি—উনি—উনি—

মায়া। উনি কি বলনা।

গজুয়া। নাম কত্তে নেই, ওই যে বলে বেম্—বেম্—বেম্ম—

মায়া। বেম্ম কি?

গজুয়া। বেম্মদত্তি।

মায়া। হ্যাঁ ঐ এক রকম তাই-ই। আর আমি কি বল দিকি?

গজুয়া। বলব—বলব—রাগ করবে না?

মায়া। রাগ করব কেন, বলনা।

গজুয়া। এই—এই—পেত্নী না? কিন্তু বড় সুন্দর আর বেশ ভালমানুষ। একটু একটু ভয় কচ্ছে কিন্তু পালাতে ইচ্ছা করছে না।

মায়া। না তবে তুমি আমায় চিন্তে পারনি, আমি মানুষ। তোমার দিদির মতনই। ঠাকুর যা মনে করেন তাই কত্তে পারেন কিনা—তাই আমায় উড়তে শিখিয়েছেন।

গজুয়া। তুমি ঠাকুরের কে?

মায়া। মেয়ে।

গজুয়া। পেটে হয়েছ?

মায়া। দূর গণ্ডমুখ্যু। তোমার দিদিকে যেমন মেয়ের মতন পালন করেছেন আমাকেও তাই; তবে আরও ছোটো বেলা থেকে।

গজুয়া। দিদির বাপত ঠাকুরকে মেয়ে বিক্রী করেছে। তোমারও কি সেই দশা নাকি?

মায়া। না আমায়—আমায় মা ভাসিয়ে দিয়েছিল। মানৎ ছিল তাই সাগরের জলে ভাসিয়ে দেছিল। তখন আমি খুব ছোটটী—বছর খানেকের। ঢেউয়ে নাকি চড়ায় গে ঠেকিছিলুম, ঠাকুর কুড়িয়ে এনে প্রতিপালন করেছেন। এমন অনেক ছেলে মেয়ে নাকি কুড়িয়েছেন। যত্নের ধনের অযতন দেখলেই উনি কুড়িয়ে আপনার কোলে নেন। আমায় মেয়ের মতন ভালবাসেন, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি, যখন যা কাজ বলেন তাই করি।

গজুয়া। কি কাজ? তারার ভেতর থাকা?

মায়া। তারায় থাকি, চাঁদে থাকি, ফুলে থাকি, ফলে থাকি, লোকের চখে থাকি, মনে থাকি।

গজুয়া। চখে থাক? মনে থাক? তাহলে তোমার পায়ে পড়ি, আমি বড় গরীব, আমার মনে যেন থেকোনা, ওকি হাসছো যে? এই এই দেখছি ওই ফিক্ করে হেসে চখে বাসা নিলে।

মায়া। কেন ভয় কি? তুমি বেশ মানুষ আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস না?

গজুয়া। তা কি জানি, কিন্তু মনটা কেমন কেমন কচ্ছে, আহা তুমি যদি সন্দেশ হতে, কি গাছ পাকা আঁব।

মায়া। কেন সন্দেশ মোণ্ডা ছাড়া কি আর কিছু ভালবাসতে নেই? বাপ, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, এমন সুন্দর পৃথিবী!—

গজুয়া। গুলিয়ে দিচ্ছ গুলিয়ে দিচ্ছ, ভারি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, ও কি সব বলছো? আমি তো সন্দেশ ভালবাসি, তুমি কি ভালবাস বল দেখি, দেখি যদি খুঁজে পেতে এনে দিতে পারি, তোমার ঘর কোথায় বল, গিয়ে দিয়ে আসব।

সপ্তম প্রতিমা।

মায়া।— (গীত)

আমি বালা বিদেশিনী সকল দেশে আমার ঘর।
অনন্ত বসন্ত প্রাণে মুখ শোভা মনোহর॥
শ্যামল কুন্তল দলে
যমুনা লহর চলে,
যৌবন তরঙ্গ তোলে হৃদয় সাগর।
স্নেহ মমতার দাসী,
বাসলে ভাল ভালবাসি,
উদাসী পিয়াসী প্রাণ প্রাণ চাহে নিরন্তর।

গজুয়া। এই বার কানের ভেতর দিয়ে ঢুকছো, সর্ব্বনাশ হ'ল (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ওগো আর কোথাও যাও বড় মানুষের বাড়ী যাও। তুমি এসে মনে বাসা নিলে, কচুরি, জিলিপি, আঁব, কাঁটাল সব ভুলে যাব; হ্যাঁ ঠাকরুণ তুমি ত ভাসান মেয়ে, তোমার কি নাম আছে?

মায়া। আছে বইকি, আমার নাম মায়া।

গজুয়া। সেরেছে, খাওয়া দাওয়া ঘুরিয়ে দেছে, মনের এক কোনে ছায়া আর কোনে মায়া। গজুয়া এই বার তোর দফা গয়া। (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) তোমার পায়ে পড়ি মায়া, গরীবকে ছাড়, ঐ ঐ দেখ একটা লোক আসছে ওর মনের ভেতর গে চেপে বস।

মায়া। ছি ওর মন বড় নোংরা। আমার এই ফুলের শরীর নিয়ে সেখানে কি যেতে পারি? একবার উঁকি মারতে গিয়েছিলেম; কিন্তু মিন্‌ষে আমায় লোহার সিন্ধুকে বন্ধ করে ফেল্লে।

গজুয়া। ঠিক বলেছ মায়া লোকটার মুখ যেন পুরণ জ্বর, একবার তাকিয়েই আমার রাবড়িতে পর্য্যন্ত অরুচি হচ্চে। তুমি

সন্ধ্যের পর চরে এসে দিদিটীর কথা আমায় শুনিও। এখন সরে পড়ি।

[গজুয়ার প্রস্থান।

(পদ্মনাভ ও হরজনদাসের প্রবেশ)

হর। বেশ, কেমন স্বীকার কল্লেন ত যে, আমার পরিবারই আপনাকে ওদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল? আচ্ছা বেশ তা না হ'লে আর আপনার হোথা যাওয়া হ'ত না।

পদ্ম। হ্যাঁ তোমার পরিবারই নিমিত্ত দাঁড়িয়ে ছিল বইকি।

হর। বেশ বেশ। ব্রাহ্মণ আপনি, সিদ্ধিপুরুষ, ভেল্‌কী জানেন, আপনি কি আর থামকা একটা কথা ভাঁড়াবেন?

পদ্ম। তোমার কাছে আমার কিছু গোপন করবারত প্রয়োজন দেখি না। তবে আমায় ধরে এত কথা জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য কি?

হর। হায় হায় শাস্ত্র জানেন, তাৎপর্য্যটাকি আর আপনাকে ভেঙ্গে বলতে হবে? মনের কথাত বুঝতেই পেরেছেন! শেঠগিন্নীর যে অতিথ খাইয়ে পুণ্যটুকু হয়েছে তার গোড়াটা হ'ল আমার পরিবার খাণ্ডারী।

পদ্ম। বটে!

হর। হ'ল না? এই মনে করুন আমি যদি হঠাৎ একদিন বাপের শ্রাদ্ধ করে ফেলি তাহলে সে পুণ্যের বেশী ফলটা পাবে কে? আমিও না পুরুতঠাকুরও না আমার বাবাও না।

পদ্ম। তবে কে পাবে?

হর। কেন দড়ি গাছটা? বুড়ো যদি আমার পিতৃভক্তি দেখে গলায় দড়ি দে না মরত, তাহলে ত আমি শ্রাদ্ধ করতে পেতুম

না। খাণ্ডারী যদি অসুখের ছুতোয় তোমাকে বাড়ী থেকে বিদেয় করে ওদের বাড়ী না দেখিয়ে দিত, তাহলে ত সত্যবতী অতিথ সেবার ফল পেতনা ? কেমন ?

পদ্ম। হ্যাঁ—তাহলেও হতে পারে।

হর। তা আপনি শাস্ত্র জানেন, ভেল্‌কী করেন, আপনাকে আর বেশী বোঝাব কি ! আপনি হিসেব করে বলুন, এই সোণার তালগুলোর কতটা ভাগ ন্যায্যমত খাণ্ডারীর পাওয়া উচিত।

পদ্ম। সোণার তাল ?

হর। বলি তাল দিয়েছেন কি বাট দিয়েছেন, সেটা অবিশ্যি ঠিক জানিনি। কিন্তু ঐ শাক ভাত খেয়েতো সোণাটা করে দিয়েছেন ? হা হা—তাকি আমি টের পাইনি ? বলি আপনারা শ্মশান জেগে সিদ্ধি ক'রে সোণা করা শেখেন, গণক্কারি শেখেন। আমরা অমনি আঁচে ওঁচেও একটু বুঝে নিতে জানি। আমারও এই যা বাড়ী দেখছেন, টাকাকড়ি দেখছেন, এও এক প্রকার ভেল্কীতে পাওয়া। পরিশ্রম ক'রে কিছুই করতে হয়নি। ঐ শেঠ গিন্নীর একটা গাড়ল সোয়ামী ছিল। তাকে এমনি ভেল্কী লাগিয়েছিলুম—হাঃ হাঃ হাঃ বুঝেছেন আপনারা নলচালা ভূতচালা বাটীচালা শিখে যা না পারেন—বুঝেছেন কিনা—হাঃ হাঃ বুঝেছেন কিনা।

পদ্ম। ও ! তুমি বুঝি বুদ্ধি করে ঠাওরেছ, যে আমি সোণা করা শিখিয়ে দিয়ে বৈভব করে দিয়েছি। আর এখন তুমি ঐ গুলি পেলেই সন্তুষ্ট হও।

হর। সেকি কথা, সেকি কথা ? চুরিই করি আর বাটপাড়িই করি, অধর্ম্ম কর্ম্মটী আমার দ্বারা হবার যো নাই। আমা-

দের গুষ্টিতে পাপ সয় না। যা হ'ক মাগী ভিক্ষে সিক্ষে করে আপনাকে এক মুঠো চাল দাল এনে দিয়েছেত। ছেরমোও হয়েছে, দুচার পয়সা ব্যয় ভূষণও হয়েছে। তা এর জন্যে আমি ওকে ওই বিষয়ের এক আনা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে রাজি আছি।

পদ্ম। বল কি ?

হর। হ্যাঁ আমি পূরো এক আনা দেব। আমি অল্পে সন্তুষ্ট, পোনেরো আনা পেলেই যথেষ্ট, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট করি না। তা এ আপনি থেকেই ভাগ বকরাটা করে দিয়ে যাবেন। শাস্ত্রমত ঠিকতহুয়ে রইল যে পাওনাটা আমার ; তা আপনি আমার নামে প্রাপ্যটা আমার নামেই লেখাপড়া করে দিয়ে যাবেন। আর আর শুনুন না। সত্যবতী বড় ধর্ম্মভয় করে, বড় রোকা। আপনি একটু শাপ টাপের ভয় দেখাবেন। তাহলে আর কোন গোলটুকু থাকবে না, আপনাকে আমি খুসি করে দেব।

পদ্ম। তোমার যদি বিশ্বাস যে আমি মনে কল্লে ঐশ্বর্য্য দিতে পারি তাহলে আমার নিকটও ত চাইতে পার, কৌশলে অন্যের ধন হরণের প্রয়োজন কি ? আমি মনে কল্লেই ত এইখানেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারি।

হর। বাঃ বাঃ বাঃ এইতো বামুনের মত কথা।

পদ্ম। ভাল কি চাও বল। আমি সোণাটোনা করা জানি না। তবে বাসনা পূর্ণ করতে পারি।

হর। ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন ! যা চাইব তাই পাবো ?

পদ্ম। প্রতিশ্রুত হচ্ছি—যা প্রার্থনা করবে, তাই পূর্ণ করবো।

হর। যদি দুনিয়ার মালিকানী চাই ?

পদ্ম। তাই দেব।

হর। ও বাবা, তা হলেত বড় ফেঁকড়ায় ফেল্লে। রস ঠাকুর, তাহলে একটু ভাবি।

পদ্ম। বেশ ভাবো।

হর। (স্ব) কি নেবো? দুনিয়ার মালিকানী চাইবো, না কেবল ধন দৌলত চাইবো? যা চাইবো তাই পাবো। রাজত্ব চাইত এখনি রাজত্ব পাই, ধন চাইত ধন পাই। কিন্তু কোনটা নিই?—রাজত্বটাই নি। যা থাকে বরাতে দুর্গা বলে ওইটাই চেয়ে ফেলি। মাথায় তাজ গায়ে সাঁচ্চা পোষাক। হাতে পায়ে ঘাড়ে পিঠে হর রকমের জহরত। গলায় গজমতি ঘণ্টা। অন্দরে দশ-হাজার রাণী—যাক বাবা, আর এটা ওটায় কাজ নেই রাজত্বই নি। কিন্তু রাজত্ব যে দেবে, তা কোথা থেকে দেবে? বামুন ত আর দুনিয়াটাকে ট্যাঁকে করে আনেনি—যে যেমন চাইলুম, অমনি ঝনাৎ করে ট্যাঁক থেকে ফেলে দেবে, আর আমিও অমনি কুড়িয়ে নিয়ে তার ওপর চেপে বসবো। একজনের সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তবেত আমাকে বসাবে। সে শালার রাজা রাগে খেঁকি হয়ে থাকবে। তার ওপর সে হয়ত' লড়ায়ে রাজা। রাজত্ব হারিয়ে রেগে কাঁই হয়ে থাকবে। তাগে তাগে ঘেচ ক'রে পেটে ছোরা বসিয়ে দেবে। বস্—একেবারে সব ফাঁক। কাজ নেই বাবা, ধনই নিই। ওতে আর ঝঞ্ঝাট নেই।

পদ্ম। কি—কিছু ঠিক করলে?

হর। হয়ে এলো—হয়ে এলো। একটু সবুর—রগ ঘেঁসে এসেছি।

পদ্ম। আচ্ছা।

হর। ধন দৌলত—তাই নাও—যত পার তত নাও। বস্তা

বস্তা হীরে নাও, চুনি নাও, পান্না নাও, মাণিক মুক্তো টাকা মোহর—দেল ভরপুর। দৌলতের ওপর চেপে গ্যাট হয়ে বসে থাকো। দুনিয়ার সব শালা—মায় রাজা বাদসা পর্য্যন্ত খোসামোদ করবে। বস্, রাজাগিরি কাজ নেই। মিনি ঝঞ্ঝাটে ফূর্ত্তি করে দিন কাটিয়ে দাও। হরজন দাস বিষয় নাও। কিন্তু বিষয় যে নেবো, তা কি আন্দাজ নেবো? ধন যদি নিতেই হয়, তাহলে সত্যবতীর চেয়ে অন্ততঃ দশবিশ গুণত বেশী হওয়া চাই। কিন্তু সে কি পেয়েছে তা কেমন করে জানবো? এ বেটা তার বাড়ী পেট ঠেসে খেয়েছে, আর আমার বাড়ী খেয়েছে তাড়া। কাজেই ওযে তার চেয়ে অধিক ধন আমাকে দেবে, এত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

পদ্ম। কি—আর কতক্ষণ?

হর। সর্ব্বনাশ করলে, এ যে কিছুই ঠিক করতে পারছিনা?

পদ্ম। এত কি চিন্তা করছো?

হর। হল, হল—ও বেটা 'হচ্ছে' আয়না—ও বেটা 'হচ্ছে' আয়না। সর্ব্বনাশ করলে—কি করি? রাজাগিরী না দৌলত-দারী? এটা না ওটা—ওটা না সেটা! যা বাবা সব গুলিয়ে গেলো।

পদ্ম। (উচ্চৈঃস্বরে) আর আমি দেরী করতে পারিনা—যা হোক্ একটা ঠিক কর।

হর। আরে মল ধমকায় যে! সর্ব্বনাশ হল—গেল—গেল—গেল গেল (ইঙ্গিতাভিনয়) না তাও হল না। (ইঙ্গিতাভিনয়) হল না—(ইঙ্গিতাভিনয়) ও বাবা, তাও হয়না যে—এযে মাথা ক্রমে গুলিয়ে আসছে।

পদ্ম। কি বল!

হর। বলছি ঠাকুর বলছি। দোহাই ঠাকুর বলছি। আচ্ছা সত্যবতীকে কত ধন দিয়েছ?

পদ্ম। জেনে তোমার কি হবে?

হর। ও বাবা, তাহলে কি হবে?—আমি চারতালা করলে, সে করবে পাঁচতালা, আমি ছয় তো সে বেটী সাত—ও বাবা করি কি? আচ্ছা ঠাকুর রাজাগিরীতে কোন হাঙ্গাম হুজুৎ নেই তো?

পদ্ম। তা কি করে বলবো? রূপ চাও রূপ দেবো, সুন্দরী চাও সুন্দরী দেবো, যৌবন চাও যৌবন দেবো, জগতের ভেতর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সুন্দরী চাও সুন্দরী দেবো, ধন চাও তাই দেবো, রাজা হতে চাও রাজা করবো—স্বাস্থ্য চাও, তাই নাও—ধর্ম্ম চাও, তাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি। অন্য কিছু জানতে চেয়োনা।

হর। ও বাবা, এযে বিষম বিপদে ফেল্লে! এক শালা ভোগ করবে দুনিয়ার সব সেরা সুন্দরী, আর রাজা হয়ে ভাগ্যে পড়বে খাণ্ডারী, এও কি প্রাণে সহ্য হয়, মারো ঝাড়ু রাজাগিরির মাথায়। আর যৌবনই যদি না ফিরে এল তা হলে রাজত্বেই বা কি হবে? হলনা মীমাংসা হলনা। রূপ!—ও বাবা! আবার একটা মজার সামগ্রীই যে পড়ে রয়েছে! আর শরীর তাই বা ছাড়ি কেমন করে? বিছানায় আড় হয়েই যদি পড়ে রইলুম, ত ধন দৌলত দুনিয়া নিয়ে করবো কি? ধর্ম্ম!—ও আমি ঠিক করে নেবো—ওর জন্যে ভাবিনি। কিন্তু এ কটার কোনটারইত লোভ ছাড়তে পারছিনি। ও বাবা! করি কি? ও বাবা পেয়েও যায় যে।

পদ্ম। বুঝতে পেরেছি তুমি কিছু ঠিক করে উঠতে পারছ না।

হর। আচ্ছা ঠাকুর এতই যদি দয়া করলে, আর দু পা এগোও না। কেন, গোটা দুই ইচ্ছে আমার কাছে রেখে যাও না, তখন অবসর মত ভেবে চিন্তে তোমার নাম করে পূরণ করে নেব।

পদ্ম। বেশ আমি বর দিলুম তোমার দুটী ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

হর। এঁ্যা দুটী—দুটী—দুটী বই নয় ?

পদ্ম। কেন তুমিত দুটির কথা বল্লে।

হর। এঁ্যা ঠাকুর অন্তর্য্যামী হয়েও মন বোঝোনা! ও কি সেই দুটী বল্লুম। যেমন লোকে দুটো দশটা বলে। ঠাকুর চল্লে নাকি, আচ্ছা যাও, কাজত মেরে দিয়েছি। ও! কি মজা! কি মজা! এই-বার সব শালাকে দেখে নেব। এমনি ইচ্ছে কর্ব্বো, উঃ সে কি ইচ্ছে যে তা আর বলতে পারিনা! মোদ্দাৎ ওতো বলে গেল, পরক করে নেওয়া হলোনাত ? ঘর জানিনে দোর জানিনে বামুনকে বিশ্বাসই বা কি ?—যদি ঠকিয়ে গিয়ে থাকে ? না পরক করে নিতে হচ্ছে। ও ঠাকুর ও ঠাকুর মাথা খাও, একবার শুনে যাও, পেছু ডেকেছি, বাধা পড়েছে, একবার শুনে যাও। আর ঠাকুর—বেটা সরেছে দেখছি। ঠকালে না সত্যি ? রোদ ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে, পেটও জ্বলছে, কি করি আবার বামুনের পেছু পেছু টো টো করি না বাড়ী ফিরি।

(একজন খঞ্জের প্রবেশ)

খঞ্জ। ও দাতা বাবা গরীব খোঁড়াকে একটী পয়সা দাওনা বাবা। এ বাবা এ বাবা খোঁড়া বাবা এ বাবা।

হর। (বিকৃত মুখ ভঙ্গিতে খঞ্জের ন্যায় চলিতে চলিতে) এ বাবা এ বাবা পয়সা পড়ে রয়েছে বাবা দাতা বাবা। শালা বাবা খোঁড়া বাবা।

খঞ্জ। ও কি বাবা তুমি অমন কচ্ছো কেন বাবা ?—ভেঙ্গাচ্ছ কেন বাবা ? খোঁড়াকে দেখে কি, খোঁড়াতে আছে বাবা ?

হর। খোঁড়াই ভেঙ্গচাই আমার ইচ্ছে, তোর কিরে হারাম জাদা ? একে মাথার ঠিক নেই।

খঞ্জ। না বাবা খোঁড়াও বাবা। তোমরা বড় লোক—যাইচ্ছে তাই করতে পার, খোঁড়াও বাবা, ভেঙ্গাও বাবা, খোঁড়াও বাবা।

হর। কি শালা আমি তোর কথায় খোঁড়াব ? আমার ইচ্ছে হয়েছে খোঁড়াতে ভেঙ্গচাতে। তবেরে শালা এক লাঠীতে (অগ্রসর হইতে গিয়া) ও শালা একি হোলো, ও শালার পা, আমর শালার পা বেঁকেই রইলো যে. সোজা হনা ও শালার পা ! ওরে ও শালা খোঁড়া এগিয়ে আয়না, শিরটে বুঝি পেঁচে গেছে টেনে দেনা।

খঞ্জ। তোমরা বড় লোক বাবা, ইচ্ছা করে খোঁড়া হয়েছ বাবা, আবার ইচ্ছে কল্লেই ভাল হতে পার বাবা।

হর। এঁ্যা ইচ্ছে—বলিস কিরে বেটা—ইচ্ছে ?

(খাণ্ডারীর বেগে প্রবেশ)

খাণ্ডারী। হঁ্যা তোমার মুখে যম বাসি আকার ছাই দিচ্ছে। ইচ্ছে—আমি যার বসে আছি, উনুনে আগুন পর্য্যন্ত দিইনে ! এই সোণা করা পাতা আনে—এই সোণা করা পাতা আনে। আর উনি ঢং করে এদিক সেদিক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ; ওঁর ইচ্ছে—এই কাঁকর তাতা রাস্তায় আমার পা দুখানা ঝলসে গেল, আর ওঁর ইচ্ছে।

হর। আমার ইচ্ছে আমার ইচ্ছে, তোর বাবার কি ? বামুনতো আর ইচ্ছে তোকে দেয়নি, আমায় দিয়েছে !

খাণ্ডারী। এঁ্যা বামুন ইচ্ছে দিয়েছে কি ? আমর মিনসে ভেঙ্গে

বলনা, ইচ্ছে পূর্ণ হবে না কি? বলনা ভাই; ঢং করে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দেখ। বলি কটা ইচ্ছে পূর্ণ হবে বলেছে?

হর। (বিকৃত স্বরে) দুটো।

খাণ্ডারী। তা অমন মুখখানা বাঁকিয়ে বল্লে কেন? পাছে আমায় ভাগ দিতে হয় বুঝি? মাগ কিছু চাইলেই অমনি পোড়ার মুখ একেবারে বেঁকে যায়। নাও এখন ব[illegible] যে আমার পরিবারের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সোণায় মুড়ে যাক, তার নাকে গোরুর গাড়ীর চাকার মতন নথ হোক; তাতে নাউয়ের মতন মুক্তো ঝুলুক। শক্ত শক্ত দুটো বলছি রাগ করো না। পরিবারে অমন বলে থাকে। তোমার উপর জোর কর্ব্বোনাত কার উপর জোর কর্ব্বো? নাও ঐ গাছতলাটায় চল, আসন পিঁড়ি হয়ে বসে ভাল করে জোড় হাত করে বল এই খান থেকে একটা ফলে যাক, তারপর বাড়ীতে আর একটা ভেবে বলব এখন, এখন এস, (হরজনের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

হর। (নেঙ্গচাতে নেঙ্গচাতে) আমায় টানিসনে টানিসনে। আমর তবু টানে, আমায় ফেলে দিলে—মরে গেলুম।

খাণ্ডারী। আমর পায়ে আবার কি হলো?

হর। পায়ে আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ হলো। যোচ্চোর বামুন ইচ্ছে দিলে তারপর ভুলিয়ে দিলে।

খাণ্ডারী। (সচকিতে) সেকি ইচ্ছে করে খোঁড়া হয়েছ নাকি?

হর। হ্যাঁ, এক শালা সত্যি খোঁড়াকে ভেঙ্গচাতে গিয়ে শালার মুখও যে আর সোজা হচ্ছে না।

খাণ্ডারী। একটা ইচ্ছের মাথা খেয়ে বসে আছ বুঝি! আর তোমার বুদ্ধির মুখে আগুন, বাড়ী ইচ্ছে কল্লে বাড়ী হোতো, গাড়ী

ইচ্ছে কল্লে গাড়ী হোতো, ছড়ি ইচ্ছে কল্লে ছড়ি হোতো, তা নয় ইচ্ছে করে খোঁড়া হলে! তা যা হবার হয়ে গেছে, আরত চারা নেই এখনও আর একটা বাকি আছে ত, তা ওই আমি যা সোণা দানার কথা বল্লুম তাই ইচ্ছে কর। আমি সন্ধ্যের পর গহনা টহনা পরে তোমার হাঁটুতে মেটে তেল দিয়ে দিব এখন।

হর। কেন খালিগায়ে পারবে না বুঝি, আমি মুখ ভেঙ্গচে নেঙ্গচে চলি আর উনি নত ছুলিয়ে বাউটী নাড়া দেন। উঃ কি আমার অন্তরঙ্গ বাপের জেঠাই এলেন গো! ধরে ধরে বাড়ী নিয়ে চল, সেখানে গিয়ে এমন একটা ইচ্ছে কর্ব্বো যে তখন দেখবি বুঝবি কত খুসি হবি।

থাণ্ডারী। তবে আমার গহনাটা হচ্ছে না?

হর। ওরে মাগী—

থাণ্ডারী। মাগী! পড়ে পড়েই তবে ওইখানে মুখ গুঁজড়ে মর, আমি চল্লুম বাড়ীতে। এই রাস্তায় পড়ে পড়েই আমায় এত অশ্রদ্ধা। না জানি সাত তোলা কোটায় বসলে কি কর্ব্বে?

হর। তখন তোমায় দুপায়ে লাথী মারবো।

থাণ্ডারী। তবু যদি ভগবান আগে থাকতেই মুচড়ে না দিত।

হর। ও বেটী গালাগাল! আমার এই দশা, আর তুমি গাল পাড়ছো? রসো বেটী তবে রসো, (নেঙ্গচাইতে নেঙ্গচাইতে থাণ্ডারীকে তাড়াকরণ)।

থাণ্ডারী। (দৌড়িতে দৌড়িতে) খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং কার হাঁড়ীতে ভাত খেয়েছ কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং?

হর। তবেরে বেটী—ভগবান একবার যেমন ছিল তেমনি

করে দাও তো; বেটীকে একবার লাথী মেরে ঠিক করে দিই। (সোজা হইয়া) এইবার বেটী তোমার চুলের ঝুঁটী না ধরে—

খাণ্ডারী। ও মুখপোড়া ও আবাগে সত্যি সত্যি সোজা হলি যে? ছুটো ইচ্ছেরই মাথা খেলি?

হর। এ্যাঁ তবে আমার ধন দৌলত?

খাণ্ডারী। আর আমার গহনা?

হর। আর সত্যবতীর সর্ব্বনাশ!

খাণ্ডারী। মুখের গেরাস খোয়ালি মুখপোড়া মুখের গেরাস খোয়ালি।

[হরজন ও খাণ্ডারীর প্রস্থান।

(গজুয়ার প্রবেশ)

গজুয়া। কই নেই—ঐ যা চলে গেছে। আহা মানুষের কথা এত মিষ্টি, বেদনার চেয়েও রসভরা! এখন চাঁদে গেল কি তারায় গেল কোথায় খুঁজি? দেখতেও ভাল, বলেও ভাল, কিন্তু যতক্ষণ কাছে থাকে ক্ষিদে ভুলিয়ে দেয়। মেয়ে মানুষটীর এই বড় দোষ, এই দেখনা এই খানটায় দাঁড়িয়ে কথা কয়েছে কিনা, ঘুরে ফিরে বাজার হয়ে আবার এইখানেই আসতে হয়েছে। এই জায়গার গাছপালা গুলোর ওপরও একটু মায়া বসিয়ে দেগেছে। না না এ ভাল কথা না—মন ভুলে যা ভুলে যা—ডানাওলা পেত্নী, আবার মিষ্টি মিষ্টি কথা—ভুলে যা মন ভুলে যা—বল মন কচুরী জিলিপি মোণ্ডা মতিচুর, পেয়ারা বল মন, বেদানা বল মন, ভজ আঙ্গুর কিশমিশ, ও মেয়ে মানুষ ভেবনা, ফুর্ত্তি কর—ফুর্ত্তি কর।

(গীত)

খালি ফুর্ত্তি ফুর্ত্তি ফুর্ত্তি আর কিছু না।
খাও দাও নাচ গাও নেহি মাংতা জেনানা॥
(নাচ তারালাল্লা তারালাল্লা তারালাল্লা)
ঘরেতে না থাকে ভাত,
বন্ধু বাড়ি পাত পাত,
যাত্রা শুনো সারা রাত যদি না থাকে বিছানা॥
(নাচ তারালাল্লা তারালাল্লা তারালাল্লা)
গালাগাল দিলে কেউ (ভেবো) কুত্তা করে ঘেউ ঘেউ,
তুমি তুলে সুখের ঢেউ ফুর্ত্তি করো এক টানা॥
(নাচ তারালাল্লা তারালাল্লা তারালাল্লা)
কিস্তী যদি যায় বুড়ে, (দিও) তান ধরে এক গান জুড়ে,
ভাবনা কোথা যাবে উড়ে শুনলে দ্রে দ্রে দ্রে তানা নানা॥
(নাচ তারালাল্লা তারালাল্লা তারালাল্লা)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দেবালয়।

(পুরুষোত্তম ও রুক্মিণী)

রুক্মিণী। সবারত সব হয়েছে, কিন্তু আমার মেয়ে কই! তোমার ঋণ পরিশোধ হল, সত্যবতীর দারিদ্র মোচন হল, মিহিরকে পাওয়া গেল, সবই হল। কিন্তু আমিত আর আমার হারা তারা পেলুম না।

পুরু। রুক্মিণী! ঋণ পরিশোধ আমার হল কই? ভগবানের কৃপায় মহাত্মা গোকুলচাঁদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ দেবার অবসর পেয়েছি বটে, কিন্তু যে ঋণের দায়ে কন্যার উপর পিতার স্বত্ব হারিয়েছি, সে ঋণত পরিশোধ কত্তে পারিনে। ব্রাহ্মণের কাছে আমি যে ঋণী সেই ঋণী।

রুক্মিণী। হ্যাঁ এক মোহরের ঋণ! ব্রাহ্মণ ঠাকুর অর্থও নেবেন না, আমাদের সে ঋণও পরিশোধ হবে না। তা এখন কি করবে? এই ঠাকুর বাড়ীতে বসে আর কতদিন কাটাব?

পুরু। অনেক অনুসন্ধানে মিহিরকে পেয়েছি; ওকে ওর মার কাছে দিয়ে সত্যবতীর উচাটন মন শীতল কত্তে পাল্লে আমার এখানকার কার্য্য শেষ হয়। তার পর চল পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে তীর্থের সংখ্যা নাই, আবার দুজনে দেশে দেশে দেব দর্শন করে ভ্রমণ করি।

রুক্মিণী। তাই চল। ব্রাহ্মণত পরিব্রাজক, ঘুরতে ঘুরতে কোন না কোন তীর্থে তাঁর দেখা পেলেও পেতে পারি। আহা! একবার যদি শুধু মাকে দেখতে পাই, একটীবার কোলে নিতে পারি। কিন্তু তোমার মিহিরেরত ভাবগতিক আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। বেশ ছেলে, দিব্য ছেলে—চাঁদের মত মুখ, ফুলের মত মন, কিন্তু কি যে এক প্রতিমা খোঁজবার বাতিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই কাছে এসেও বাড়ী ফিরতে চায়না, মার জন্য কাঁদে, অথচ তাকে দেখতে যাবে না, এর উপায় কি?

পুরু। কেন তোমার সামনেইত ব্রাহ্মণের কথা—দেবাদেশের কথা বলেছে; মণিময়ী প্রতিমা না আনতে পাল্লে মিহিরের পিতৃ-ঋণ পরিশোধ হবেনা।

রুক্মিণী। আবার ব্রাহ্মণ, আবার ঋণ! এ সংসারে লোকে ঋণ পরিশোধ কত্তেই আসে নাকি? আহা! দেবতা যদি মুখ তুলে চান, ব্রাহ্মণ দয়া করে যদি আমার ছায়াকে আবার আমার কোলে ফিরিয়ে দেন, তাহলে মিহিরকে জামাই করে জীবন সার্থক করি।

পুরু। রুক্মিণী! তুমি আমার সত্য সহধর্ম্মিণী, আমার অন্তরের অন্তরে মিশিয়ে আছ, নইলে হৃদয়ের এ গোপন আকাঙ্ক্ষা জানবে কেমন করে? একমাত্র স্নেহময়ী সুষমাধার কন্যা মিহিরকে দান কর্ব্বো, গোকুলচাঁদের পৌত্র আমার দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী হবে, তার দত্ত জল পিণ্ডে আমার পিতৃগণ পরিতুষ্ট হবেন। মুখোজ্জ্বল জামাতা, কুলোজ্জ্বল কুটুম্বিতা, আর পরিতৃপ্ত কৃতজ্ঞতা, কুহকিনী আশা দিবারাত্র নিদ্রায় অনিদ্রায় আমাকে এই প্রলোভনের ছবি দেখাচ্চে। কিন্তু মিহির প্রতিমা প্রতিমা করে পাগল, আর আমরা ছায়া ছায়া করে পাগল।

রুক্মিণী। পাগল! নাথ সত্যই পাগল, তোমার প্রাণের যাতনা আর কত বাড়াব সেই ভয়ে বলি না। তুমি পঞ্চনদ হতে আমাকে কাশ্মীরে আনানর পর থেকে আমার মন যে আরও কি হয়ে উঠেছে তা বলতে পারিনে। দেখ একি গা ছম্ ছম্ করে বল দেখি?—কেবলই যেন মনে হয় ছায়া কোথায় কাছে আছে, তোমার সঙ্গে বসে কথা কচ্চি, মনে হচ্চে, যেন পেছনে দাঁড়িয়ে ছায়া; অন্যমনস্কে ঘরে ঢুকছি, মনে হচ্ছে সামনে ওই ছায়া, এ্যাদ্দিন মনের ভেতরই জাগতো, এখন যেন আশে পাশে ছায়া।

(মিহিরের প্রবেশ)

মিহির। ছায়া, কই ছায়া, আমার ছায়া? কার ছায়া? তবে কি আমার নয়? না হোক, কই ছায়া একবার আমায় দেখাও।

পুরু। এই যে মিহির, এস, অমন করে এলে কেন বাবা? কি হয়েছে?

মিহির। মা কেন করুণকণ্ঠে ছায়া ছায়া করে ডাকছিলেন? ছায়া কই?

রুক্মিণী। বাবা! ছায়া কোথায় তা যদি জানবো, তবে আর আমাদের এ দশা কেন? বাবা তুমি যেমন উন্মাদের মত পৃথিবী ঘুরে হীরের প্রতিমা খুঁজে বেড়ালে, আমরাও তেমনি আমাদের স্নেহের প্রতিমা ছায়ার জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি।

মিহির। ছায়া? আপনাদের স্নেহের প্রতিমা ছায়া?

পুরু। মিহির! তোমায়ত বাবা সব বলেছি, কিরূপে আমরা কন্যা হারা হয়েছি তাত সব শুনেছ?

মিহির। শুনেছি, বড় হৃদয় বিদারক কথা! ব্রাহ্মণের অদ্ভুত

চুক্তি, আপনার অলৌকিক সত্য পালন—দারুণ ঋণ পরিশোধ ; কিন্তু তার সঙ্গে ছায়ার সম্পর্ক কি ? ছায়াত আমার—আমার স্বপ্নের প্রতিমা, আর কে ছায়া আছে ? দেবাদেশ পালন হলোনা, পিতৃঋণ পরিশোধ হলোনা, হীরক প্রতিমা পেলুম না। আমি অধম সন্তান, তথাপি সত্য ভঙ্গ করে পিতৃবাসে আর প্রবেশ কর্ব্বোনা ; তবে যে আবার কাশ্মীরের সান্নিধ্যে এসেছি এখনও এ স্থানের মায়া পরিত্যাগ কত্তে পাচ্ছিনে, সে কেবল একবার ছায়াকে দেখবার জন্যে। আহা ! আমার জীবন্ত স্বপ্ন হৃদয় প্রতি-মাকে নিষ্ঠুর নির্ম্মম হৃদয়ে সেই ঘোর সঙ্কটে বাপীতটে একাকিনী ফেলে গেছি, দূরে-দূরে-কত-কত দূরে গেছি তবু সেই আকুলা-বালার বিষ্ফারিত বিহ্বল নয়ন দুটী আমার সঙ্গে সঙ্গে গেছে, আমি হীরক প্রতিমা হীরক প্রতিমা বলে মুখে চীৎকার করেছি কিন্তু প্রাণ চীৎকার করেছে আমার সেই প্রাণের প্রতিমার জন্য। আমার স্বপ্নময়ী ছায়া, ছায়ার জন্য।

রক্ষিণী। বাছা তবে কি তুই আমার ছায়ার দেখা পেয়ে-ছিলি ? তোর এ ছায়া দেখতে কেমন ? কোথায় ছিল, কি কচ্ছিল ? "মা" "মা" বলে কাঁদছিল কি ?

পুরু। মিহির ! বাবা ! আমার হারাণ কন্যার নাম ছায়া ; ভগ্নদেহে নিরাশ হৃদয়ে তরুছায়ায় বসে ব্রাহ্মণের ভিক্ষা লাভ করি, সেই ভিক্ষার ফলে আমার সংসার, ঐশ্বর্য্য, সন্তান, তাই কন্যার নাম রেখেছিলুম ছায়া। আহা ! আজ যদি আমার কন্যা আমার থাকতো, তাহলে মিহির তোমার মত রূপবান গুণবান সন্তান তুল্য স্নেহের ধনকে কন্যা দান করে আমাদের দুজনের মরুময় প্রাণে অমৃতবর্ষণ হতো।

মিহির। আপনার স্নেহের পরিসীমা নাই। মা'ও যেন সেই আমার আপনার মা, যাঁর চক্ষের জল ফেলাতেই আমি জন্মেছিলুম, আপনি না থাকলে—আপনার বদান্যতা অলৌকিক না হলে, যে মা আমার হয়ত এতদিনে দুঃখে দারিদ্রে জীবন বিসর্জ্জন দিতেন।

পুরু। মিহির বাবা আবার কেন ও কথা। আমিত বলেছি যে যদি আমার প্রতি তোমার একটুও স্নেহ থাকে, তবে ও সব কথা আর উত্থাপন করোনা। তুমি তখন অতি শিশু ছিলে তাই জাননা যে তোমাদের বংশের কাছে আমি কি ঋণে আবদ্ধ।

মিহির। যে পুণ্যবানের কীর্ত্তি গান করে, সে তার পুণ্যের অংশ পায়, তাই এই পাপ রসনায় ওই পুণ্য গাথা উচ্চারণ করি, আপনার পরিতুষ্টির জন্য নয়। সর্ব্ব শক্তিমান ভগবান আপনার ন্যায় মহাত্মা, মার ন্যায় স্নেহময়ী সতীর মনে কখনই কষ্ট স্থায়ী করবেন না। অবশ্যই আপনাদের কন্যাকে পাবেন; তখন কোন সর্ব্বগুণ যুক্ত উপযুক্ত পাত্রে সেই স্নেহের লতা সমর্পণ করবেন। আমি নরাধম পিতৃঋণ পরিশোধ কত্তে পাল্লুম না, আপনাদের জামাতা হবার উপযুক্ত আমি নই। যে নির্ম্মম নিরাশ্রয়া কাতরা বালিকার অশ্রুজল উপেক্ষা করে চলে যেতে পারে, স্বপ্নের ধনকে জীবন্ত প্রতিমা রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখে তাকে বাপী জলে বিসর্জ্জন দিয়ে দিতে পারে, সে কি কোন লাবণ্যময়ী সরলা কুলবালার প্রণয়শীল ভর্ত্তা আরাধ্য রক্ষাকর্ত্তা হবার উপযুক্ত?

রঙ্কিণী। বাছা, ছায়া যখন আমার ঘরে আমার ছিল, তখন স্বপ্নে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে কাশ্মীরের গিরিমালার তলে পরম সুন্দর এক যুবককে দেখে বাছা আমার কাশ্মীরে আসবার জন্য পাগলিনী হয়েছিল; তোর তুল্য সুন্দর যুবা আর কাশ্মীরেও

কি আছেরে! আমার এত আদরের ছায়া মিহির বিনা আর কার পাশে শোভা পাবে!

মিহির। আহা সেই প্রদোষকালে বাপী তটে যে ছায়াময়ী ছায়ার স্নেহ ছায়া স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে গিয়েছিলুম, আর কি সে ছায়াকে পাব?—আমার সেই ছায়া আর এঁদের ছায়া কি এক!

(নেপথ্যে গীত)

চিরদিন হেথা ফুটে আছি তুমি দেখে যাও শুধু দেখে যাও।
চিরদিন হেথা তোমারই আশায় তুমি কারে খোঁজ বলে যাও॥

পুরু। আহা কে গায়! কি মধুর কণ্ঠ।

রঙ্কিণী। সেই গান—যেন সেই গান, এ গান আর কে জানে?

মিহির। আবার স্বপ্ন! আর কেন, আর কেন? নারায়ণ মাটির মানুষ আমি, মাটিতে আন, আর স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিও না। এ গান যে টেনে নিয়ে যায়।

[মিহির ও সকলের প্রস্থান।

(গাহিতে গাহিতে ছায়া ও মায়ার প্রবেশ।)

চিরদিন হেথা ফুটে আছি তুমি দেখে যাও শুধু দেখে যাও।
চিরদিন হেথা তোমারই আশায় তুমি কারে খোঁজ বলে যাও॥
একটু খানি মেলো আঁখি
তুমি দেখ আর আমি দেখি;
মিলনে মিলনে মাখামাখি—
মিলনে মিলনে বাহু বন্ধনে তুমি সখা আর আমি সখী।
আমার সনে মধুর মিলনে আও আও বঁধু আও,
মধুর মিলনে মধু ভরা প্রাণে চির আগমনী গাও॥

ছায়া। এখানে আনলে কেন? হেথায় আমি কি কর্ব্বো?

মায়া। সেথায়ই বা তুমি কি কচ্ছিলে?

ছায়া। কিছু না।

মায়া। তবে এখানে এসেই বা কাজ খুঁজছো কেন? যখন কোথাও কিছু করবার নেই, তখন হেথায়ই বা কি, সেথায়ই বা কি আর হোথায়ই বা কি! সেথায় গাছ পালা ফুলের মাঝে বেড়াচ্ছিলে, উপরে উঠছিলে, নীচে নাবছিলে, হাতের আড়ালে ঝরণার জল আটকাচ্ছিলে, সেই এক ঘেয়ে খেলা আর কত খেলবে তাই একবার এখানে নিয়ে এলুম। সারি সারি মন্দির দেখ, যাত্রীর ঘর দেখ, বিল্ববন পঞ্চবটী দেখ আর দেখবার সাধ হয় প্রাণে ভক্তি থাকে, দেবমূর্ত্তি দেখলেও দেখতে পার।

ছায়া। আচ্ছা ঠাকুর যখন আমাকে নিয়ে এলেন, তখন বাবাকে বলে এলেন যে দেবকার্য্যের জন্য আনছেন; তা কই? এতদিন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলুম, তিনিও কোন কাজ আমাকে কত্তে বল্লেন না, আমিও কিছু কল্লুম না।

মায়া। তুমি কি মনে করে এসেছিলে যে তোমায় মন্দিরে বসে চন্দন ঘষতে মালা গাঁথতে নৈবিদ্যি সাজাতে হবে।

ছায়া। হাঁ ঐ রকম ঠাকুর বাড়ীর একটা কিছু দাসীপনা করতে হবে ভেবেছিলুম বই কি! ফুল তোলাই হোক আর অতিথের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করাই হোক।

মায়া। কেন দেশে কি হীরী ক্ষীরীর এতই অভাব হয়েছিল যে এঁটো পাত ফেলবার দাসী আনবার জন্য ঠাকুর খুঁজে খুঁজে ক্রোরপতি পুরুষোত্তম রায়ের অপ্সরার মতন মেয়েটীকে ভিক্ষে করে নিয়ে এলেন!

ছায়া। যাও।

মায়া। ঐটী পারিনা, যাও বল্লেই যদি মায়া চলে যেত তবে আর [illegible] কি ! ছায়ারত আর ছায়া হয়না, তাই এই পোড়ার মুখী মায়া [illegible] তোমার কায়া হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আছে।

ছায়া। আমি বুঝি সে ভাবে "যাও" বল্লেম, তুমি কাছে থাকলে বরং আমি আর সব কতক ভুলে থাকি, বাবাকে মাকে ভুলিনি—আর—আর—ভুলিনি—কিন্তু তবু তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে এই পাহাড়ের পাথরকেও যেন ভালবাসতে শিখিছি। প্রকৃতির শোভাকে প্রেমের চক্ষে দেখতে শিখিছি, গাছের ফল, নির্ঝরের জল, আকাশে তারাদল, নিশির শিশির—

মায়া। ঊষার মিহির,—

ছায়া। যাও।

মায়া। আবার যাও, আচ্ছা যাব, যেই তোমার মায়া রাখবার মনের মতন আধার কাছে আসবে, সেই তোমার এই মায়া সখী কোথায় মিশিয়ে যাবে।

(পুরুষোত্তম ও রুক্মিণীর পুনঃ প্রবেশ)

রুক্মিণী। আমার ছায়ার গান, ছায়ার গলা, কিন্তু কে গাইলে, যে গাইলে সে কোথায় গেল ?

পুরু। কোন ভিখারিণী হবে, কি দেবালয়ের নর্ত্তকী !

ছায়া। (সবিস্ময়ে) মা ?

রুক্মিণী। ছায়া !

ছায়া। বাবা ! দুজনে ! বাবা মা ! ও সখী, কই কোথায় গেল ও সখী আমার বাবা এসেছে মা এসেছে, মায়া মায়া !

রুক্মিণী। তোর কি আর মায়া আছেরে ছায়া ! তাহলে কি আর আমায় ভুলে থাকতে পারিস ?

পুরু। ছায়া মা আমার তোমায় আবার দেখলুম! তুমি একাকিনী কেন মা? ব্রাহ্মণ কোথায়? তোমার প্রভু পদ্মনাভ ঠাকুর?

ছায়া। তিনি এই খানেই কোথায় আছেন, আমি ডাকলেও দেখা পাই, আর তাঁর মনে হলেও দেখা দেন, তবে এই কাশ্মীরের মধ্যে আমি সকল স্থানেই বেড়াতে পাই। ঠাকুরের আমার মতন আর একটী মেয়ে আছে, আমরা দুজনে সখী হয়েছি, সে আমায় বড় ভালবাসে তার নাম মায়া এই যে ছিল, কোথায় গেল, সে ওমনি বাবা, আপনিও ঘোরে, আমায়ও ঘুরিয়ে মারে; আর থাকে থাকে কোথায় লুকোয়?

রঙ্কিণী। তা সে যেখানে যাক, এর পর সব কথা শুনবো এখন এখান থেকেত চ, ওগো এই বেলা এমন সুযোগ আর হবেনা, যদি পেলেত আবার হারিও না, তোমার গাড়ী টাড়ীত চটীতেই আছে?

পুরু। তুমি কি ছায়াকে নিয়ে পালাবার কথা বলছো নাকি? একবারত কাশ্মীর ত্যাগ করে মন্দুরায় গিয়ে পালিয়ে ছিলুম, পদ্মনাভ ঠাকুরকে সেখানকার সন্ধান কে বলে দিয়েছিল রঙ্কিণী?

(অন্য মনস্ক-ভাবে মিহিরের পুনঃ প্রবেশ)

মিহির। খালি স্বপ্ন! নয়নে স্বপ্ন! শ্রবণে স্বপ্ন! স্পর্শে ঘ্রাণে এ জগৎই স্বপ্নময়? কিন্তু ছায়া—সেত আমার স্বপ্ন নয়!

রঙ্কিণী। মিহির! বাবা মিহির! দেখ আমার হারা তারা পেয়েছি, দেখ বনে বনে ঘুরেও মার আমার কি লাবণ্য!

মিহির। ছায়া! আবার স্বপ্ন! ছায়া ছায়া তুমি যদি সেই ছায়া হও, আর মিলিয়ে যেওনা, আর আমি স্বপ্ন দেখতে পারিনে।

পুরু। মিহির বাবা এই আমার সেই কন্যা ছায়া।

মিহির। কেন আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দেন? ওই আমার স্বপ্নময়ী ছায়া, আমার বাপীতট বাসিনী ছায়া!

রুক্মিণী। হ্যাঁ মা ছায়া তুমি মিহিরকে চেন? কবে কোথায় দেখেছিলে?

ছায়া। তখনত মা তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করনি। সেই সেই তোমাদের ছেড়ে আসবার আগের রাত্রে কাশ্মীরে গিয়েছিলুম, বাগানে দেখেছিলুম, তুমি বল্লে স্বপ্ন!

রুক্মিণী। ওঃ সেই স্বপ্নে দেখা!

ছায়া। তারপর আবার এই কাশ্মীরে হ্রদের ধারে, উনি তখন কি হীরের প্রতিমা খুঁজতে যাচ্ছেন, আমি একা অন্ধকারে ভয় পাচ্ছিলুম, তবু একটু কাছে বসতে পাল্লেন না।

মিহির। মা, রায় সাহেব, ছায়া, আমি কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্ব্বো? দেবাদেশের অলক্ষ্য কশাঘাত তখন অস্থির করেছিল, পুত্রের কর্ত্তব্য পালন কত্তে গিয়ে আমি পুরুষের কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করেছিলুম; ছি ছি কোন লজ্জায় আবার আমি এই অনিন্দ্য সুন্দর দেববালাকে আমার কলঙ্কিত মুখ দেখাচ্ছি!

ছায়া। মা।

রুক্মিণী। কেন মা আমার।

ছায়া। বাবা।

পুরু। কি বলছো বলনা ছায়া।

মায়া। এতো বেশ দেশ, বড় সুন্দর কাশ্মীর, এখানে আমার মায়া বসেছে, তোমরাও কেন এখানে থাকনা। মা এখানে কত

ঠাকুর বাড়ী আছে! বাবা, এ নগরে কত দেশ দেশান্তর হতে লোকে বাণিজ্য কত্তে আসে।

পুরু। বুঝেছি ছায়া বুঝেছি, রঙ্কিণী প্রজাপতি ছায়াকে ওর ঘর দেখিয়ে দিচ্ছেন।

রঙ্কিণী। হ্যাঁ মা আমরাও স্থির করেছি, তোর স্বপ্নের কাশ্মীরেই তোকে রাখবো, যে দিন মিহিরকে দেখেছি, সেইদিন থেকেই মনে করেছি ;—কেমন মিহির তোমায় বলিনে বাবা? এই একটু আগেই কি কথা হচ্ছিল ছায়াকে বলনা।

মিহির। যদি আবার স্বপ্ন মিলিয়ে যায়, আমি কাপুরুষ স্নেহময়ী অবলাকে একাকিনী ফেলে গিয়েছিলুম ; আমি কুসন্তান, পিতৃঋণ পরিশোধ কত্তে পারলুম না। হে দেবতা, হে নারায়ণ অনেক স্বপ্ন দেখালে, আর একবার স্বপ্ন দাও, বল হীরক প্রতিমায় প্রয়োজন নাই, আমি প্রাণ প্রতিমা বুকে তুলে ঘরে লয়ে যাই।

(পদ্মনাভের প্রবেশ)

সকলে। ঠাকুর যে প্রণাম হই। (প্রণিপাত।)

পদ্ম। ছায়া এস!

পুরু। ঠাকুর দেবতা আমরা এসেছি।

রঙ্কিণী। আপনার কৃপায় আমরা হারা মেয়ে আবার পেয়েছি।

পদ্ম। ছায়া এস।

মিহির। দেব আমি মিহির।

পদ্ম। ছায়া। (ছায়ার পদ্মনাভের নিকট আগমন।)

মিহির। স্বপ্নে কি জাগরণে আমি বুঝতে পারিনে, আপনি

একবার দেখা দিয়েছিলেন, আমি স্বর্গীয় শেঠ গোকুলচাঁদের পুত্র মিহির।

পদ্ম। গোকুলচাঁদের পুত্র হীরক প্রতিমা অন্বেষণে গিয়েছে, সুপুত্র পিতৃঋণ পরিশোধের উপায় না করে গৃহে ফেরেনা।

পুরু। দেব! আমি বৈশ্য, সম্পূর্ণ শাস্ত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনেছি দারপরিগ্রহ কল্লে পিতৃঋণ পরিশোধের উপায় হয়।

রঙ্কিণী। সত্যইতো, মিহির যদি ছায়াকে বিবাহ করে তাহ-লেত গোকুলচাঁদের জলপিণ্ডের উপায় হয়।

পদ্ম। সম্ভব; আর অবিবাহিত যুবাপুরুষ যে অমন সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ কত্তে সম্মত হবে তাও সম্ভব; কিন্তু বিবাহ সিদ্ধ হবে কিরূপে? কন্যা দান কর্ব্বে কে?

রঙ্কিণী। কেন, উনিতো উপস্থিত আছেন।

পদ্ম। উপস্থিত তুমিও আছ আমিও আছি, কিন্তু তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, এই কন্যা দান করবার ওর এখন কি অধিকার আছে!

পুরু। ছায়া এখন আপনার সম্পত্তি, পিতার স্বরূপ হয়ে আপনিই কন্যা দান করুন না।

পদ্ম। পুরুষোত্তম! স্নেহ কৃতজ্ঞতার বশে ঐ যুবকের পিতৃ ঋণ পরিশোধের উপায়ের জন্য উৎসুক হয়েছ বড় প্রশংসার কথা।

রঙ্কিণী। হ্যাঁ তবে আপনি কৃপা করে এই শুভ কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়ে দিন। আমরা ষোড়শোপচারে এই দেবালয়ে পূজা দিয়ে বর কনে ঘরে নিয়ে যাই।

পদ্ম। অপরের ঋণ পরিশোধার্থে এরূপ যত্নবান হওয়া নিতান্ত প্রশংসার কথা, সাধু হৃদয়ের পরিচায়ক; কিন্তু রায় পুরুষোত্তম,

অগ্রে নিজে অঋণী হবার চেষ্টা করা কি প্রশংসার কথা নয়। দেব ঋণ পরিশোধ কর, কন্যার উপর পিতৃ অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হও, পরে মনোমত যোগ্য পাত্রে অঙ্গজা দান করে পরলোকের পথ পরিষ্কার কর।

রুক্মিণী। তবে আর আমাদের গতি নেই, আপনি ধন নিয়ে ঋণে মুক্তি দিবেন না, আমার বাছারও বিবাহ হবে না। পাতকী আমি এমন কি পুণ্য করেছি যে মিহিরকে জামাই করে জন্ম সার্থক কর্ব্বো! যে মেয়ে আমার গাছে ফুলটী তুলতে গিয়ে হাতে ব্যথা পেত, তাকে এতদিন ধরে দাসী করে রাখলেন, দেশে দেশে পথে পথে ঘোরালেন, তবু কি আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হোল না? আমরা এই বয়সে ঘর সংসার ত্যাগ করে হা হুতাশ করে বেড়াচ্ছি, এ দেখেও কি আপনার দয়া হচ্ছে না? এতকালের পর আমরা হারাধন কুড়িয়ে পেলুম, সুপাত্র সামনে উপস্থিত, মণিকাঞ্চন মিলন করি, আর আপনি আমার নয়নমণি কেড়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন? ব্রাহ্মণের পৈতে কি তাঁর বুককে শক্ত করে বাঁধবার জন্যে?

পুরু। রুক্মিণী রুক্মিণী কি কর; সংসারের দারুণ দুর্গম পথে বরাবর পা ঠিক রেখে আজ কেন হোচোট খাও; সন্তান জন্মের পূর্ব্বে, তোমাকে পত্নীরূপে লাভের পূর্ব্বে আমি সুবর্ণ পণে আত্মজ বিক্রয় করে রেখেছি, এক্ষণে আর আক্ষেপে ফল কি? বিবাহের পরেই আমার ঋণের কথায় তোমায় বলিনি, গুরুতর অপরাধ হয়েছে, সতী পতিকে ক্ষমা কর। গর্ভধারণ সন্তান পালন স্নেহ মায়া মমতা সব ভুলে যাও, ছায়াকে ভুলে যাও, মনে কর একটা স্বপ্ন দেখেছিলে মাত্র; মনে কর ছায়া একটা ছায়াবাজীর মোহিনী ছায়ামাত্র; আশার আলোকে হৃদয়পটে ক্ষণেকের জন্য, নয়ন-

রঞ্জন বর্ণে চিত্রিত হয়েছিল, আশা লুপ্ত, আলোক নির্ব্বাপিত ছায়া অন্তর্হিত !

পদ্ম। বিলাপে ফল কি ! আত্ম ভর্ৎসনায় সার্থকতা কি ? দেবঋণ পরিশোধ কর, তোমার কন্যা পুনঃপ্রাপ্ত হবে।

পুরু। কোথায় ? কোন তীর্থে, কোন মন্দিরে, কোন দেবতার দ্বারে, কি প্রকারে কি দান দিয়ে দেবঋণ পরিশোধ কর্ব্বো ? সর্ব্বদর্শী ব্রাহ্মণ, আপনিই উপদেশ দিন।

পদ্ম। যখন দেবঋণ পরিশোধের জন্য তোমার হৃদয়ে যথার্থ ব্যাকুলতা হবে, তখন দেবতাই উপায় করে দেবেন। চল ছায়া আমরা যাই।

মিহির। দেব ! আমার প্রতি কি অনুমতি ?

পদ্ম। তুমি কে ?

মিহির। আমি মিহির।

পদ্ম। আমি এক মিহিরকে মাত্র চিনি, সে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিমা আনতে গেছে তোমায় আমি চিনি না।

মিহির। সে হীরক প্রতিমা কোথায়ও নাই, আমি বহু বহু দূর ভ্রমণ করেছি, তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেছি, প্রতিমা কোথায়ও নাই।

পদ্ম। কর্ণ পার্শ্বে লেখনী আবদ্ধ রেখে অনেক লেখক গৃহে গৃহে লেখনী অন্বেষণ করে বেড়ায় ; প্রতিমা আছে, তোমার চক্ষু নাই। যখন তোমার চক্ষু অন্বেষণ করে বেড়িয়েছে, মন তখন তোমার নিদ্রা গিয়েছে ; প্রতিমার জন্য যখন তোমার হৃদয়ে যথার্থ অভাবের ভাব উদয় হবে, তখনই তোমার অনুভব শক্তি জাগরিত হবে।

মিহির। তবে সে চিতা সকাঁশে।

পদ্ম। চিত্ত বিকাশে। ছায়া—

ছায়া। দেব! একবার পিতামাতাকে প্রণাম করি।

পদ্ম। আমায়ত নিত্য প্রণাম কর, তাহলেই হলো।

ছায়া। তবে আমি যাই? আমি যাই—এই আপনাকে বলছি, আপনিত আবার প্রতিমা অন্বেষণ কর্ত্তে চল্লেন, আমি যাই মিহির—যাই।

[পদ্মনাভ ও ছায়ার প্রস্থান।

মিহির। ছায়া! প্রাণ প্রতিমা ছায়া মিলিয়ে গেল! আর প্রতিমা!—ছায়া।

[প্রস্থান।

রঙ্কিণী। দেখ তোমার দেবঋণ পরিশোধ হবে, আমি উপায় ঠাউরিছি, ঠিক ঠাউরিছি।

পুরু। সে কি?—কি উপায়?—বল বল—

রঙ্কিণী। নরবলি! প্রাণেশ্বর আমায় বলিদান দাও, চামুণ্ডার মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তোমার রঙ্কিণীকে বলিদান দাও, সতী-শোণিতে দেবঋণ শোধ দাও।

পুরু। উন্মাদ হয়োনা রঙ্কিণী, জ্বলন্ত চিত্তে ছুরিকা ফলক বিদ্ধ করোনা হৃদয়েশ্বরী! আমার জীবনের অবলম্বন, গৃহের লক্ষ্মী, সংসারের পুণ্য। কন্যা বিক্রয়কারী পিতাকে কেন আর বনিতাঘাতী পতি বলে ভৎসনা কর?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

গজুয়া ও ঢুণ্ঢি।

গজুয়া। তুই ভাই বেশ লোক ভাই তোর সঙ্গে ভাব হয়ে বড় মজা হয়েছে ভাই।

ঢুণ্ঢি। তা আমি জানি। আমার দিদি বলে যে আমার যোড়া মেলা ভার।

গজুয়া। তোর দিদি তোকে খুব ভালবাসে বুঝি?

ঢুণ্ঢি। হাঁ বাসে, কিন্তু ভাই বোনাইকে আমার চেয়েও ভালবাসে।

গজুয়া। কেন?

ঢুণ্ঢি। তা বুঝি জানিসনে, বোনাইয়ের সঙ্গে তার যে বে হয়েছে। মেয়েমানুষ মাগীরে যার সঙ্গে বে হয় তাকেই বেশী ভালবাসে। বাবা যদি বোনাইয়ের সঙ্গে না দিয়ে আমার সঙ্গে দিদির বে দিতো তাহলে আমাকেই বেশী ভালবাসত।

গজুয়া। দূর শালা। ভাই বোনে কি বে হয়?

ঢুণ্ঢি। কেন হবেনা? বোনাইওত দিদির ভাই।

গজুয়া। সে কিরে?

ঢুণ্ঢি। হাঁরে, আমি কতবার লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছি। যখনি দিদির গয়না টয়নার দরকার হয় তখনি বোনাইকে আব্দার করে বলে, "আমার ভাই খাড়ু গড়িয়ে দিতেই হবে, আমায় আজও চুড়ি দিলে না, তুমি বড় মিছে কথা কও ভাই।"

গজুয়া। বটে! তা ভাবিসনি তোর বোনাই মলে তোর দিদি যখন আবার বে কর্ব্বে তুই তখন তার বর হবি।

টুন্টি। তাহলে ভাই বড় মজা হবে। তুই যে ভাই আমাকে এত খাওয়াচ্ছিস তখন তার শোধ দেব, তোকে নেমতন্ন করে একদিন খিচুড়ি খাওয়াব। আচ্ছা ভাই একটা ভাবছি, আমি বোনাই হলে আমার শালা হবে কে?

গজুয়া। তাইত সে একটা মুস্কিল বটে। এখন তোর দিদির ভাতারের শালা পাই কোথা? তোর বাবাও বুঝি বেঁচে নেই?

টুন্টি। না দাদা।

গজুয়া। যাক তার জন্যে ভাবিসনি, ছেলে পুলে হলে আর শালা বলবার লোকের ভাবনা থাকবে না। যতদিন তা না হয় ততদিন আর কি করব আমরাই পাঁচজনে নয় তোকে শালা বলে ডাকব।

টুন্টি। হাঁ হাঁ তাই বলিস ভাই। জন্মে অবধি ঢোঁটা শালা ঢোঁটা শালা শুনে আমার কেমন মৌতাত জন্মে গেছে; এখন যদি কেউ আমাকে শালা বলে না ডাকে তাহলে মনে হবে আমার বুঝি বাবা খুড়ো তিনকুলে কেউ নেই। ওইরে ভাই কুল বলতে কুলের কথা মনে পড়ে গেল। চল না ক্ষেত্রীদের বাগানে অনেক কুল হয়েছে পাঁচিল টপকে পড়ে অনেকগুলো কুল চুরি করে আনি।

গজুয়া। আর যদি ধরা পড়িস?

টুন্টি। কি আর কর্ব্বে, ঘা কতক নয় জুতো মার্ব্বে। পেটে খেলে পিটে সয়। দিদি বলে আর কত লোকের বাগান থেকে কত কি চুরি করে আনি। দিদি আমাকে বোনায়ের মত ভাল-বাসেনা বটে তেমন সপাসপ ঝাঁটা লাগায়না; তবু আমি তার

বাবাতো ভাইত বটে, একেবারে হেনস্তা করে না; কাঠের চেলা মেরে মেরে আমার পিট অনেকটা শক্ত করে রেখে দিয়েছে।

গজুয়া। নে আর কুল চুরি করে খেতে হবে না। আমি খাবার দিচ্ছি, এই নে খা।

টুন্টি। দে দে ভাই দে। তুই ভাই আর জন্মে হয় দিদি ছিলি, নয় বোনাই ছিলি। নৈলে বাপেও এমন করে খেতে দেয় না। তুই আমায় বড্ড ভালবাসিস ভাই না? কিন্তু কই মারিস না ত।

গজুয়া। তুই শালা ভারি বোকা। তোকে ভালবাসি বলে বুঝি খেতে দি? ওরে শালা একা একা খেলে যে মজা হয় না। যখন দেশে ছিলুম তখন পাড়ার ছেলে টেলে ধরে এনে এক সঙ্গে খেয়ে মজা মার্ত্তুম; এখানে কাকেও পাইনা একলা খাই, তেমন পেট ভরে না; তবু এই কদিন তোর সঙ্গে ভাব হয়ে যেন বেঁচিছি; তুই একাই এগার জনের পাল্লা নিতে পারিস। তোর ঐ কখানা হাড়ের ভেতর যে কত ধরে তাই আশ্চর্য্য। আচ্ছা চিবুতে চিবুতে তোর চোয়ালও কি ব্যথা হয় না?

টুন্টি। এই আমায় দেখেই বুঝি আশ্চর্য্যি হলি, তবু দিদির খাওয়া দেখিসনি। একদিন দিদির খিচুড়ি খেয়ে পেট ফুলেছিল, যায় যায়—বদ্যি এসে একটা ওষুধের বড়ি খেতে দিলে, দিদি অমনি তাকে বল্লে, "ও মুখপোড়া বদ্যি, তোর বড়ি ধরবার জায়গা থাকলে কি আমি তিন তিনটে কড়ায়ের দালের বড়া পাতে ফেলে উটে পড়ি।" আমাদের ভাই খাইয়ে গুষ্টি। বাড়ী বাগান যা ছিল বাবা সব খেয়ে মরেছেন, আর মা খালি দিদিকে আর আমাকে পেটে পোরেননি।

গজুয়া। ও বাবা! তবে তোকে গুজিয়া বেদানা আঙ্গুর দিচ্ছি কেন! তোদের এখানে এখন পয়সায় কটা করে মূলো পাওয়া যায়?

চুণ্টি। খুব বড় বড় হলে দুপয়সায় পণ।

গজুয়া। তবে যা চারটে পয়সা নিয়ে গিয়ে মূলো কিনে আন।

চুণ্টি। এই ভাই ঠিক বলেছিস। ও গুজিয়া খেয়ে আমার কি হবে? আহা গজুয়া দাদা তুই যদি ভাই আমার বোনাই হতিস তাহলে মা কালীর ইচ্ছায় খেয়েই মরে যেতুম। আচ্ছা ভাই আমি মূলো কিনে আনছি, তুই এখানেই থাকবি ত?

গজুয়া। এখানে না থাকি রামবাগে দেখা পাবি। এখন তুই যা।

[চুণ্টির প্রস্থান।

গজুয়া। (গীত)

খাও পিও আর লোট মজা।
কচুরি জিলিপি নিমকি শিঙ্গেড়া খাজা গজা॥
মনোহরা মিহি মতিচুর
পাস্তুয়া রসে ভরপুর
খুরমা খেজুর বেদানা আঙ্গুর পুর পোরা সরভাজা।
খাও পোলাও কালিয়া কোপ্তা
তপ্ত তপ্ত দোর্ম্মা দমপোক্ত
পেট পুরে খাও দেদার বিলাও ভাই খুলে দরজা।
বুঝিয়ে আহার সর্ব্ব ধর্ম্ম সার গজু হলো ভোজ্য ভজা॥

(মায়ার প্রবেশ)

গজুয়া। আঁ্যা তুমি! কোথেকে এলে? ভাল আছত? বসো,

বসো, কোথায়ই বা বসাই। বুকখানা পেতে দেব নাকি ? পেটটা ইষ্টিদেবতার স্থান সেখানেত আর চরণ দিতে বলতে পারিনি।

মায়া। বড় আদর যে ! তবে আমায় চিনতে পেরেছ।

গজুয়া। চিনতে পারব না। অমন ক্ষীরমোহনের মত মুখ, ক্ষীরপুলির মত ঠোঁট দুখানি, খয়রা মাছের মতন চোখের খেলা, একবার দেখলে কি আর ভোলা যায়। ধীরে ধীরে কথা কও যেন বুগবুগ করে পায়েস ফুটতে থাকে। সেই অবধি গলার আওয়াজটি আমার কানে লেগে আছে। আর যেখানে দাঁড়াও সেইখানেই সুগন্ধ ছড়াও, বোধ হয় যেন তপ্ত ঘিয়ে লুচি ছেড়েছে।

মায়া। বাঃ তুমিত বেশ কবিদের মতন বর্ণনা করতে পার।

গজুয়া। না মায়া তোমায় আমি গাল দিইনি, তোমার মুখ খানির পানে চাইলেই আপনা আপনি ভাল মিষ্টি জিনিসের নাম মনে এসে পড়ে তাই বলে ফেল্‌লুম। তুমি রাগ করো না। এখন বল আমার ছায়া দিদি কেমন আছে ?

মায়া। বেশ আছে।

গজুয়া। দিদি আমায় ভুলে গেছে ; আমার কথা জিগ্‌গেস টিগ্‌গেস করে ?

মায়া। তুমি এত করে তার কথা জিজ্ঞাসা কর আর সে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে না। নিজের মন দিয়ে পরের মন বুঝতে পার না।

গজুয়া। ঠিক বলেছ। দেখিছি, দেখিছি দুজনের মন এক রকম না হলে মনে মনে টান হয় না। আমি যেমন ভাবতে ভাবতে যাই এতক্ষণে হয়ত গোবর্দ্ধন কড়া নামিয়েছে, গেলেই গরম গরম

কচুরি পাব; গোবর্দ্ধনও তেমনি কড়া নামিয়েই ভাবে এই গজুয়া পয়সা নিয়ে আসে বলে। প্রেমের মজাই এই।

মায়া। তুমি তাহলে প্রেম বোঝ?

গজুয়া। সর্ব্বত্যাগী হয়ে দিনরাত আহারের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি আর প্রেম বুঝিনি। এদ্দিন চাকরি করলুম হাতে একটা পয়সা রইল না। যে রাবড়ি খেয়ে সমস্ত রাত পেট কামড়ানির যন্ত্রণায় ছটফট করিছি—সকাল বেলায় উঠে আবার সেই বাসি রাবড়ির প্রেমে যা কিছু ছেল খরচ করে ফেলেছি। সে যাক, আজ কাল দিদি আমার কোথায় আছে? এখন কি সেই—সেই—সেই তারার ভেতর?

মায়া। না, ঠাকুর তাকে সেথান থেকে নিয়ে এসে হ্রদের জলে শতদলে লুকিয়ে রেখেছেন।

গজুয়া। তাহলেত আর উড়তে হবে না, এইবার আমি গিয়ে দেখে আসতে পারি।

মায়া। সেখানে পুরুষ মানুষের যাবার যো নেই। ঠাকুর মন্ত্র পড়ে গণ্ডি দিয়েছেন। একটা পাগল ভোমরা পদ্মের কাছে যাবার জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে সেই যার যেতে পাচ্ছেনা।

গজুয়া। কেন ভোমরা এত কাঁদছে কেন?

মায়া। একটু মধুর জন্যে, আর কেন।

গজুয়া। আহা হা গরীব বেচারাকে যদি সঙ্গে করে ডেকে আনতে আমি তাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে রসগোল্লার রসে ডুবিয়ে দিতুম। তুমি কিছু খাবে? রাতদিনত ঘুরে বেড়াও শুনি, ক্ষিদে পায়নি? খাও কিছু খাও, আজকাল খাবার আমার সঙ্গেই থাকে, বগলিতে, টুপিতে, পেটিতে, রুমালে।

মায়া। আমার ক্ষিদে পাইনি, তোমার ইচ্ছে হয় খাও।

গজুয়া। আমিত খাচ্ছি, তোমার মুখপানে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছি, আর মনে মনে কত কি খাচ্ছি। আহা সেই তোমাকে দেখেছিলুম, এদ্দিন কোথায় ছিলে?

মায়া। আমি? আমি,

(মায়ার গীত)

গিয়েছিলুম চাঁদের বাড়ী ডেকেছিল চাঁদ আমার।
সুয্যি দেয়না ধারে তেল, দেখি চাঁদের ঘরে অন্ধকার॥
কবে গেছে বুড়ী ম'রে কাটনাখানা আছে পড়ে,
তারার কুড়ি ছড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে দে বাহার।
সুধা খেতে হল সাধ, বল্লুম একটু দেনা চাঁদ,
বল্লে, চকোরে সব লুটে গেছে, সুধা-করে হাহাকার।
দেখে চাঁদের কষ্ট, এত পষ্ট, ক্ষুধা তেষ্টা নাইকো আর॥

গজুয়া। দেখ ঐটে আমি বুঝতে পারি না, এই যে সব বলে যে দুঃখ হলে ভাবনা হলে ক্ষিদে থাকে না, লোকের কষ্ট দেখলে খাবারে রুচি হয় না, এর মানে কি? আমার ভাবনা চিন্তে অত নেই বটে, কিন্তু আর কারু দুঃখ দেখলে আমার কষ্ট হয়, চোখটা ভিজে আসে, বুকের ভেতরটা কেমন আই ঢাই কর্ত্তে থাকে, কিন্তু পেটের কোন রকম হাঙ্গামা হয় না, যেমন ক্ষিদে তেমনিই থাকে, বরং দুঃখের সময় একটু বেশী সজাগ হয়।

মায়া। তুমি দুঃখু টুঃখু হলে বুঝি খেয়েই মনকে প্রবোধ দাও।

গজুয়া। তা ছাড়া আর উপায়? একে চোখ কাঁদে, গলা কাঁদে, মন কাঁদে, তার উপর যদি আবার পেট কাঁদে তাহলেইত একেবারে চারপো হয়ে উঠল। তোমার যদি কখন দুঃখু টুঃখু

হয় তাহলে আমার কথা শুনে তখনি খেতে বসে দেখো দিকি। প্রথম প্রথম দুচার গাল একটু চখের জলও গলবে, ফোঁস ফোঁসানিও চলবে, তার পর যত জোরে কোঁত কোঁত গরস তুলবে, বুকের ব্যথা ততই পেটের ভেতর উলবে। তারপর খাবারের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ হজম হতে থাকবে।

মায়া। তবে এক কাজ কর, আমি এখান থেকে চলে গেলে তোমার একটু দুঃখ হবেত?

গজুয়া। একটু? ছায়া দিদি ছেড়ে আসতে যেমন দুঃখ হয়েছিল তেমনি, কি তার চেয়ে বরং একটু বেশী তুমি গেলে দুঃখ হবে। কে তোমার নাম রেখেছিল মায়া? তোমার চোখ দেখলে সত্যি মায়া হয়। সেই প্রথম যে দিন ভাব করে চলে গেছলে, সে দিন তোমার জন্ত আমার আট আনা খরচ হয়েছিল।

মায়া। কি খেতে নাকি?

গজুয়া। খালি হালুয়া। প্রাণটার ভেতরে এমনি আকুলি বিকুলি কর্ত্তে লাগল যে আর ভেঙ্গে চুরে চিবিয়ে খাবার তর সইলোনা; হাপুস নয়নে সের আড়াই কোঁত কোঁত করে গিলে ফেল্লুম তবে মনটা খানিক ঠাণ্ডা হোল, তবু কি তোমায় ভুলতে পারলুম? এই দেখনা সেই অবধি কিছু না কিছু খাবার সঙ্গে ফেরে। আর এই টুণ্ডি ব'লে এক শালাকে জুটিয়েছি, আমি যদিও বা অন্যমনস্ক হই ত সে শালার চোয়াল চলতেই থাকে, দেখেও আমার সুখ হয়।

মায়া। তবে আজও তুমি একটু হালুয়ার চেষ্টা করগে আমি একটু ঘুরে ফিরে আসি।

গজুয়া। এইত চাঁদের বাড়ী থেকে এলে আবার কোথা

যাবে? ধূমক্ষেত্রে না ছায়াদিদির পদ্ম ফুলে? একটু থাকন তোমায় দেখি। তোমার মুখ পানে চেয়ে চেয়ে আমি ময়রার পাটা, মেওয়ার দোকানও ভুলে আছি। তুমি আমায় মায়ায় ফেল্লে না পাগল করলে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। ছায়া দিদিও সুন্দর, ক্ষীরে গড়া পুতুল, কিন্তু তুমি একেবারে সাক্ষাৎ বড়বাজার, তোমার রূপে ষোড়শোপচারে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন হয়।

মায়া। সত্যি?

গজুয়া। সত্যি তুমি চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়।

(গজুয়ার গীত)

তুমি পাগল করিতে পার রূপের ছটায়।
চাহিলে চকিতে কাহিল করিতে পার লো ক্ষুধায়॥
বেণী বাঁধা আহা ঘন কেশ দাম,
মালা গাঁথা মরি যেন কাল জাম,
বদনেতে আম দশন বাদাম,
টুকটুকে লিচু ফল অধরেতে হায়।
কপালের ছাঁদ যেন চন্দ্রপুলি,
দেখে কাঁদে পেট প্রেমেতে আকুলি,
ভুরু সুবিমল পাকা তুঁত ফল, ললাটে লুটায়॥
আঁখির ইসারা করে দিশে হারা
বলে ঠারে ঠোরে হের ফলের চেহারা,
হাতে হাতে পাবে যখনি চাহিবে, হবেনা তো যেতে পাটনায়।
দেখেছি সুন্দরী হাজার হাজার,
তুমি কিন্তু সখী সখের বাজার,
মোহিতে মজার যা কিছু খাবার,
সকলি সাজান সোণার পাটায়॥

চখে চলে এলো উদরের ক্ষুধা
সুধা রাশি রাশি মজালে আমায়॥

মায়া। দেখ তুমি মানুষ মন্দ নও, কিন্তু তোমার ভালবাসাটা আরও উর্দ্ধগামী না হলে আমার মনের মতন হচ্চে না।

গজুয়া। সে কেমন করে হবে?

মায়া। আপাততঃ প্রেমটা তোমার পেটের মধ্যেই জমাট বেঁধে আছে কিনা।

গজুয়া। তা আছে বটে, সেই জন্য আমি কেবল ফুর্ত্তিতেই থাকি, কিন্তু তুমি একটু গোল বাঁধাচ্ছ। তোমায় দেখলে মনটা পেটের ভেতর থেকে ঠেলে একটু বুকের দিকে ওটে; যেন দম আটকান দম আটকান গোছ হয়। দেখ আমি কাঁদতেও পারি, হাসতেও পারি কিন্তু দুইই পেটের জন্যে। আর কিছুর তরে কি কাঁদা হাসায় আমোদ আছে? আমিত বুঝতে পারিনি, তুমি আমায় শেখাতে পার?

মায়া। পারি, আমার কাজই ঐ, ঐ জন্যেই ঠাকুর আমাকে এখানে এনে রেখেছেন।

গজুয়া। তবে আমাকে শেখাওনা। তোমার কাছে শিখতে আমার বড় ইচ্ছা করে, যা শেখাবে তাই শিখবো। তবে আমার ফুর্ত্তিটুকু চাই। খেয়ে খাইয়ে ফুর্ত্তি হয় তাই করি। হাসলে ফুর্ত্তি হয় হাসবো, কাঁদলে ফুর্ত্তি হয় কাঁদবো। বেদানা আঙ্গুর ছাড়া আর কিছু ভাল বাসলে ফুর্ত্তি হয় তাও বাসতে রাজী আছি।

মায়া। আজ বেদানা ভাল বাসছ, এমন দিন আসবে যেদিন বেদনাও ভালবাসবে না। আমার নাম মায়া, যখন একবার দেখেছো তখন আর ভুলবে না।

গজুয়া। তা ভুলিনা। সেই দিন থেকে এক একবার ভাবি, তার আগে কখন ভাবতুম না। কিন্তু দোকান টোকান দেখলে, কি কালিয়া পোলাওয়ের গন্ধ শুঁকলেই অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

মায়া। বেশ ত তা হওনা। তেমন আদর কখন পাওনি ত উদরের প্রেম ভুবে কিসে। এখন তুমি আহারের চেষ্টায় যাও, আর আমিও যাই।

গজুয়া। তুমি কোথায় যাবে?

মায়া। যে যার কাজে। তুমি যাচ্চ খেতে আর আমি যাচ্চি পেতে।

(গীত)

মায়া।— আমায় রাখলে ধরে মায়ার ঘোরে রাখি সবায় ঘিরে।
গজুয়া।— আমায় ডাকলে পরে দোকানদারে চুমুক মারি ক্ষীরে॥
মায়া।— আমি শোকে চোখের জল
আবার মুছাবার আঁচল,
গজুয়া।— আমি ছাগল দেখে ক্ষিদেয় পাগল ভাসি আঁখিনীরে।
মায়া।— হয়ে মুখের হাসি ঠোঁটে ভাসি
আমি ভালবাসাই ভালবাসি,
গজুয়া।— আর আমি টাটকা বাসি পেটে ঠাসি প্রেমের খাতিরে॥
উভয়ে।— তবে দুজনে দুদিকে যাই মন মেলে ত আসব ফিরে॥

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশ্মীর—প্রান্তর।

পদ্মনাভ ও হরজনদাস।

হর। স্পষ্ট বল ঠাকুর, এবার ত মনের ভিতর কোন কারচুপি নেই ?

পদ্ম। কেন এত সন্দেহ কেন ?

হর। সাধে কি আর সন্দেহ করি, তুমি যে তত সোজা নও, সময়ে সময়ে ঠাকুর যে একটু বাঁকা চোরা ভাব ধর। সেদিন দুটো ইচ্ছে পূর্ণ হবার বর দিলে, পোড়া এক ইচ্ছেয় হলুম খোঁড়া, আর একটা ইচ্ছেয় পা জোড়া দিতেই ফুরিয়ে গেল। বস্ যে হরজনদাস সেই হরজনদাস। কোথায়ই বা রাজচক্রবর্ত্তী, কোথায়ই বা মন্দোদরীর মত সুন্দরী, আর কোথায়ই বা কুবেরের ধন।

পদ্ম। তা বাপু আমি ত আর তোমায় ইচ্ছে করে খোঁড়া হতে বলিনে ; তোমার ভাল ইচ্ছে এলনা, গরিব ন্যাংড়া ভিখিরীকে দেখে ভেঙচুতে গেলে তা আমি কি করব ?

হর। তুমি এত পার, আর মনে কল্লে ভাল ইচ্ছের বুদ্ধি দিলে দিতে পারতে না ?

পদ্ম। সে বুদ্ধি চাইবার ত সুবুদ্ধি তোমার হয়নি বাপু। তা যাক সে যা হয়ে গেছে তার জন্যে আক্ষেপ করোনা, বোধ হয়

খঞ্জ হবার তোমার একটা গ্রহ ছিল, খণ্ডন হয়ে গেছে ভালই হয়েছে। এই বার ত ধন রত্ন যথেষ্ট দিচ্ছি, পার সুখে নিয়ে ভোগ কর।

হর। আবার ঠাকুর বেঁকছো, ভোগ করবার কথা তুলছো? বল যা দেব টেব, বেশ করে মাটির ভিতর পুঁতে টুঁতে গাড্ডীল হয়ে বসো; ভোগ মানে ত খরচ, আমরি মরি বামুন ঠাকুর কি সুখের কথাই বল্লে! যদি ধন নিয়ে খরচই করব, তবে নেবার দরকার কি! তোমার পাহাড়ের গহ্বরে যেমন ভরা আছে তেমনি থাক না। আচ্ছা ঠাকুর সত্যি উত্তর দেবে? একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি আমার গুরু নয় পুরুত নয়, বাবা নয় বোনাই নয়, খামকা এই যে ধন রত্ন আমায় দিতে চাচ্ছ—এটা কেন?

পদ্ম। কেন আর—দেখছি তুমি দিবারাত্রি এক মনে কেবল অর্থের কামনাই কচ্ছো, অথচ বসুমতীর গর্ব্ভে রাশীকৃত ধন রত্ন অন্ধকারে পড়ে আছে আমি জানি, তাই তোমায় কতক দিচ্ছি।

হর। আবার কতক কেন?

পদ্ম। এ পৃথিবীতে তুমিই ত একা কাঞ্চনের কামনা কচ্ছোনা।

হর। তা মিথ্যে বলনি, লাখো বেটা লোভাত্তে আছে বটে, বেটারা যক্—যত হচ্ছে আশা মিঠছে না, কেবল টাকা টাকা করে টা টা করে ঘুরছে। আমর শালারা! আমার যেন ভারি দরকার তাই কি করি পাঁচ রকমে কিছু বাড়াবার চেষ্টা কচ্ছি, তোদের ত আর তা নয়। আমায় একবার কিছু বাড়িয়ে নিতে দেনা।

পদ্ম। কেন তোমারই বা এত অধিক প্রয়োজন কি? সঞ্চিত ত যথেষ্টই আছে, তার উপর পোষ্যের মধ্যে এক স্ত্রী মাত্র, নইলে ত নিঃসন্তান।

হর। নিঃসন্তান বুঝি, ওই এক গুণ্ডটা শালা রয়েছে যে বেটার পেটে ভস্ম কীট আছে।

পদ্ম। বলি তোমারওত বঞ্চিত কচ্ছিনা, এখনিত অগাধ সম্পত্তি পাবে।

হর। কিন্তু সত্যবতীর যেমন তেমনই রইল, আবার তার উপর রোজ রোজ বাড়বে। শুধু ওর কেন, এই সহরেত আরও কত লোকের ধন রয়েছে, তবে আর আমার বিষয়টা বেড়ে ফলটা হলো কি! আমার কি আর খাওয়া পরার অভাব, যে তারির জন্য হাহা করে তোমার পায়ে পায়ে ঘুরছি? যদি সবার ঘরে সমান টাকা রইল, তাহলে আর অর্থের মাহাত্ম্য কি! আমি ধনের ঘড়া গলায় ঝুলিয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে ছাদের উঁপর বেড়াব আর পাড়াপড়শী ইয়ার বক্‌শি জ্ঞাতি কটুম্বু কোমোরে ন্যাকড়া জড়িয়ে হা অন্ন হা অন্ন করে ঘুরে মরবে, তবেত দেখে সুখ, বেঁচে সুখ, ভুগে সুখ!

পদ্ম। হরজনদাস, তোমার সুখের কল্পনাত দেখছি অতি চমৎকার! এ তুমি শিখলে কোত্থেকে?

হর। এই তোমার দুনিয়া থেকেই আর কোত্থেকে! তুমি ঠাকুর পাঁচবাড়ী নৈবিদ্যি খেয়ে পেট ভরাও, বিষয়ী লোকের মন তুমি বুঝবে কি? ধনী মনে কল্লে গরীবকে পায়ে থ্যাঁতলাতে পারে, তাই লোকে ধনীকে মান্য করে, ভয় করে, ধনের গৌরব করে। চারিদিকে যত নেই নেই শুনবো, আমার আছে আছে বলে ততই ফুর্ত্তি হবে।

পদ্ম। বটে, কিন্তু দেখ ধন থাকলে ওর চেয়ে আরও অধিক ফুর্ত্তি করবার এক উপায় আছে।

হর। কি কি বলতো ঠাকুর; লোকের ঘরে আগুন দেওয়া, রাজ দরবারে মিছি মিছি নালীশ করে জব্দ করা, মেয়ে ছেলেকে বেইজ্জত করা—কি বল না?

পদ্ম। যেখানে শুনবে নেই নেই সেইখানেই নিজের ভাণ্ডার খুলে বলবে। 'দীয়তাং ভোজ্যতাং'।

হর। দূর পাগলা ও তোর বামুনে বুদ্ধি।

পদ্ম। দরিদ্রের মুখে অন্ন দিলে সে পরমেশ্বরকে দেওয়া হয়। নারায়ণ দীনের বন্ধু।

হর। এই দেখ এই দেখ বামুনে বুদ্ধি দেখ! ভগবান বুঝি দরিদ্রের বন্ধু? কোটা বালাখানা গদী মছলন্দ, দোল চৌকি সিংহাসন, ঝাড় লণ্ঠন, ঘড়ী ঘণ্টা চিনির নৈবিদ্যি গোপাল ভোগ ছেড়ে ভগবান আর যায়গা পাননা, তাই বুঝি যান কাঙ্গালীর কুঁড়ের খুদ খেতে? আর এই চাক্ষুস দেখনা কার বন্ধু, এই আমারই দেখ— ভরপেট খিচুড়ি লুশে সাতখানা গদীর উপর শুয়ে আমি নাক ডাকাই ঘর্‌র্‌র্ ঘোঁ, আর পাশে শুয়ে প্রাণ প্রিয়সী খাণ্ডারী দেন, ফর্‌র্‌র্ ফোঁ। আর দরিদ্র বন্ধু ভগবান তোমার নিজের দশা কি করছেন বোঝো। কিছুরই ঠাঁই ঠিকানা নেই! স্নান মাহেশে, ভোজন উড়িষ্যেয় আর শয়ন চড়েয়া পর্ব্বতে।

পদ্ম। মিথ্যা বলনি।

হর। তা আমি দিব্বি করে বলতে পারি, দরকার ছাড়া মিথ্যা কথা কই না।

পদ্ম। তাহলে তো যুধিষ্ঠির দেখছি, সে যাক্ এখন কি আমার সঙ্গে যাবে?

হর। যাব না? বুঝেছি বাবা বুঝেছি নিজেরও গরজও

আছে। অনেকটা মাল একলা সামলাতে পারবে না তাই আমায় বখ্‌রা দিতে চাচ্ছ, নইলে সব স্যাঙাতই সবাইকে দেয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

ঢুন্টিরাম।

ঢুন্টি। দিদি শালি আমায় গোয়েন্দা করেছে—কেবল বলছে দেখনা কোথা গেল কার সঙ্গে কথা কচ্চে। ধোপানী, হাড়িনী, মুচিনী, ভেড়াচরাণী সবায়ের খবর এনে দাও—কার দরজায় বোনাই দাঁড়িয়েছে কার সঙ্গে কথা কয়েছে। বোনাই শালা খালি মতলবে আছে কার কি ফাঁকি দে নেবে—সেই বামুনটার ঘাড়ে চেপেছে। কতকগুলো গাধা নিয়ে ত তার সঙ্গে পাহাড় বাগে গেল। দেখলুম বুদ্ধু আর ঘেসিয়া বেটাও সঙ্গে আছে। কারু বাড়ী ডাকাতি করবার মতলব আঁটছে নাকি? যাই থাক দিদিকে কিন্তু এ কথা বলা হবেনা। বেটী যেমন আমায় খাটিয়ে মারে তেমনি রাগিয়ে দিতে হবে। হুঁ হুঁ বাবা সব শালা বলে ঢোঁটার বুদ্ধি নেই; বুদ্ধিমানে ত বজ্জাতি? তাতে আমি বোনায়ের দাদা, দিদির বাবা। ও বাবা ঐ যে দিদি ওদিকে নাম কর্ত্তেই! কি সর্ব্বনেশে পেরমাই গো! আর তর সয়নি বেরিয়ে পড়েছে।

(খাণ্ডারীর প্রবেশ)

খাণ্ডারী। হ্যাঁরে ও মুখপোড়া, হাড়হাবাতে হতভাগা চুলোমুখো ঘাটের মড়া—

ঢুণ্টি। (স্বগত) না গুলিয়ে দিলে, এক গর্জ্জানিতে মতলব সতলব সব গোল হয়ে গেল।

খাণ্ডারী। হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ! হ্যাঁরে ও গতর খেকো, তোকে কি কাজে পাঠালুম, আর এখানে তোর কোন চোদ্দপুরুষের পিণ্ডি চটকাচ্ছিস।

ঢুণ্টি। কৈ কি চটকাচ্চি—পিণ্ডি—পাব কোথা? আমি ত বাড়ী যাচ্ছিলুম।

খাণ্ডারী। চলনা বাড়ী, আজ ছায়ের কাঁড়ি দেব বেড়ে—এমন পোড়া কপাল করেছিলুম, এমন হতভাগা অনামুখোর হাতে পড়েছিলুম যে একটা ভাই তাও মানুষ হোলোনা।

ঢুণ্টি। মানুষ হোলুম না বুঝি! তুমি আমায় দেখতে পারো না তাই অমন কথা বল। গজু ভাই বলে আমি বেশ মানুষ।

খাণ্ডারী। বলি তোকে যে পেছু পেছু যেতে বল্লুম—

ঢুণ্টি। তা গেলুম না বুঝি? বোনায়ের পেছুনে গাধা, তার পেছুনে আমি, পর পর ত বরাবর আসছিলুম—তুমিই দেখতে পাওনা খালি আমার দোষ দেখ। রাস্তার লোকে কত বাহবা দিচ্ছিল, বলছিল কেমন মানিয়েছে!

খাণ্ডারী। যাচ্ছিলে তা পোড়ারমুখো সঙ্গ ছাড়লে কেন? অত গাধা নিয়ে যেথায় গেল তা দেখতে পারলে না?

ঢুণ্টি। দেখলুম না বুঝি, গাধা নিয়ে লোক কোথায় যায়? ধোপার বাড়ী গেল।

খাণ্ডারী। অ্যাঁ—অ্যাঁ কোথায় গেল? ধোপার বাড়ী! ধোপা না ধোপানী?

ঢুণ্টি। ধোপা বুঝি দুপুর বেলা বাড়ী থাকে? হ্রদে কাপড়

কাছতে যায় না ? বোনায়ের সঙ্গে ভাব বোলে লচিয়া ধোপানী যার আমাকেও কত ভালবাসে! একদিন এক সের গুড় খেতে দিয়েছিল।

থাণ্ডারী। কি মিনসে লচিয়ার বাড়ী গেছে—নিঘিন্নে মিনসের কি কিছু বাকী নাই ? ধোপানী—গায়ে সাজিমাটির গন্ধ—ঘরে চোনার পুকুর। আহা ঐ গাধা কটা আমায় বের সময় মা যৌতুক দেছল, অধর্ম্মে মিনসে সেইগুলো মাথায় করে দিতে গেল কিনা লচিয়া ধোপানীকে !

ঢুণ্টি। আমি কি বল্লুম গাধা দিতে গেল !

থাণ্ডারী। ওরে ও হাড়হাবাতে সে বুদ্ধি তোর যদি থাকবে তবে তোর নাম ঢোঁটা হবে কেন। আট মেয়ের পর ব্যাটা। বাবা ত বেশ আদর করে নাম রেখেছিল ঢুণ্টিরাম—তোর নিজের বুদ্ধির দোষেই ত ঢুঁটিয়ে গেলি। মিলিয়ে রাখা রে মিলিয়ে রাখা, আমার নাম থাণ্ডী তাই তোর নাম ঢুণ্টি—আমার কোলে তুই হয়েছিলি কিনা—

ঢুণ্টি। কি কোথায় হয়েছিলুম ?

থাণ্ডারী। আমার কোলে। আমি অষ্টম গর্ভে, তারপর আমার কোলে তুই হলি।

ঢুণ্টি। ও বাবা মা বলতো ঢোঁটা তুই আমার পেটে হয়েচিস, —আবার তুমি বলছো আমি তোমার কোলে হইচি—ও দিদি তবে আমি কবার হয়েছিলুম ?

থাণ্ডারী। মুখে আগুন—বুদ্ধির মুখে আগুন। হ্যাঁরে সেই ধোপানী বেটী দেখতে কেমন রে ?

ঢুণ্টি। এই কতকটা—এই বিটিয়া মামীর মতন।

খাণ্ডারী। আমর মুখপোড়া বিটিয়া মামী যে দেখতে বেশ—রং টকটক কচ্চে।

টুন্টি। তা আমি কি বলচি লচিয়া তোমার মতন কাল?

খাণ্ডারী। হ্যাঁরে গতরখেকো নেমকহারাম! দুবেলা আমার কাঁড়ি গেল আর আমায় বলছ কাল!

টুন্টি। কেন তুমি কি কাল বল্লে রাগ কর? তা হোকনা লচিয়া ফরসা—রাঙা রং নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? তোমার মতন অমন নথও নেই ঝুমকোও নেই—কাঁচুলিও নেই—অমন গলাও নেই—আর এখনও কুড়ি বচ্ছর তপিস্যে করুক তবে তোমার বয়েস পাবে—তুমি রাগ কর কেন দিদি?

খাণ্ডারী। ঝেঁটিয়ে বিছিয়ে দেব—চুপ করে থাক বলছি—ভাল কাজের বেলায় কথা বেরোয়না এদিকে পাকাম দেখনা! আজ আসুক মিনসে, একবার বাড়ী ফিরুক না—তারপর একবার তোকেও দেখে নেব তাকেও দেখে নেব—ঝামা পাথরের ওপর দুজনের মুখ ঘসড়াব। ধোপার বাড়ী—ধোপার বাড়ী—আমায় ছেড়ে ধোপার বাড়ী—

টুন্টি। তা রাগ কর কেন দিদি তোমায় ছেড়ে বোনাই ধোপার বাড়ী গেছে বৈত নয়। একেবারে ত আর যাবে না, আবার ঘরেইত ফিরে আসবে। এই কালো হোয়ে গেলে কাপড় গুলো ছেড়ে ধোপার বাড়ী দিইনা, তার পর দিন ফরসা হয়ে ত আবার ফিরে আসে—ভালইত।

খাণ্ডারী। তবেরে আঁটকুড়ির বেটা আমার সঙ্গে ঠাট্টা—আমি কাল, আমায় ছুঁলে লোকে কালো হয়—তাই তোমার বোনাই ধোপার বাড়ী গেছে? ও সব কথা তুই পেলি কোথা?

সেই নরুকে মিনসে শিখিয়ে দিয়েছে বুঝি? মরেছ, বোনায়ের সঙ্গে এক জোট হয়েছ। হাঁরে ছোঁড়া বোনাই দেখলি কোত্থেকে? সেও ত এই দিদি দিদি দিদি থেকে—এই কালো দিদি, বুড়ো দিদি, খেঁদা পেঁচা দিদি ছেলো তাই বোনাই পেইছিলি।

টুণ্টি। তাকি আমি বলছি যে—না? তুমি খালি আমায় গাল দাও আর কাঠের চেলার বাড়ী মার। একটা ভাই একবার মার পেটে হয়েছি আবার তোমার কোলে হয়েছি—তবু তুমি দূর ছাই কর—আমি যার মরি তোমার জন্যে লোকের সঙ্গে কত ঝগড়া কোরে—অ্যাঁ অ্যাঁ উঁঃ উঁঃ।

খাণ্ডারী। নে নে কাঁদিসনি কাঁদিসনি তুই আমার দিকে না টানিলে কে টানবে? তোর ভালোর জন্যেইত বলি। ঐযে বলে "ভাই ভাই ভাই মার পেটের ভাই, এমন জন থাকতে কেন পরের মাথা খাই"। তা তুই যদি আমার জন্যে ঝগড়া না কর্ব্বি ত কর্ব্বে কে?

টুণ্টি। এই একদিন পণ্ডিতদের ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে কর্ত্তে সে আমায় বলেছেল যে বোনায়ের ভাত খেয়ে ঢোঁটার বড় তেল হয়েছে, আমি বল্লুম তুই জানিস্—বোনাই কে?—আমি দিদির খাই।

খাণ্ডারী। বেশ বলেছিস, খুব বলেছিস, আরো কিছু শুনিয়ে দিতে পারলিনি?

টুণ্টি। দিলুম না? বল্লুম আমাকে বোনাই দেখাস কি? জানিস আমার দিদির নাম খাণ্ডারী, দিদি মনে করলে একটাত একটা আমায় অমন দশটা ছুটা এগারটা পাঁচটা বত্রিশটা বোনাই করে দিতে পারে।

খাণ্ডারী। দূর হতভাগা বুদ্ধি দেখ—ও কথা কি বলতে আছে? একালে কি আর তা হয়? শুনেছি মহাভারতে হোত—এটা যে পাপ কলিকালরে—

[illegible]ণ্ট। (নেপথ্যে দেখিয়া) ওঃ দি[illegible] ঐ হুস মুস কোরে কটা মিন্সে আসছে—ওঃ বাবা বুঝি কো[illegible] লোক। (পলায়ন)

খাণ্ডারী। হতভাগা ওঃ হতভা[illegible] সঙ্গে নিয়ে যা তুই যে পুরুষ মানুষ— [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

পদ্মনাভ ও হরজনদাস।

হর। তা অধর্ম্ম টুকু আমার কাছে পাবেন না, যেমন আধা আধি বখরার কথা ছিল তাতো ঠিক বুঝিয়ে দিলুম, তবে ঐ যা বল্লুম গাধা কটার উপর আমার বড় মায়া, ছেলেবেলা থেকে মানুষ মুনুষ করেছি, তাই ছেড়ে দিতে প্রাণটা কেমন কচ্ছে।

পদ্ম। তাইতো আমার অংশের ভৃত্যটাকে বড় ভালবাস বল্লে সুতরাং তাকে ছেড়ে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার মোহরের মোটটাও কাজে কাজেই ছেড়ে দিতে হলো, এখন আবার গাধা পাঁচটা নিয়েও গোল দাঁড়াচ্ছে, ওদের উপরও বড় মায়া বলছো।

হর। উঃ ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর মায়া—ঐ গাধা আমার বুকের আধখানা।

পদ্ম। ভাল গাধা নিয়ে আমিই বা কি করব, তোমায় ছেড়ে

দিয়ে যেতে পারি কিন্তু তাহলে ধনের ছালা গুলো নিয়ে যাই কি করে ?

হর। তাইতো একে গাধার বোঝা আর আপনার ব্রহ্মগতর, পাঁচ পাঁচটা ছালা নে যাবেনই বা কি করে ? হায় হায় মানুষের কি ভ্রম, পাঁচ পাঁচটা কৃষ্ণের জীব, অনায়াসে তার মায়া ত্যাগ করতে পারলেন, আর ঐ ক' ছালা সোণা জহরতের লোভ ছাড়তে পাচ্ছনা ? ঠাকুর জীবের চেয়ে কি অর্থ বড় হলো ? সোণাতো হাতের ময়লা। আচ্ছা ঠাকুর ! এই দশ বোরাই ধন সব তোমায় দিচ্চি তার ওপর আরো আমার ধূলো গুঁড়ো যা আছে তাও নয় দিচ্ছি। কৈ একটা গাধা—গাধা চুলোয় যাক একটা পিপড়ে তৈরী করে দাও দিকিন আমায়।

পদ্ম। ইস আবার তত্ত্বজ্ঞানটুকুও বেশ আছে দেখছি যে !

হর। সব আছে ঠাকুর সব আছে। অন্য জায়গায় ভিক্ষে টিক্ষে করে খেয়ে দেয়ে এসে এক একবার আমার কাছে এসে বসোনা অনেক কথা শিখতে পারবে।

পদ্ম। বটে ? তবে নিজে অর্থের জন্য অত হা হা কর কেন ?

হর। আমি করি বলে কি সবারই তাই করা উচিত ? ঐ যে আগে বলেছি আমি নিজেকে বড্ড ভালবেসে ফেলেছি, ফেলেছি, তার আর উপায় নাই। যাকে ভালবাসা যায় তাকে কি দিয়ে থুয়ে আশ মেটে, ঐ যে কি গান আছে না, ভালবেসে—এঁ—এঁ—এঁ (গীত)

পদ্ম। ওকি গান ধরলে যে! তাহলে দেখছি আর আমায় এখানে থাকতে দিলে না।

হর। ভালবেসেরে এঃ এঃ এঃ মাঃ মাঃ মাঃ আঃ আঃ আঃ মলেরে এঃ এঃ ভালবেসে এঃ—

পদ্ম। থাম হরজনদাস থাম, আমার মোহরের ছালায় কাজ নেই তুমি থাম।

হর। প্রাণ যায় প্রাণ যায়রে এ ওরে প্রা আন্ প্রা আ আ ন্ আ ন্ আন্।

পদ্ম। সমস্ত মোহর তুমি নাও, গান থামাও, আমি পলাই।

[প্রস্থান।

হর। (পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া গীত) ওরে আপশোষে প্রাণ ধুম তা না না ধুম তা না না না—

হর। বিটলে বামুন, তুমি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যাবে? কেমন বাগিয়ে জুগিয়ে সব আদায় করে নিয়েছি। প্রথমে দুএকটা সরষে পড়া মেরে দেখছিলুম, তারপর আসল মন্ত্র ঝাড়তে হোল। ওরে তুইত ভিখিরী বামুন বৈত নয়, আমি মনে করলে গান গেয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাড়াতে পারি। ঐ যে বাড়ীতে রইছি, ভূতের ভয়ে কেউ ভাড়া পর্য্যন্ত নিতোনা, জলের দামে কিনলুম। দিন দুতিন হাড়খানা ইটখানা পড়েছিল বটে—তারপর বল্লুম, বটে ভূত! রোস দেখাচ্ছি—বাস তানপুরো নিয়ে বসে গেলুম—বাপ বাপ বলে ভূত পেত্নী বেম্মদত্তি যে যার পথ দেখলে। এই বার সবই আমার। নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সব পুঁতে ফেলি। আরে ও ঘাসিয়া নে নে মোট ওঠা চ—না না দাঁড়া দাঁড়া, রোস রোস, হায় হায়, ই'স ভারি ভুল করিছি। ওঃ তাই বামুন ঝাঁ কোরে মোহর গুলো ছেড়ে যাচ্ছে। বিটলে বেটা আসল জিনিষ হাত করে রেখেছে কি না। সেই যে মুটোর ভেতর তেলের মতন কি দুটো শিশিতে লুকিয়ে রেখেছে—বখরার বেলা তার নাম পর্য্যন্ত করেনি। ও বুদ্ধু দৌড় দৌড় বুড়ো বেশী দূর যেতে পারেনি, তিন লাফে যা,

বামুনকে ধরে আন। বলিস বড় দরকার। ছাড়িসনি—পায়ে ধরে ফেরাবি। নিশ্চয় ও ভেল্কির তেল, একটা নোয়ায় ঠেকালেই সোণা হয় আর একটা পাথরে মাখালেই মাণিক হয়। তাই বলতে না কইতে ছালা ছালা ধন ওমনি দান করে গেলেন। হয়ত সত্যবতী মাগীকে খানিক করে ঢেলে দিয়ে যাবে। তাহোলেই সর্ব্বনাশ সর্ব্ব-নাশ সর্ব্বনাশ—মাগী রাতারাতি সোণার সাততলা করে ফেলবে। মাণিকের দরজা, পান্নার আওয়াজি—গেলুম গেলুম ও বাবা হীরের গম্বুজ—এ আমি চোখে দেখতে পার্ব্বোনা—শেঠগিন্নির এ জাঁক আমি চোখে দেখলেই দম ফেটে মরে যাব তার চেয়ে কানা হয়ে থাকা ভাল।

(পদ্মনাভের পুনঃ প্রবেশ)

পদ্ম। আবার কি? আর কোন গান মনে পড়েছে নাকি?

হর। ভয় নেই ভয় নেই আর গান গাবো না—ঠাকুরের বেম্মকান কি না ভূতের মন্ত্র টন্ত্র শোনাই অভ্যাস, প্রেমের গান শুনেই একেবারে চটে গেছে। বলছিলেম কি রাগ কর্ত্তে কি আছে তোমরা গো-ব্রাহ্মণ লোক তোমাদের অত রাগতে নেই। নিয়ে যাও তোমার বথরার ছালাগুলো নিয়ে যাও, গাধার পিটে দিয়ে নিয়ে যেতে চাও তাই যাও।

পদ্ম। না আর আমার ওতে প্রয়োজন নেই। আমার বাক্য বিফল হয় না, যখন একবার দিইছি তখন কি আর নিতে পারি।

হর। এই নাও এখনও ঠাকুরের রাগ পড়েনি। (নে-অ) ওরে ঘাসিয়া এক আঁজলা জল নিয়ে আয়, মাথায় জল দাও ঠাকুর জল দাও। রাগ বড় শত্রু, রাগলে পয়সা জমান যায় না

রাগতে আছে ? নাও নাও না হয় আমার থেকে আর দুছালা বেশী করে দিচ্ছি।

পদ্ম। অকস্মাৎ এ বদান্যতা কেন ? তোমার অভিপ্রায়টা কি ? আমার কাছে আর কিছু প্রার্থনা আছে নাকি ?

হর। দেখেছ ঠাকুর অন্তর্য্যামী কি না, অমনি ভোজবিদ্যের জোরে মনের কথা জানতে পেরেছেন ! প্রার্থনাটা কিছুই নয় এমন, তবে যখন একটা ভাগ বাঁটরা হোল, তখন আর একটা আধটা বাদ দিয়ে কেন হয়—সব জিনিসের হোলেই ভাল হয় না।

পদ্ম। আর ভাগবাঁটরা কই, সবই ত তোমাকেই ছেড়ে দিয়ে গেলুম।

হর। ছেড়ে আর দেওয়া কি, ওত ঠাকুর তোমারই সব রইল, আমি শুধু যকের মত আগলে থাকব বৈত নয়—ও থেকে আমি যদি কাণা কড়িটি খরচ করি ত আমার দিব্যি আছে। তুমি ঠাকুর যখনি আসবে তখনই তোমার জিনিস দেখে যেতে পার্ব্বে, এখন কথাটা হচ্চে দুটো শিশি যে দেখেছিলুম সঙ্গে—হেঁ হেঁ হেঁ—তুচ্ছ জিনিস, তুচ্ছ জিনিস—

পদ্ম। ওঃ! সেই তৈল তা নিয়ে তুমি কি কর্ব্বে ?

হর। এই রুক্ষি টুক্ষি হলে একটু বেহ্মতলায় থাবড়ে দেব, আর বেশী কাজ কর্ম্ম না থাকলে একটু নাকে দিয়ে ঘুমব।

পদ্ম। এ তৈল সংসারীর জন্য নয় এর একটু বিশেষ ভৌতিক গুণ আছে।

হর। বলি ভুতুড়ে গুণ আছে বলেই ত এতটা খবর নিচ্চি ঘানির তেল হলে আর কলুবাড়ীতে তার অভাব কি ? বলছিলেম তোমার আদুরে সত্যবতীকে পাতার ফুট ত শিখিয়ে দিয়েছ, আমি

ত আর নেহাৎ তোমার সতীনপো নই, তেলটা আমায় না হয় দিলেই বা।

পদ্ম। দেখ তুমি যা ভাবছ তা নয়—এ কিমিয়া তেল নয়, যে এর সাহায্যে স্বর্ণ রজতাদি প্রস্তুত করবে। বল্লুম ত এ ভৌতিক তৈল, একটী পাত্র হাতে অল্পমাত্রা চক্ষে লেপন করলে মুহূর্ত্তের জন্য পৃথিবীর রজত কাঞ্চন মণিমাণিক্যাদির মূল ভাণ্ডার দৃষ্টিগোচর হয়। ভৌতিক বলে তৈলসিক্ত চক্ষু মনুষ্যের দুর্গম্য সেই দেবগিরি প্রবাহিত কাঞ্চন নির্ঝরাদি দর্শন করতে পারে।

হর। অ্যাঁ অ্যাঁ তবে আমার চোখে দাও, দাও—কুবেরের পাহাড় দেখতে পাব? দাও ঠাকুর দাও, চোখে তেল দাও।

পদ্ম। সেই প্রস্রবণ নিঃসৃত দ্রবীভূত কাঞ্চন রত্নাদি ধরার নদ নদীর জলের সহিত মিশ্রিত হয়, কালে সে জলাশয়াদি শুষ্ক হয়ে আকরে পরিণত হয়; এ দেবপর্ব্বত মনুষ্যের অগম্য তবে তোমার তা দেখে লাভ কি?

হর। বোকোনা ঠাকুর বোকোনা—শীঘ্র দাও, তেল দাও, নৈলে ভাল হবে না বলছি। আমি দেখব, একবার দেখব এ সোণার ফোয়ারা হীরের ঝরণা দেখে জন্মের মত কাণা হয়ে থাকি, একেবারে মরে যাই সেও ভাল, তবু দেখব।

পদ্ম। হরজন দাস! 'মানব জন্মগ্রহণ করে তুমি অনন্যমনা হয়ে কেবল অর্থই কামনা করেছ। সুখ চাওনি, ভোগ চাওনি, যশ মান বংশ ধর্ম্ম পুণ্য সব তুচ্ছ করে এক মাত্র কাঞ্চনকেই ইষ্টদেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করে তার আরাধনা করেছ, তাই তোমাকে অর্থ দিলেম। লোক চক্ষু মনুষ্যজ্ঞানের বহির্ভূত অতি গুপ্তস্থান হতে অপরিমেয় রত্নরাশি অযাচিতভাবে তোমায় দান করেছি তবু কি

তোমার তৃপ্তি নাই? হৃদয়ে লোভ রিপুকে এতই প্রবল হোতে দিয়েছ যে আশা আর কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না।

হর। ও ধর্ম্ম শাস্ত্র ঢের শুনেছি ঠাকুর, এখন তেল দাও—তেল দাও। তুমি ভিখিরী বামুন বুঝবে কি, আশা কি কখন মেটে—আশা ফুরুলে কি আর মানুষ বাঁচে? এই যে একটা কি গান আছে বলে (সুরে) হুঁ হুঁ হুঁ ওরে আশা—হুঁ হুঁ হুঁ—

পদ্ম। চুপ চুপ স্থির হও, আর তোমার গান গাইতে হবে না। সুর ব্রহ্ম, যে সুরকে বিনাশ করে সে ব্রহ্মবধের পাপে পাতকী হয়—তার নিকট তিলার্দ্ধ অবস্থান কর্ত্তে পারিনি—একান্ত দেখতে চাও—দেখে চির জীবন লোভ ও নৈরাশ্যের জালায় জলতে চাও—এস তোমার চক্ষে তৈল লেপন করে দিচ্ছি।

হর। দাও ঠাকুর দাও, বেঁচে থাক ঠাকুর—দাও আগে চোখে দাও, তারপর শিশিটা দিতে হবে কিন্তু—

(পদ্মনাভ কর্ত্তৃক হরজনদাসের চক্ষে তৈল লেপন ও রত্নগিরির দৃশ্য প্রকাশ)

হর। অ্যাঁ একি! ধর ধর আমি মারা গেলুম।

(দৃশ্য অন্তর্হিত)

কৈ! কোথা গেল কোথা গেল! আমায় একবার নে যাও। আমি আঁজলা কোরে সোণার জল খাব, মাণিকের ঝরণায় ডুব দিয়ে দম আটকে মরবো—ও ঠাকুর কি করলে কেন লুকুলে, ও ঠাকুর সব নাও—আমার বাড়ী ঘর ধূলো গুঁড়ো যা আছে সব নাও। খালি আমায় ঐ পাহাড়ে পৌঁছে দাও, আমি বসে বসে ঝরণা দেখব।

পদ্ম। বল্লেমত মুহূর্ত্তমাত্র দেখতে পাবে। ওস্থানে যাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। এখন বাড়ী যাও, আমিও চল্লেম।

হর। বটে আর একটা শিশি বাকী আছে, মনে করেছ ভুলে গেছি—খালি বাজি দেখিয়ে সরে পড়বে বুঝি? আসলের বেলায় নবডঙ্কা।

পদ্ম। এ পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করোনা, এই তেল অতি

হর। ভয়ঙ্কর বৈ কি বুঝতে আর পাচ্চিনি—ঐ তৈল একটু চোখে দিলেই ঐ পাহাড়ে যাওয়া যায় না?—আপনিত যাবে আর বুঝি সত্যবতীকেও নিয়ে যাবে—তাই হেনস্থা কোরে মোহরগুলো দিয়ে গেলে—অমন দাতাগিরী সবাই পারে, অভাব কি বাবা, ওই পাহাড়ে যাবে আর ঝরণা থেকে ঘড়া ভোরে ভোরে আনবে, দাও সোণামণি নীলমণি আমার, আমার প্রাণের গোপাল কালাচাঁদ দাও একটু তৈল দাও—তোমার ত আর ক্ষয় হবে না বাবা, যে ঝরণার তোড় দেখলুম যদিই বা দু পাঁচশো ঘড়া নিই কতই বা তোমার কমে যাবে বাপ?

পদ্ম। অবোধ! বুঝতে পাচ্চোনা এ তৈল স্পর্শ মাত্র চক্ষু জন্মের মত অন্ধ হয়।

হর। এইটে কি ভাল হচ্চে ঠাকুর, একটু জান শোন বলে কি আমায় বোকা বানাতে হয়।

পদ্ম। হরজনদাস আমি কি তোমায় প্রতারণা করে আসছি? ঐ যে স্তূপে স্তূপে কাঞ্চন রত্ন রাশি তুমি বাড়ী নিয়ে যাচ্ছ, ও গুলোর কি তোমার চক্ষে মূল্য নাই।

হর। হাঁ হাঁ তুমি ভারি সাধু—সেবারে ইচ্ছে দুটোর অমনি গোলমাল করে দিলে।

পদ্ম। সেইরূপ বিপরীত বুদ্ধি আবার তোমার আসছে। মনে করলে রাজচক্রবর্ত্তী হতে পারতে, আরও উচ্চাভিলাষ থাকলে বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ কর্ত্তে পারতে, কিন্তু ক্রূর বুদ্ধির বশে খঞ্জ হোলে। এবারে অতুল ধনরাশি দিয়েছি, মনুষ্য চক্ষে যা কেউ কখন দেখে নাই তা তোমায় দেখিয়েছি, কিন্তু ক্রূর বুদ্ধি তোমাকে অন্ধ হোতে পরামর্শ দিচ্ছে, এখনও বলছি হরজনদাস আর না আর না। মনুষ্যকে দুর্ব্বলচেতা জেনে দেবগণ অনেক সহ্য করেন, অনেক ক্ষমা করেন, মাতা যেমন জ্ঞানহীন শিশুর অন্যায় কামনা পূর্ণ করেন, জগন্মাতাও তেমনি মানব সন্তানের অবৈধ কামনাও সময়ে সময়ে পূর্ণ করেন ; কিন্তু সকলেরই সীমা আছে। হরজনদাস! লোভেরও সীমা আছে, কামনারও সীমা আছে। হিরণ্যের হিমালয় অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান চক্ষুরত্ন লোভে পড়ে হারিওনা ; গৃহে যাও আমি চল্লেম।

হর। যাবে বৈকি! শিশি রেখে যাও, ভালমানষির কেউ নও বটে। আমার নাম হরজনদাস আমি ব্রহ্মহত্যার ভয় করিনা, তোমায় খুন কর্ব্বো দেবতা টেবতা আমি ঢের দেখেছি। একবার এসতো বামুন, শিশি দাও কিনা দেখি ঘাসিয়া বুদ্ধু কোথায় গেলি লাঠি নিয়ে আয়—

(পদ্মনাভকে আক্রমণ)

হাত বার কর বলছি (শিশি কাড়িয়া লইয়া) যাও ঠাকুর দূর হও, দূর হও।

পদ্ম। একান্ত সৎপরামর্শ শুনলে না এখনও ক্ষান্ত হও।

হর। মর বামুন কোথাকার ভাল বেহায়া দূর বল্লে দূর হয় না।

পদ্ম। তবে যাই।

হর। হাঁ হাঁ হাঁ। এইবার মাল পেয়েছি আর তোমার তোয়াক্কা রাখিনি।

পদ্ম। কর্ম্ম ফল! সতীর শাপ খণ্ডন করা আমারও অসাধ্য।

[প্রস্থান।

হর। বেটা ছিনে জোঁক, আমি যাই তাই তাড়িয়েছি এবার হরজনদাস মনে যত আশা আছে সব পূর্ণ কর। সোণার ফোয়ারা হীরের ঝরণা, দেখছি শেঠ গিন্নী তোমার দেখিয়ে দেখিয়ে অতিথ খাওয়ান, তোমার বাস ওঠাব কাশ্মীর ছাড়া করব। অনেক শালা কৃপণ বলে দেমাকে আমার সঙ্গে কথা কয় না। সব দেখে নেব, সর্ব্বনাশ কোর্ব্বো, সর্ব্বনাশ কোর্ব্বো, বেটা বলে যে তেল চোখে দিলে কাণা হবো; তুমি তাই অতি যত্ন করে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে কাণা হবার জন্যে—না? সোণার ঝরণা হীরের ফোয়ারা, এই কাণা হচ্চি দেখনা, এসত তেল মামীর মার খেল একবার চোখে লাগাই তোমায়। (লেপন ও রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার) অ্যাঁ অ্যাঁ একি নিবে গেল, স্থয্যি নিবে গেল, গাছ পাহাড় নদী জল সব নিবে গেল, এই যে ছেল কোথা গেল, পৃথিবী কোথা গেল।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

মিহির।

মিহির। কে এই ব্রাহ্মণ? সত্যই কি পিতৃবন্ধু—না ছায়াবাজী দেখিয়ে আমায় ভোলালে? এ প্রতিমা অন্বেষণ—পাগলের-

প্রলাপ, না যথার্থই জনকের আদেশ? একবারত জন সমাজে পাগল উপাধি লাভ করে এলুম—আবার কি বেরুব? পরমোপকারী মহদন্তঃকরণ পুরুষোত্তম রায়ের কাছে এবার আর আত্মগোপন করে থাকতে পারিনে—স্নেহের বিপুল বলের সমক্ষে অভিমান পরাস্ত হয়ে গেল। ওঁরা বলেন বিবাহ করলে পিতৃঋণ পরিশোধ হয়। বিবাহ! ছায়াকে কি বিবাহ করা যায়? সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় গৃহধর্ম্মের সঙ্গিনী হবার জন্য কি ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে? অমিয়ার পুতুল পাছে জড়ের পরশে মলিন হয়—স্বর্গের সুষমা রাশি পাছে আমার বাসনার বাতাসে মিলিয়ে যায়—এই ভয়ে বালার অঞ্চল স্পর্শ কর্ত্তে, তার নিকটে যেতেও আমার সাহস হয় না। প্রীতির কুসুম রাশি চরণে ঢেলে ছায়াকে আমি পূজা করতে পারি—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, নিষ্কাম হয়ে আমার নিয়তির লীলা পর্য্যন্ত ছায়ার পানে চেয়ে থাকতে পারি—কিন্তু বিবাহ! ছি ছি! পদ্মপরাগাঘাতে যে অঙ্গে ব্যথা লাগে, সেই অঙ্গ আমি বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করব—বৈজয়ন্তের জীবন্ত স্বপ্ন আমি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুতে পরিণত করব? যার চরণ স্পর্শে অপ্সরাবাসও পবিত্র হয় সে কঠোর শয্যার সঙ্গিনী হয়ে আমার নিঃশ্বাস কলুষে শুকাতে থাকবে?

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া। অ্যা ছিঃ! মশায় একটা প্রেমিক লোক হয়ে অমন ভাল ভাল জাঁকাল কথা গুলো একটা মুটে মজুরের কাছে বলে বাজে খরচ কচ্চেন।

মিহির। অ্যাঁ মুটে মজুর! কে সে? তুমি কে?

মায়া। আপনি অনেকক্ষণ ধরে বাতাসের সঙ্গে কথা কচ্চেন

কিনা তাই বলছিলেম। বাতাসটা মুটে মজুর বৈত নয়—আপনার কথা বয়ে এনে আমার কাণে পৌঁছে দিতে পারে আর আমার কথা ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে আপনার কাণে তুলে দিতে পারে—ওর সাধ্য কি যে আপনার মহা নিগূঢ় প্রশ্নের উত্তর দেয়। তার ওপর আপনি বড় বড় সমাস সন্ধির বোঝায় বেচারীকে এমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন যে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে সে আমার ছোট্ট কাণটির ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

মিহির। চিনিছি, চিনিছি আপনি সেই—আপনিই প্রথমে আমাকে—

মায়া। চার চোখে এক—প্রেমের এই আঁক কসা টুকু বুঝিয়ে দিয়েছিলুম; তাই বলছিলুম যে ও তত্ত্বের যদি কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় ত আমায়ই করুন, নৈলে বাতাসের কাছে উত্তর প্রত্যাশা একটু বাতাস লাগা বা বায়ুবৃদ্ধির লক্ষণ।

মিহির। বাতাস কেন দেবি?

মায়া। ইস্ ভক্তিভাবের কিছু বাড়াবাড়ি দেখচি—একজনকে ত ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করা হচ্ছিল, আবার আমায়ও দেবী করে তোলা হচ্চে! অত দূরে দূরে নয়—একটু কাছে এস—আমাকে সখী বল।

মিহির। সখি, আমি আমার হৃদয়ের সঙ্গেই কথা কচ্ছিলেম, যখন তুমি আমার মনোভাব জানতে পেরেছ তখন আর বলতে কি—

মায়া। থামলে কেন বলেই ফেলনা—হৃদয় মশায় কি বল্লেন শুনি?

মিহির। আপনি—

মায়া। আবার! কাছে এস—কাছে এস।

মিহির। তুমি সেই বাপীতটে আমায় যে শোভাময়ী প্রতিমা দেখিয়েছিলে, আমার হৃদয় বলে সে প্রতিমা পূজার—ভোগের নয়।

মায়া। তুমি বীণ্ বাজাতে পার?

মিহির। না।

মায়া। তাই হৃদয়ের একটা আল্‌গা তারে ঘা মেরে বেস্থরো আওয়াজ শুনেছ। বীণে যেমন স্থর না বাঁধলে তার প্রাণের ভাষা শোনা যায় না—হৃদয়ের আসল কথা শুনতে হলেও তেমনি তার স্থর বাঁধা চাই। কেউ তোমার ভাল করে কান মুচড়ে দেয়নি, তাই তার গুলো এলোমেলো হয়ে আছে।

মিহির। স্থরেই বলুক আর বেস্থরেই বলুক তাতে আমায় আর কি এসে যাবে। দেবতার নাম, পিতার নাম গ্রহণ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি হীরক প্রতিমা এনে শূন্য পীঠে প্রতিষ্ঠা করব—তার পূর্ব্বে আমার নিজ গৃহ প্রবেশে ধর্ম্মতঃ অধিকারই নাই।

মায়া। হাঁ হাঁ সেবারে ঐ রকম কি একটা ব'লে পুকুরপাড় থেকে ছুট মারলে বটে—তা কি হোল—প্রতিমা পেলে?

মিহির। না সেরূপ হীরক প্রতিমা কোথাও নাই।

মায়া। কি আশ্চর্য্য সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে একখানি নির্ম্মল প্রতিমা তোমার চোখে পড়ল না!

মিহির। নির্ম্মল প্রতিমা! আমি হীরক প্রতিমার অন্বেষণে গিয়েছিলেম।

মায়া। ঐ হোলো বিশুদ্ধ হীরকই স্বচ্ছোজ্জ্বল নির্ম্মল—বিশুদ্ধ হীরকই দুষ্প্রাপ্য অমূল্য।

মিহির। অমূল্য! অমূল্য! ঠিক ব্রাহ্মণের আদেশে ত আমি

পড়িল প্রেমের দৃষ্টি, প্রেমেতে হইল সৃষ্টি,
প্রেম বৃষ্টি বিশ্বমাঝে করেন ঈশ্বর।
প্রেমে ভ্রমে গ্রহগণ, পরস্পরে আকর্ষণ,
প্রেমে জাগে রবি শশী ধরা মনোহর॥
প্রেমেতে সমীর বয়, প্রেমে বারি বরিষয়,
গিরি গাত্র ভেদি নদী সাগরেতে ধায়।
গগনে তারকা ঝলে, ধরা শোভে ফুল ফলে,
প্রেমেতে জলদ কোলে বিজলী লুকায়॥
আশ্চর্য্য এ জীবরাজ্য, পবিত্র প্রেমের কার্য্য,
প্রেমময় বিশ্বেশ্বর জনক যাহার।
জাগে প্রেম জীব বক্ষে, তাই হয় সৃষ্টি রক্ষে,
অলক্ষে সখ্যতা সূত্রে বাঁধা বিধাতার॥
আছে প্রেম মাখামাখি, তাই সুখী পশু পাখী,
চারুলতা তরুগতা প্রেম পিপাসায়।
প্রেমাবেশে এলোকেশে, লজ্জাবতী চায় হেসে,
হরষে পুরুষ প্রেমে চরণে লুটায়॥
স্বর্গে বসে প্রজাপতি, সৃজিছেন পত্নীপতি,
বসুমতী মাঝে হয় দম্পতি মিলন।
দেখা শুনা নাই আগে, পলকে প্রণয় জাগে,
রাতারাতি এক হয় অচেনা দুজন॥
সখা সখি ভগ্নী ভাই, ছাড়াছাড়ি ঠাঁই ঠাঁই,
এমন আত্মীয় নাই দম্পতী যেমন।
কোথা বর কোথা কন্যা, একেবারে এলো বন্যা,
উথলে প্রণয় জল দুজনে মগন॥

নব প্রেম অনুরাগে, নবীন উৎসাহ জাগে,
জীবন যৌবন জাগে উভয়ে পাগল।
এ ওর মঙ্গল চায়, নিজ সুখ ভুলে যায়,
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে মোহেতে বিহ্বল।
কাঁদিতে পরের তরে প্রেম শিক্ষা স্থল॥

মিহির। কিন্তু আমার প্রতিমাকে যে আমি পূজা কর্ত্তে চাই।

মায়া। বেশত তবে দূরে থেকে ফুল ফেলবে? অঞ্জলী ভরে ভালবাসা নে যাও—কাছে, খুব কাছে তার প্রাণের ভেতর বসে পূজো কর। এ বড় মজার পূজো—তুজনেই উপাস্য, তুজনেই উপাসক; তুজনেই দেবতা, তুজনেই ভক্ত।

মিহির। ছায়া ব্রাহ্মণের হস্তে—প্রতিমা না আনতে পারলে ব্রাহ্মণ আমায় চিনবেনই না।

মায়া। তা ঠিক—প্রতিমা না চিনলে ব্রাহ্মণ তোমায় চিনবেন না।

মিহির। কিন্তু তুমি কে আমি যে চিনতে পাচ্চিনা।

মায়া। ঐখানেই ত একটু খুঁত আছে আমায় ভাল করে চিনলে প্রতিমাও চিনতে, আমায় ভাল করে চিনলে কি বিধবা মাকে কাঁদাতে, ঘরের দরজায় এসেও তার কাছে যেতে না।

মিহির। মা মা! আমি কুসন্তান।

মায়া। বস্ আর কি—আত্মধিক্কার করেছ ত, যথেষ্ট হয়েছে, মাকে ভালবাসার অন্ত হয়েছে, ঘরে বসে মাগীর প্রাণ জল হয়ে গেল এতক্ষণ।

মিহির! কে তুমি? তুমি কি কুহকিনী?

মায়া। আমি কুহকিনী, মায়াবিনী, জগৎ ভোলানী, জাগে

জড়ানী, আমার নাম হাসি কান্না সুখ দুঃখ স্নেহমমতা ; আমার নাম ভালবাসা আমার নাম আশা ; এই এক কথায় আমার জন্যেই যাওয়া আসা।

মিহির। একি পাগল নাকি!

মায়া। হাঁ নিজে কতকটা বটে, কিন্তু যারে পেয়ে বসি সে একবারে বদ্ধ। একজনের পেটের পাগলামী খানিকটা বুকে তুলে দিয়ে এসেছি, তোমাকেও গোটা কতক মাষকলাই ছুড়ে মেরে গেলুম। পঞ্চবাণের অগ্নিও নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু আমার বাণ সাথের সাথী। কায়া যায়ত মায়া যায় না।

[প্রস্থান

মিহির। গেলে কেন গেলে কেন? কি কথা কয়, কি বলে, কে এই বালা? এখনও কি স্বপ্ন? সেই রামবাগের দেবদারু ছায়ায় শয়ন করে যে স্বপ্নের আরম্ভ হয়েছে আজও কি তার শেষ হয়নি? সত্যই কুহকিনী, বুঝি সত্যই বাণ মারলে। মা কেবল কাঁদেন, শুনে আমার বুকের ভেতর যে কেমন কচ্চে, মাকে দেখবার জন্যে প্রাণ যে বড়ই কেঁদে উঠছে! না না আমি ধন চাইনি, ঐশ্বর্য্য চাইনি। পিতৃদেব, ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন, আমায় আদেশ দিন আমি মার কাছে থেকে, আমার মায়ের সেবা করি, আমার দুঃখিনী জননীর জন্যে ললাটের স্বেদ বিসর্জ্জন করে জীবিকা অর্জ্জন করি। ব্রাহ্মণ! কেন আমায় গুপ্ত ভাণ্ডার দেখিয়ে লোভে ফেলেছিলে? তোমার ধন রত্ন নিয়ে হরির লুট দাও জগতে দরিদ্রের অভাব, লোভীর অভাব নাই—কোটী কোটী ব্যগ্র কর প্রসারিত হয়ে তোমার দান আহরণ কর্ব্বে। আমি আর হীরের পুতুল সোণার পুতুল খুঁজে বেড়াতে পারি না। দাও ব্রাহ্মণ আমার মার

কাছে থাকতে দাও। আর আর আমার স্বপ্নের প্রতিমা খানি দাও। পিতৃবন্ধু হও দেবতা হও, যে হও যদি স্নেহভরে দয়া কর্ত্তে এসে থাক যদি আমাকে আবার কার্য্যক্ষেত্রে দেখবার ইচ্ছা থাকে তবে আমার ছায়াকে আমায় দাও। ছায়াই আমার শ্রম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, ছায়াই আমার ইচ্ছা, ছায়াই আমার শক্তি।

(পদ্মনাভের প্রবেশ)

পদ্ম। এস মিহির আজ তোমায় তোমার পিতৃধনাগার দেখাব।

মিহির। দেব অভাগার পানে ফিরে চাইলেন এই যথেষ্ট, আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন, ধনরত্নে আমার আর কামনা নাই।

পদ্ম। পিতৃ ঋণ পরিশোধ করবে না?

মিহির। জীবিতা জননীর অশ্রুমোচনের প্রয়াসই বড় কল্লেম তা আবার স্বর্গীয় পিতার ঋণে মুক্ত হব।

পদ্ম। বোধ হয় পিতৃ ঋণ কাকে বলে তা এখনও তুমি ভাল বুঝতে পারনি। নিজে সন্তানের পিতা না হোলে তা ঠিক বোঝা যায়ও না।

মিহির। আমি আবার সন্তানের পিতা হব!

পদ্ম। কেন ঘটনাটা কি হেতু এত অসম্ভব?

মিহির। আমায় হীরের পুতুল আনা যেহেতু অসম্ভব, পুরুষোত্তম রায়ের কন্যা প্রাপ্তি যেহেতু অসম্ভব।

পদ্ম। তুমি কি পুরুষোত্তম রায়ের কন্যাকে ভালবাস?

মিহির। দেহ কি জীবনকে ভালবাসে?

(সত্যবতী, পুরুষোত্তম ও রঙ্কিণীর প্রবেশ)

সত্য। হাঁ মিহির আমি কি করেছি বাবা যে দেশে ফিরে এসে, বাড়ীর দোরে পৌঁছেও আমাকে একবার দেখা দাওনি? বিনা সম্বলে বিদেশ যেতে বিদায় দিয়েছিলুম বলে কি আমার ওপর অভিমান হয়েছে? তুমি পথে পথে, আর আমি অট্টালিকায় বাস করছি, তাই বলে কি আমার উপর রাগ করেছ? নয়নের মণি আমার অঞ্চলের ধন, আশীর্ব্বাদ করি সংসারী হও—ছেলেপুলে হোক—তখন বুঝতে পারবে যে পুরুষোত্তমের কল্যাণে অট্টালিকাতে বসেও এই মা তোর বিহনে কি যন্ত্রণা ভোগ করেছে।

মিহির। মা আপনাকে প্রণাম কর্ত্তেও লজ্জা হচ্চে। (প্রণাম)

সত্য। আপনি কিরে পাগল? এই দুদিনে এত পর হয়েছিস যে আমাকে তুমি বলতেও ভুলে গেলি। এখন চল বাছা বাড়ী চল—এই ঠাকুরের কৃপায় আর পুরুষোত্তমের কল্যাণে আমাদের সকল কষ্ট দূর হয়েছে। আমি তোর আশায় জলখাবার সাজিয়ে, নূতন বসন ভূষণ বার করে নিত্য বসে থাকি—আর দেরি করিসনে আয় এই দুঃখিনীর অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর।

পদ্ম। সত্যবতী, তোমার পুত্রের সঙ্গে আজ আমার একটু বিশেষ কার্য্য আছে। আমারই আদেশে মিহির দেশ পর্য্যটনে গিয়েছিল।

রঙ্কিণী। সে সব কথা মিহিরের মাকে আমরা বলিছি আপনাকে আর কষ্ট পেতে হবে না।

পদ্ম। দেখছি গরিব ব্রাহ্মণের উপর রায়গৃহিনী বড় তুষ্ট নন।

রঙ্কিণী। ছায়া যদি আমার সতীন ঝী হোত তাহোলে বোধ

হয় তুষ্ট হোতে পারতুম কিন্তু তাতো নয়—পেটে ধরেছি। আমার যে কি ব্যথা তা মিহিরের মা বুঝবে বটে—তুমিতো ব্রাহ্মণ—তোমার নারায়ণ নিজেই যশোদাকে চোখের জলে ভাসিয়েছিলেন তোমার সাধ্য কি যে মায়ের মমতা বোঝ।

পুরু। রুক্মিণী আবার—আর কেন? আমাদের কর্ম্মফল—ব্রাহ্মণ নিমিত্তমাত্র কতবার তোমাকে বলবো? মনকে বোঝাও দেবতাই ছায়াকে দিয়েছিলেন দেবতাই নিয়েছেন। কে কার? সকলই মায়ার খেলা এ সংসার দেবমায়া!

রুক্মিণী। দেবতার যদি এতই খেলবার সাধ ত আমাদের মন লোহা দিয়ে গড়েননি কেন?

মিহির। আমিত মন লোহায় বেঁধেছিলুম—বেঁধে পালিয়েছিলুম। কিন্তু চোখের চুম্বুকে টানলে রূপের বিদ্যুতে গলালে।

পদ্ম। বলেছি ত দেবঋণ পরিশোধ হোলেই—

রুক্মিণী। ঢের হয়েছে ঠাকুর আমি আর কথার ছলায় ভুলিনি—দেবতার কাছে ঋণইবা কি আর তার পরিশোধইবা কি? মলে কি আমি এ সব সঙ্গে করে নিয়ে যাব যে, বৈকুণ্ঠে গিয়ে লক্ষ্মীকে তাঁর ধার স্থুধ সমেত হিসেব পত্র করে বুঝিয়ে দেব? দেবতার ধন দেবতারই থাকবে আমাদের দুদিনের তরে আগলাতে দিয়েছেন আগলাচ্ছি। সবই ত দেবতার—আমরাওত দেবতার তাঁর কাছে ধারই বা করে কে শোধইবা করে কে?

পুরু। রুক্মিণী রুক্মিণী সহধর্ম্মিণী! আজ একি জ্ঞান দিলে, কি চক্ষু খুলে দিলে! সত্য সত্য, সবই দেবতার, আমরাও দেবতার! শাস্ত্রাধ্যয়নে যে সত্য আমি চিনতে পারিনি স্নেহের দারুণ অভিমান সে সত্য আজ তোমার হৃদয় থেকে নিঃসৃত করে দিয়েছে। আমার

লক্ষীর রসনায় আজ সরস্বতী নৃত্য কচ্চেন—সবই দেবতার, তাঁর কাছে কেই বা ঋণ করে, কেই বা শোধ করে। দেব, বুঝেছি দর্পহারী আজ আমার দর্প চূর্ণ করলেন! ঋণ পরিশোধ কচ্চি বলে বুঝি আমার দর্প হয়েছিল—বুঝলুম এ সংসারে ঋণ পরিশোধ হয় না। জননী সত্যবতী, আমি এখনও আপনার নিকট ঋণী; জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রত্যুপকারের প্রয়াস পেলেও স্বর্গীয় গোকুলচাঁদের প্রথম উপকার বলবান থাকবে।

পদ্ম। বিষম সমস্যা! যখন ঋণই স্বীকার কচ্চনা তখন আর পরিশোধের কথা কি করে তুলি? প্রকৃতি চিরদিনই কৌশলময়ী—প্রকৃতি সর্ব্বত্রই বিজয়িনী। পুরুষোত্তম, তোমার প্রকৃতির নিকট বুঝি আমিও পরাজিত হোলেম।

রঙ্কিনী। তবে ঠাকুর আমার মেয়ে আমায় দাও।

পদ্ম। আচ্ছা মিহিরের সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কার্য্য আছে তা সম্পন্ন হবার পর তোমার কন্যার মত জিজ্ঞেস কর্ব্বো তখন ছায়া তোমাদের সঙ্গে যেতে চায় যাবে।

(গজুয়ার প্রবেশ)

গজুয়া। যাবে না তা যাবে না, গেলে ছায়া দিদি থাকবে কোথা? ঠাকুর বড় সুন্দর দেখে দিদিটিকে আমার তারায় তুলে রাখে—পদ্মের পাপড়ির ভেতর লুকিয়ে রাখে. তার চেয়ে সুন্দর জায়গা না দিতে পারলে আমার সুন্দর দিদিকে কেউ রাখতে পার্ব্বে না।

রঙ্কিনী। কেন রে গজু এদ্দিন তোর দিদি ছেল কোথা, আমার বাড়ীতে কি ভাল জায়গা নেই?

গজুয়া। না তখন ছেল তখন ছেল, এখন আর সেখানে থাকতে পার্ব্বোনা। তারার চেয়েও পদ্মের চেয়েও একটা সুন্দর জায়গা আগে ছিল বটে সেটা ময়রার দোকান: কিন্তু সেটাও এখন বিশ্রী হয়ে গেছে।

সত্য। গজু আমাদের বড় খেতে ভালবাসে। আজ আমি তোমায় নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়াব, আমার মিহির ঘরে ফিরে এসেছে।

গজুয়া। কাকে খাওয়াবে কাশ্মীরী মা? সে পালা ফুরিয়ে গেছে। মণ্ডায় মা আর তেমন মিষ্টি নেই—বেদানার দানা দেখতে তেমনি সুন্দর আছে কিন্তু আর খেয়ে নষ্ট কর্ত্তে সাধ যায় না—আহা মা আঁবগুলি যখন রাঙা টুকটুকে হয়ে গাছে দোলে তখন তার পানে চেয়ে থাকতেই মজা। আজ সকালে হ্রদের ধারে বসে মাছের খেলা দেখছিলুম আর ভাবছিলুম এমন রূপের ছটা সব ধরে ধরে আমি পেটে পুরিছি।

পুরু। একি গজুর অরুচি এত ভাল লক্ষণ নয়। তোর এ কি হোলোরে?

গজুয়া। ঐ বামুন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর, নিশ্চয় এ ওরি কাজ, সেই আমাদের দেশে যখন গেছলেন—সেই যেদিন ছায়া দিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন, সেদিন বুঝি ঠাকুরের আমার কাছে কিছু খাবার লোভ হয়েছিল, তা আমি বলে ফেলেছিলুম যে ঠাকুর দেবতাকে কখন কিছু দেব মনে করি বটে কিন্তু পয়সা হাতে এলেই যা কিছু ভালজিনিস সামনে পড়ে কিনে খেয়ে ফেলি; তারপর বামুন লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছে—আহা বড় সুন্দর মেয়ে—বড় সুন্দর! ছায়া দিদি সুন্দর, আমার এ মা সুন্দর, কাশ্মীরী মা সুন্দর—ভারি সুন্দর; কিন্তু মা তোমরা আপনারাই

সুন্দর; আর সেই—সেই—যে আমার খাওয়া ভুলিয়েছে সে সুন্দর—সুন্দর—সুন্দর—কত সুন্দর বলতে পারিনি। সে উড়তে পারে কি না—চাঁদে যায় তারায় যায়, রামধনুকে যায়, আর রোজ নতুন নতুন রূপ মেখে আসে, আর যাকে মনে করে তার চোখে রূপ মাখিয়ে দেয়—আমার চোখেও দিয়েছে। এখন তাই সুন্দর জিনিস পেলে আমার কেবল দেখতে ইচ্ছা করে—খাওয়া দাওয়া ঘুচে গেছে।

পদ্ম। তাইত, তবে দেখছি তুমি আবার এক নূতন হাঙ্গামায় পড়েছ।

গজুয়া। বড় মজার হাঙ্গাম ঠাকুর বড় মজার হাঙ্গাম, খালি ফুর্ত্তি—খাওয়ার চেয়েও। হাঁ ঠাকুর এখন সে কোথায় গেছে? উড়তে কি?—আহা তা যাক্ যাক্—তার ত শরীর নেই—খালি রূপ টুকু; মাটিতে দাঁড়ালে ব্যথা পায়, নৈলে ইচ্ছে করে খালি তাকে দেখি। সে আমায় বলেছে এরপর আমি আর একজনকে দেখতে পাব সে নাকি আরও সুন্দর। এক নূতন কথা বলে, কালো কিন্তু ভেতরে রূপের আলো। সেরূপ দেখলে নাকি জন্মে আর ক্ষিদে তেষ্টা থাকে না; খালি ফুর্ত্তি ফুর্ত্তি ফুর্ত্তি। পা নাচে, প্রাণ নাচে, গলা গায়, চোখ হাসির জলে ভেসে যায়।

পুরু। গজু একটু স্থির হও। ঠাকুর, এখন আমাদের প্রতি কি আজ্ঞা হয়? আবার সংসারধর্ম্মে আশাকে হৃদয়ে স্থান দেব, না দেবতার ধন দেবকার্য্যে অর্পণ করে স্ত্রীপুরুষে তীর্থবাসী হব।

(ধীরে ধীরে পটাপসরণ ও সপ্ত প্রতিমা সম্বলিত মণি মাণিক্য বিভূষিত কারুকার্য্যময় গিরি গুহা প্রকাশ—সপ্তম প্রতিমার পীঠ পার্শ্বে মায়া দণ্ডায়মানা।)

সত্য ও রঙ্কিণী। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য। অদ্ভুত, অদ্ভুত! একি!

পুরু। অলৌকিক ব্যাপার!

পদ্ম। মিহির, এই তোমার পিতার ধনাগার—এখন তোমার সম্পত্তি। শূন্য পিঠ পূর্ণ হয়েছে দেখতে পাচ্চ কি?

মিহির। পাচ্চি। কিন্তু আপনি করলেন কি—এ সর্ব্বনাশ কেন করলেন? না হয় আমাকে না দিতেন—না হয় ওর পিতা মাতাকে না দিতেন, কিন্তু অমৃতময় জীবন হরণ করে ছায়াকে পাষাণে পরিণত করলেন কেন?

রঙ্কিণী। বামুন, কি করেছিলুম—আর জন্মে আমি তোমার কি করেছিলুম—কবে তুমি আমার দ্বারে এসেছিলে, আর আমি অন্নের পরিবর্ত্তে পাথর দিয়েছিলুম যে, তুমি আমার মেয়েকে পাথর করে দিলে?

সত্য। ঠাকুর দেখ দেখ মিহিরের আমার কি হোল—বাছার চোখে পলক পড়ে না।

পুরু। মায়া—মায়া—মায়ার শাস্তি! অতি মায়ায় মোহিত হয়ে, কন্যা কন্যা করে আমি ভগবান নারায়ণকে বিস্মৃত হয়েছিলুম তাই মায়ার প্রভাবে আজ কন্যা আমার পাষাণী হল।

গজুয়া। তাই হয়েছে। ঐ যে পাশে দাঁড়িয়ে সেই মায়া—যে আমার মেঠাই ভুলিয়েছে সেই সুন্দর মায়া—ও যে রূপ ছড়াতে পারে, তাই দিদি আমার আগেকার চেয়েও সুন্দর হয়েছে—দেখনা, দেখনা দিদিটীর আমার পাথরেও যেন প্রাণ আছে।

মিহির। প্রাণের পাষাণী আমার! পাষাণ প্রাণে ফেলে পালিয়েছিলুম, তাই কি পাষাণী সেজে আজ আমায় তিরস্কার কচ্চ?

অচেতন হীরক প্রতিমা অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে ছুটেছিলুম, তাই কি প্রেমময়ী আজ চৈতন্যহারা হয়ে আমাকে দেখা দিলে? কর, কর, প্রেম শূন্য ঐশ্বর্য্যলোভীকে যত পার ভৎর্সনা কর—কেবল আমাকে তোমার পূজা কর্ত্তে দাও—ঐ বিশ্ববিমোহিনী পাষাণীর রূপকেও পূজা কর্ত্তে দাও। একি, পাষাণে জল ঝরে! ভ্রম নয়, সকলে দেখ—মা মা দেখ—আমার প্রিয়তমার পাষাণ নয়ন জলে ভরে গেছে।

পদ্ম। মিহির শুনেছত বলিরাজার দানে মোহিত হয়ে আপনি হরি তাঁর দ্বারী হয়েছিলেন—তোমার পিতাও দীনের ব্যথায় ব্যথী হয়ে দীনবন্ধুকে বেঁধে গেছেন। তুমিও দুঃখীর দুঃখ মোচন কর্ত্তে গিয়ে আপনাকে সর্ব্বস্ব হারা ভেবেছিলে—কিন্তু মিহির তুমি জানতে না যে পরিমাণে কাঙ্গালকে ধন দিচ্ছিলে সেই পরিমাণে ভগবানকে তোমার কাছে ঋণী কচ্ছিলে। তোমার হৃদয়ে দয়া ছিল, প্রেম ছিল না, তাই নারায়ণকে চিনতে পারনি—নিরাশ হয়েছিলে। প্রেম না হোলে বিশ্বাস জন্মে না। এ পৃথিবী প্রেম শিক্ষাস্থল—পিতামাতার কোলে আরম্ভ করে প্রণয়শালিনী বরাননীর কোমল সহবাসে সে শিক্ষার পূর্ণতা হয়, তাই হীরক প্রতিমাছলে আমি তোমারে নির্ম্মলা কুমারী প্রতিমা অন্বেষণ করতে পাঠিয়েছিলেম। মায়া! তোমার কৌশলেই মিহিরের শেষ সংশয় দূরে গিয়ে চিত্ত বিকাশ হয়েছে। ছায়ার হৃদয়ও তুমিই মধুময়ী করেছ। এখন যে কমল তুমি ফুটিয়েছ সে কমলে তুমিই মধু সঞ্চার কর।

মায়া। ছায়ার মা, তখন ছায়া তোমাকে অত বোঝালে তুমি বিশ্বাস করলে না; এখন দেখদেখি তোমার মেয়ের স্বপ্ন সত্যি কিনা।

রঙ্গিনী। ছায়া আমার বেঁচে—ছায়া আমার বেঁচে! মিহির আমার ছায়ার!

মায়া। আয় সখি আয় নেমে আয়,
দেখ স্বপ্নের ধন পড়ছে লুটে পায়।

ছায়া। যাও।

মায়া। যাব—না আরো জেঁকে বসবো। এই যে ফুলের মালায় তোমাদের দুজনকে বাঁধছি আমি না থাকলে মাঝে মাঝে গের কসে দেবে কে?

(মায়ার গীত)

আমি বহুরূপী সাজে ফিরি ধরা মাঝে খেলাতে প্রেমের খেলা।
স্নেহের সলিলে সাগর রচিয়ে ভুবনে ভাসাই ভেলা॥
আমি ছায়া ধরে গড়ি কায়া
পিতা মাতা সুত সুতা জায়া
সম্বন্ধ বন্ধন বন্ধু সম্বোধন সকলি আমারি মায়া—
মানবে মোহিতে আছি এ মহীতে সাজায়ে মোহন মেলা॥

পুরু। নারায়ণ, আর অধিক নয়! আমার পার্থিব সুখের অন্ত হয়েছে, রঙ্গিনী বল আর যেন অধিক সুখের কামনা মনে না হয়। যাঁর প্রত্যক্ষ কৃপায় আজ এ আনন্দের সৃষ্টি তিনি আমাদের নারায়ণ—এস তাঁকে প্রণাম করি। বাবা আমার, মা আমার, তোমরাও প্রণাম কর।

সত্য। খাণ্ডারী তোর ধার শোধ হবে না। এ অতিথ তুইই আমার দ্বারে পাঠিয়ে দিয়েছিলি।

গজুয়া। তাত সব হোল—ছোট শেঠজী! আমাদের ছায়া দিদিত এখন তোমার দিদি হোল। এখন আমারও যে একটা

সম্পর্ক পাতাতে ইচ্ছে কচ্ছে। পাঁড়েজী! তুমিত সাগর থেকে কুড়িয়ে এনে অমন সুন্দর মেয়ের বাপ হয়ে খুব সুখে, খুব মজায়, খুব ফুর্ত্তিতে আছ—আমারও তোমার মায়ার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে দাওনা। অমন সুন্দরের কেউ আপনার হোতে আমার বড্ড ইচ্ছা হচ্ছে—ভাই হোক, সাঙ্গাত হোক, চাকর হোক। আমি গায়ে হাত দোবনা, ছোঁবনা, কাছে যাবনা, কেবল আপনার বলে ডাকব। আর আবার যদি কখন সাগরের জলে পড়ে যায় তা হোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলব, না হয় সঙ্গে সঙ্গে ডুববো।

মায়া। আর আমি যদি বরাবর তোমার কাছে কাছে থাকি?

গজুয়া। না না তা থাকতে হবে না, তাহলে তোমার বড় কষ্ট হবে। তুমি বড় মিষ্টি, বড় সুন্দর, এ শক্ত মাটিতে কি তোমার থাকতে আছে?

(গীত)

তুমি আকাশের পাখী শূন্যে উড়ে যাও।
আহা মাটিতে হাঁটিতে বড় ব্যথা পাও ব্যথা পাও॥
তুমি উড়ে যাও, নাও শিশিরের জলে,
রামধনু ধরে হার পর গলে,
বিজলি মালায় বেনিটী জড়ায়ে চাতকিনী সনে গাও;—
আমি কি বলে ডাকিব শুধু সেটী বলে দাও।
দেবে দেখা কি বলে ডাকিলে সেটী বলে দাও॥

সত্য। মা ছায়া, তোমার বাপ মার পুণ্যে আমি কি সুখী হলুম—আনন্দ আর ধরছে না।

ছায়া। মা আমার বাবাকে মাকে এখান থেকে যেতে

দিওনা। আর—আমার—ইনি যেন আবার হীরের পুতুল খুঁজতে যাননা।

সত্য। তুমি মা শীগ্‌গীর করে একটী ক্ষীরের পুতুল কোলে ফেলে দিও, তাহলে কোথাও যেতে পার্ব্বে না। ওগো তোমরা সকলে হাস, সবাই হাস, আমি যেন আজ গাছে পাতায় ফুলে ফলে হাসি দেখতে পাই।

(গীত)

আজ কেউ থেকোনা মলিন মুখে।
আমার ঘরের ছেলে ঘরে এল—
আবার বৌ নে এল টুকটুকে॥
পড়ছে মনে ছেলে বেলা,
পুতুল নিয়ে বিয়ের খেলা,
তেমনি আমার আজকে আবার
নাচতেছে প্রাণ চপল সুখে।
যেমনি বর গো তেমনি কনে,
এর ওকে ধরেছে মনে,
বাকি জীবন জুড়িয়ে নেব, ঐ দুটী ফুল রেখে বুকে।
সবাই দাওগো হাসির যৌতুক আমি নেব কৌতুকে॥

যবনিকা পতন।